উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

বাংলাদেশের সঙ্গে ৭১-এর জট কেটে গিয়েছে » ৭

শাশ্বত ভীতু, কটাক্ষ বিবেক-পত্নীর

অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে ভীতু বলে কটাক্ষ করলেন বিতর্কিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমার সহ প্রযোজক পল্লবী যোশি। তিনি বলেন, 'শাশ্বতর কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।' » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩৩°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৭°	২৭°	২৬°

আমার মনে হয় হনুমানই প্রথম মহাকাশচারী » ৭

৮ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 25 August 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 98

নিরাপত্তার বিপদ... রাহুল গান্ধিকে আলিঙ্গনের চেষ্টা এক সমর্থকের। রবিবার বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায়। -পিটিআই

অমর খুনে আলিপুরদুয়ার যোগ-চর্চা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ অগাস্ট : অমর রায় খুনে তৃণমূল-যোগ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। আর সেইসঙ্গে সেই খুনের সঙ্গে নাম জড়িয়ে গেল প্রতিবেশী আলিপুরদুয়ার জেলারও। এবার সেই খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল দলেরই এক প্রাক্তন উপপ্রধানের ভাই মিঠুন রায় ও তাঁর সঙ্গী বাঁধন দাস ওরফে কানাইকে। শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার তপসিখাতা থেকে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে খুনের দিন ব্যবহার করা মোটরবাইকটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

এদিকে, আগেই গ্রেপ্তার হওয়া নারায়ণ বর্মন ও কিশোর বর্মনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মরা নদীর কুঠি এলাকা থেকে পুলিশ একটি নাইন এমএম পিস্তল খুঁজে পেয়েছে। সেই পিস্তলের গুলিই অমরের শরীরে লেগেছিল কি না তা জানতে সেটি ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হবে। তৃণমূলের যুব নেতা অমরের খুনে দলেরই প্রাক্তন উপপ্রধানের ভাই গ্রেপ্তার হওয়ায় দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে।

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পুরোনো শত্রুতার জেরেই খুনের ঘটনা ঘটেছে। আরও যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

এদিকে, ধৃতদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগসূত্র বের হওয়ার প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেছেন, 'যারা অপরাধ করে তাদের একটাই পরিচয় অপরাধী। অপরাধের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ তদন্ত করুক। যারা দোষী তারা নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে।' গত ৯ অগাস্ট ডোডেয়ারহাটে বন্ধুদের সঙ্গে মাংস কিনতে গিয়ে প্রকাশ্যে খুন হন তৃণমূলের যুব নেতা অমর রায়। তিনি ডাউয়াগুড়ির তৃণমূলের প্রধান কুন্তলা রায়ের ছোট ছেলে। খুনের ঘটনার পর ১৭ অগাস্ট অসম-বাংলা সীমানা থেকে বিনয় রায় নামে এক সুপারি কিলারকে গ্রেপ্তার করেছিল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। এরপর ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশের একটি দল অরুণাচলপ্রদেশে পৌঁছায়।

এরপর দশের পাতায়

মোষ পাচারে বড়লোক

নিউজ ব্যুরো

২৪ অগাস্ট : মোষপিছু লাভ প্রায় ৫০০ টাকা। তার মানে এক রাতে ১০০টা মোষ সংকোশ পার করাতে পারলে কড়কড়ে হাজার পঞ্চাশেক। তাহলে মাসের অর্ধেক দিন কাজ করলেও লাখ আষ্টেক। এই এত টাকা কিন্তু ঢুকছে একজনেরই পকেটে। পাচারের মোষ আলিপুরদুয়ার জেলার সীমানা পার করিয়ে নিরাপদে অসমে ঢুকিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরই।

করিতকর্মা

- তিনি মোষবোঝাই গাড়ি অসম-বাংলা সীমানা পার করিয়ে দেওয়ার এজেন্ট
- তবে তাঁর এই পেশার কথা কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীরা জানেন না
- এলাকায় তাঁর পরিচিতি পোলট্রি ব্যবসায়ী হিসেবে
- ওই ব্যক্তিকে সিন্ডিকেটের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

বিহার, উত্তরপ্রদেশের মতো ভিনরাজ্য থেকে সড়কপথে মোষ ঢুকছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। তারপর তা অসম-বাংলা সীমানার একাধিক গ্রামের পথ ধরে সংকোশ নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছে অসমে। আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লককে কেন্দ্র করেই মোষ পাচারের এই অবৈধ কারবার চলছে। বারবিশা কিংবা আশপাশের এলাকায় মোষের গাড়ি ঢোকার পর থেকে শুরু করে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়ে, কিংবা ছোট পণ্যবাহী গাড়িতে চাপিয়ে নৌকাঘাট পর্যন্ত নির্বিঘ্নে নিয়ে যাওয়া, তারপর যন্ত্রচালিত নৌকায় তুলে সংকোশ নদী পার করে অসমে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন এক ম্যানেজার। এই ব্যক্তি কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা-বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা।

দীর্ঘবছর ধরে তলে তলে ভিনরাজ্যের গোরু, মোষবোঝাই গাড়ি অসম-বাংলা সীমানা দিয়ে অবৈধ উপায়ে পার করিয়ে দেওয়ার এজেন্ট হিসেবেই কাজ করলেও তাঁর এই পেশার কথা কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীরা জানেন না। এলাকায় তাঁর পরিচিতি পোলট্রির ব্যবসায়ী হিসেবে। অসমে মোষ পাচারের অবৈধ ব্যবসার লাইন ঠিক রাখতে ওই ব্যক্তিকে সিন্ডিকেটের কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

অনাদরের ধুলোয় ঢাকা পড়ছে দুই দিনাজপুর

শুভ্রশঙ্কর নাগ

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার কথা মহাভারত সমান। কিন্তু সেই উত্তরবঙ্গের ভেতরেই আছে আরও এক বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ। সেই উত্তরবঙ্গ নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই, ভাবনাচিন্তা নেই। যুগের পর যুগ ধরে উত্তরবঙ্গের ভেতরে থাকা দুয়োরানি দুই দিনাজপুরের কান্না শোনার লোক নেই। কেন্দ্র, রাজ্য দুই সরকারই ব্রাত্য করে রেখেছে উত্তরের দুই প্রাচীন জনপদকে।

১৯৯২ সালে উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ভাগ হলেও আজও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে কোথাও না কোথাও হয়তো একটু উন্নয়নের ছোঁয়া ইদানীংকালে দেখতে পাওয়া যায়। তবে সেই উন্নয়ন মূলত শিলিগুড়ি ও মালদা কেন্দ্রিক। ওই এলাকায় যেভাবে উন্নয়নের আলো পড়েছে তার ছিটেফোঁটাও পড়েনি দুই দিনাজপুরে। নতুন করে কোথাও কোনও কর্মসংস্থান নেই, কোনও শিল্প নেই। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হলেও তার ফলাফল খুব হতাশাজনক। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে এখনও কোনও কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি বিভাগ নেই। বড় কোনও সমস্যা হলে জেলায় চিকিৎসার কোনও সুবিধাও মেলে না। সাধারণ সমস্যা নিয়েও সবসময় জেলাবাসীদের ছুটতে হচ্ছে কলকাতা, চেন্নাই বা অন্যান্য জায়গায়। চিকিৎসা পরিষেবায় আমরা বিশবাঁও জলে। অথচ যেটা মানুষের অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়।

এবার পরিবহণের কথা বলা যাক। একমাত্র রেল পরিষেবা কিছুটা উন্নত হলেও রায়গঞ্জের বাসিন্দাদের দূরপাল্লার যাত্রার জন্য ট্রেন ধরতে যেতে হয় পাশের রাজ্য বিহারের বারসই স্টেশনে। শিলিগুড়ি ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের দুটি মাত্র ট্রেন। কলকাতাগামী ট্রেনের পরিষেবা ভালো বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটা বাদ দিলে বাকিটা হতাশার। তুলাইপাঞ্জি চাল এবং বিঘোরের বেগুন,

এরপর দশের পাতায়

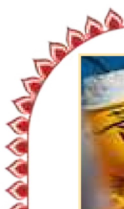

মা আসছেন **৩৪** দিন পর

ধামাচাপা দিতে মরিয়া সমবায় ব্যাংক

কেলেঙ্কারি অনেক, নেই শুধু পদক্ষেপ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহারের সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক।

এক্সক্লুসিভ (উত্তরবঙ্গ সংবাদ)

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কখনও ব্যাংকের ম্যানেজার, কখনও ক্যাশিয়ার, বিভিন্ন সময় সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ দু'হাতে লুটেছেন ব্যাংকের আধিকারিকরা। একের পর কেলেঙ্কারি ধরা পড়লেও আজ পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই কড়া পদক্ষেপ হয়নি। দুর্নীতির আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক। অভিযোগ, ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টর এবং সমবায় দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের মদতেই রমরমা হয়েছে দুর্নীতির। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি রাজনৈতিক কারণেই বারে বারে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে কেলেঙ্কারি?

গত তিন বছরেই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় বড় বড় কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে। সম্প্রতি জামালদহ এবং হলদিবাড়ি শাখার দুর্নীতি ছাড়াও ২০২২-এ ব্যাংকের মূল শাখা কোচবিহারে ৮৪ লক্ষ টাকার তছরুপ ধরা পড়ে। তাতে অভিযুক্ত ছিলেন ক্যাশিয়ার চুমকি দত্ত। সেই সময়ও প্রথমে চুমকির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করে টাকা ফেরত নিয়ে দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ব্যাংক সূত্রের খবর, চুমকি লিখিতভাবে সব টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দিলেও মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা দেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছ থেকে আজও বাকি টাকা উদ্ধার করতে পারেনি। চাপের মুখে কেলেঙ্কারি ধরা পড়ার অনেক পরে চুমকির বিরুদ্ধে এফআইআর করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তীতে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। নিয়ম অনুসারে চুমকির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে পদক্ষেপ করার কথা সমবায় দপ্তরের। তবে তিন বছর হতে চললেও আজও সেই তদন্ত হয়নি। কেন তদন্ত হল না তার উত্তর নেই সমবায় আধিকারিকদের কাছে।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

ফের ক্যামেরায় ব্ল্যাক প্যান্থার

» *দুইয়ের পাতায়*

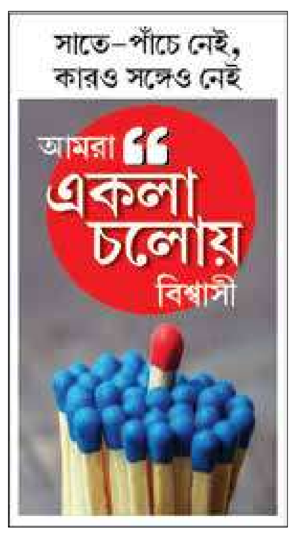

'আত্মহত্যা'র নেপথ্যে উচ্ছেদ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট বাজারে এক ওষুধের দোকানের কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম প্রদীপ বসাক (৩৪)। এদিন সকালে দোকান থেকে ওই দেহ উদ্ধারের পর ওই তরুণের পরিবারের সদস্যরা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কাঠগড়ায় তুলছে সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা মহাসড়কের কাজে যুক্ত ঠিকাদারি সংস্থাকে। মহাসড়কের কাজের জন্য সেই দোকান উচ্ছেদ হওয়ার কথা ছিল। চাকরি হারানোর ভয় ও অবসাদ থেকেই প্রদীপ আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি পরিবারের।

যদিও এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও বিষয় রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থা অবশ্য দেহ উদ্ধারে ঘটনায় নিজেদের নাম জড়াতে নারাজ। এদিনই ওই তরুণের দেহের ময়নাতদন্ত করা হয় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামালা রুজু করেছে পুলিশ।

বাবুরহাট বাজারে, মূল রাস্তার পাশেই ছিল ওই ওষুধের দোকান। সেখানে প্রায় ১৫ বছর ধরে কাজ করতেন প্রদীপ। তার মধ্যে গত কয়েক বছর থেকে ওই ওষুধের দোকানের দায়িত্ব কার্যত ছিল প্রদীপের কাঁধেই। শনিবার রাতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেননি বাড়ির লোকেরা। এদিন সকালে ওষুধের দোকানের সামনে সাইকেল দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সন্দেহ হয়। এরপর দোকানের দরজা ভাঙলে ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। সেখান থেকে পাঁচকোলগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালেই প্রদীপের দাদা পুলক বসাক মহাসড়ক কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন,

এরপর দশের পাতায়

কাজ নিয়ে ভয়

- বাবুরহাট বাজারে, মূল রাস্তার পাশেই ছিল ওই ওষুধের দোকান
- সেখানে প্রায় ১৫ বছর ধরে কাজ করতেন প্রদীপ
- গত কয়েক বছর থেকে ওই ওষুধের দোকানের দায়িত্ব কার্যত ছিল প্রদীপের কাঁধেই
- সম্প্রতি তাঁর বিয়ের কথাও হচ্ছিল
- সেই দোকান উচ্ছেদের জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা ছিল না

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

যদি ট্যাটুতে লেখো... সম্পর্কের অঙ্কে বদলায় নাম

প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে প্রিয় মানুষের নামের ট্যাটু করান অনেকেই। কিন্তু সম্পর্ক যখন ভাঙে, তখন বিপাকে পড়েন তাঁরা। মুছতে কিংবা তার ওপর নতুন নকশার ট্যাটু বানাতে গচ্চা যায় টাকা। অভিনেতা থেকে আমআদমি, বিপাকে পড়ছেন সবাই।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : 'যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে, পাথরে লেখো নাম পাথর ক্ষয়ে যাবে, হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে...' মান্না দে না হয় অনায়াসে বলতে পারেন হৃদয়ে নাম রয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমান কি আর প্রাক্তনের নামের ট্যাটু দেখে চুপটি করে থাকবেন! পারবেন মেনে নিতে? একবার ইষ্টের নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না প্রেমিক-প্রেমিকা বা সহধর্মিণীকে। আহত হলে লেখক দায়ী নয় কিন্তু।

ট্যাটুর চল আজকের নয়। উলকির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পর্ক দীর্ঘকালের। বিশ্বেও এর বহুলপ্রচলন। নয়ের দশকে নৃবিজ্ঞানী ডানিয়েল আঁতোনি যে মিশরীয় মমিটি পেয়েছিলেন, তার পিঠে ও বাহুতে দেখা গিয়েছিল বিশেষ কিছু চিহ্ন। মমিটি ৩৩৫১-৩০১৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক মানুষের ছিল। গবেষণায় উঠে এসেছে মিশর, সিন্ধু সভ্যতা, জাপান, চিন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ট্যাটুচর্চা চলে আসছে। মধ্যযুগীয় সভ্যতায় দাস, যোদ্ধা, ফ্যারাও, নাবিক গোষ্ঠীর মানুষ নির্দিষ্ট ঘরানার প্রতীক ট্যাটু হিসেবে ব্যবহার করতেন। আজও এই প্রথা ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে কিছু জনজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

অভিনেতা, খেলোয়াড় থেকে আমজনতার মধ্যে প্রিয় মানুষের নামে ট্যাটু করানোর প্রবণতা রয়েছে। সেই যে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' সিনেমায় রাহুল নিজের নিখাদ ভালোবাসা বোঝাতে বুকে প্রিয়াংকার নাম লিখিয়েছিলেন। এমন কত রাহুল-প্রিয়াংকার দেখা মেলে আমাদের আশপাশে। কিন্তু যখন সেই সম্পর্ক ভাঙে, নানা কারণে তাদের আর একসঙ্গে থাকা হয় না- তখন বিপাকে পড়েন নাম লেখানো মানুষটি। কেউ অভিমানে, কেউবা নতুন সম্পর্কে জড়ানোর পর মুছতে বাধ্য হন সেটা। ছুটতে হয় ট্যাটু আর্টিস্ট বা ডার্মাটোলজিস্টের কাছে।

দীপিকা পাড়ুকোনকে 'আরকে' (প্রাক্তনের নাম ও পদবির আদ্যক্ষর), হৃত্বিক রোশনকে প্রাক্তন স্ত্রীর নামের ট্যাটুর কারণে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল। তাঁদের মতোই অভিজ্ঞতা হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা অমিতের।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়, তারপর সেই মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া। দেখাসাক্ষাৎ না হলেও দিনরাত ফোনে কথা হত। কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছিলেন অমিত।

এরপর দশের পাতায়

উমিদ মাহালি ও রাজীব মিঞ্জ। -সংবাদচিত্র

রাজ্য ক্যারাটেতে বানারহাটের দুই

নাগরাকাটা, ২৪ অগাস্ট : রাজ্য স্তরে খেলার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার ক্যারাটে দলে সুযোগ পেল বানারহাট হাইস্কুলের দুই ছাত্র। তারা দুজনেই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলে। ষষ্ঠ শ্রেণির উমিদ মাহালির বাড়ি গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানে। সে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের জন্য মনোনীত হয়েছে।

অন্যদিকে, নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের রাজীব মিঞ্জ সুযোগ পেয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে। রাজীব দশম শ্রেণির পড়ুয়া। বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'এই প্রথম ক্যারাটেতে আমাদের স্কুল থেকে জেলার দলে কেউ সুযোগ পেল। অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। আশা করি, রাজ্য স্তরের খেলায় ওরা জেলা ও স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। উমিদ ও রাজীবের মাধ্যমে অন্য পড়ুয়ারাও ক্যারাটের প্রতি আগ্রহী হবে বলে মনে করি।'

জানা গিয়েছে, স্কুলের দুই ক্রীড়াশিক্ষক দিবাকর বিশ্বাস ও মহাদেব রায় আগাগোড়া ওই দুই ছাত্রকে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন। রাজীব জানিয়েছে, সে ৫৮ কিলোগ্রাম বিভাগে জেলা দলের হয়ে প্রতিযোগিতা করবে। অন্যদিকে, উমিদ লড়বে ৩৫ কিলোগ্রাম বিভাগে।

দুই পড়ুয়াই ক্যারাটেকে ঘিরে এখন নতুন স্বপ্ন দেখছে। ওদের কৃতিত্বে গ্যান্দ্রাপাড়া ও নিউ ডুয়ার্স বাগানে খুশির হাওয়া। বাগান দুটি থেকে এই প্রথম কেউ রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় খেলতে যাবে। রাজীবের বাবা শিবশংকর মিঞ্জ বলেন, 'ছোট থেকে ছেলের ক্যারাটের প্রতি ঝোঁক। বাগানে শিবিরে প্রথম হাতেখড়ি। আমি চাই ও আরও এগিয়ে যাক।' অন্যদিকে, উমিদের বাবা বাবলু মাহালি বলেন, 'বাগান থেকে স্কুল বেশ দূরে। পড়াশোনা করে ক্যারাটে চালিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছে ওর বরাবর।'

দুজনেই বানারহাটের 'ডুয়ার্স ক্যারাটে অ্যাকাডেমি'র প্রশিক্ষক শাহিদ আনসারির কাছে ক্যারাটে শিখছে। এলাকার শ্রমিক নেতা তবারক আলি বলেন, 'চা বাগানে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে প্রতিভার অন্ত নেই। সুযোগ পেলে শুধু ক্যারাটেতেই নয়, অন্য খেলার বড় মঞ্চেও ছেলেমেয়েরা সফল হবে।'

জাতীয় স্তরে কিকবক্সিংয়ে ময়নাগুড়ির ছাত্র

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রাজ্যের হয়ে জাতীয় স্তরে কিকবক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে ময়নাগুড়ি দেবাকেশ রায়। সে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া এলাকার বাসিন্দা। ফুলবাড়ি নারায়ণা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র দেবাকেশ। আগামী ২৭ অগাস্ট থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চেন্নাইয়ে জাতীয় কিকবক্সিং প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। সেই খেলায় দেবাকেশ অংশ নেবে। স্কুল স্তরের কিকবক্সিংয়ে জয়ী হওয়ার পর রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ওই পড়ুয়া। সেখানেই জাতীয় স্তরে খেলার জন্য সে নির্বাচিত হয়।

দেবাকেশের বাবা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। মা রিনা রায় বাড়িতেই থাকেন। দেবাকেশ এ নিয়ে বলল, 'জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়াই এখন আমার প্রধান লক্ষ্য। আগামীতে কিকবক্সিং প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার ইচ্ছা রয়েছে।' এদিকে, তার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার খবর পেয়ে রবিবার ওই পড়ুয়ার বাড়িতে পৌঁছোন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রামমোহন রায়।

ফের ক্যামেরায় ব্ল্যাক প্যান্থার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কার্সিয়াং বন বিভাগের একাধিক রেঞ্জে লেপার্ড এবং ব্ল্যাক প্যান্থারের দেখা মিলতেই নজরদারি বাড়াতে শুরু করেছে বন দপ্তর। নিয়মিত নাইট পেট্রলিং করার পাশাপাশি বন সংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দাদের এনিয়ে সচেতন করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে ট্র্যাপ ক্যামেরার ফুটেজ দেখে নির্দিষ্ট জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করছেন কার্সিয়াং বন বিভাগের আধিকারিকরা।

এক বছর ধরে লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের সংরক্ষণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে কার্সিয়াং বন বিভাগ। চলতি বছরের একাধিকবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই দুই বন্যপ্রাণীর বিচরণের ছবি। বিশেষ করে কার্সিয়াং বন বিভাগের কার্সিয়াং, বাগোরা ও বামনপুখরি এই তিনটি রেঞ্জে বেশ কয়েকবার দেখা মিলছে এই শিডিউল-১'এর বন্যপ্রাণীর। তারপর থেকেই নিয়মিত নাইট পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে কার্সিয়াং রেঞ্জের ডাওহিল ও শিবখোলা, বাগোরা রেঞ্জের বাগোরা, মজুয়া, গৌরীগাঁও এবং বামনপুখরি রেঞ্জের লামা গুম্বা বিট এলাকায়।

লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের সংরক্ষণের দিকে নজর দিয়ে যে এলাকাগুলোতে সাইটিং বেশি হচ্ছে সেখানে রাতে যাতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে না বের হন, গবাদিপশু যেখানে রয়েছে সেখানে ফিনাইল, ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং উচ্ছিষ্ট যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা হয় সেজন্য মাইকিং করা হচ্ছে। কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান, ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড সংরক্ষণের উপর বিশেষ নজর দিয়েই নিয়মিত নাইট পেট্রলিং চালু করা হয়েছে।

খোবিঝোরা ফরেস্টে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড।

বন দপ্তরের নজর

- কার্সিয়াং বন বিভাগের একাধিক রেঞ্জে লেপার্ড এবং ব্ল্যাক প্যান্থারের সংখ্যা বেড়েছে
- চলতি বছরে একাধিকবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই দুই বন্যপ্রাণীর ছবি
- কার্সিয়াং বন বিভাগের কার্সিয়াং, বাগোরা ও বামনপুখরি রেঞ্জে বেশ কয়েকবার দেখা মিলেছে
- তারপর থেকেই নিয়মিত নাইট পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন কার্সিয়াং বন বিভাগের আধিকারিকরা

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক বছরে এই তিন রেঞ্জে ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করেনি। এদিকে, ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ডের সাইটিং বেশি হওয়ায় খুশি বন দপ্তরও। নিয়মিত নাইট পেট্রলিং করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বামনপুখরি রেঞ্জ অফিসার সিদ্ধার্থ গুরুং। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, কার্সিয়াং রেঞ্জে প্রতিদিনই দেখা মিলছে ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ডের। এমনকি চলাফেরা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের চোখে পড়ছে এই দুই বন্যপ্রাণী।

এছাড়াও বাগোরা রেঞ্জেও মজুয়া, গৌরীগাঁও এলাকাতেও একদিন পরপর দেখা মিলছে এই দুই প্রাণীর। বামনপুখরি রেঞ্জের লামা গুম্বার জঙ্গলেও দেখা মিলছে লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের। কার্সিয়াং রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সংবর্ত সাধু বলেন, 'লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের সাইটিং অনেকটাই বেড়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।' নাইট পেট্রলিংয়ের ফলে বহু মানুষ এব্যাপারে সচেতন হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

এখন যে এলাকাগুলোতে ঘনঘন এই দুই বন্যপ্রাণীর দেখা মিলছে, এক বছর আগেও তেমন দেখা যেত না বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরও বেশ সজাগ। এখনও কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলেও, এই দুই বন্যপ্রাণীর আক্রমণে যাতে কোনও সাধারণ মানুষ আহত না হন, সে বিষয়ে নজর রাখছেন বন আধিকারিকরা।

চার ইয়ারি কথা

কোচবিহার মারুগঞ্জ কার্জিপাড়ায় অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ঠিক হল আলো

কোচবিহার, ২৪ অগাস্ট : অবশেষে ঠিক করা হল কোচবিহারের ওয়েলকাম গেট বা স্বাগত তোরণের আলো। গত ২৯ জুলাই উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে বিষয়টি নজরে আসে বলে জানিয়েছিলেন পূর্ত দপ্তরের আওতাধীন ইলেক্ট্রিক্যাল দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক দেব। তারপরই আলোকসজ্জা ঠিক করার উদ্যোগ নেয় পিডব্লিউডির ইলেক্ট্রিক্যাল দপ্তর। রবিবার সন্ধ্যায় হেরিটেজ গেট আবার আগের মতো আলোকসজ্জায় সেজে ওঠাতে স্বভাবতই খুশি কোচবিহারবাসী।

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে একজন Accountant চাই (থাকা ও খাওয়া ফ্রি) M : 9733110555. (C/117898)

এপার্টমেন্ট ও মল- এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা-খাওয়া মেসে, বেতন- 10,500/- M- 9933119446 (C/117899)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট লাগোয়া মনোরম পরিবেশে ৬ কাঠা জমি (খতিয়ান ও LR- ভুক্ত) সুলভ মূল্যে বিক্রয় হবে। (দালাল নিষ্প্রয়োজন). 7908987319. (C/117925)

ভাড়া

Shop for rent 150sq ft. oppt. Kiran Ch Bhawan. M- 8116203723. (C/117895)

হাকিমপাড়ায় 1BHK ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ 76797-87613. (C/117896)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/180510 আমার নাম ভুল থাকায় গত 22/8/25 J.M 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rajjak Miya এবং Ajjad Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কামিনীর হাট, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117168)

আমি Malay Roy, S/o Late Lakshi Kanta Roy, গ্রাম - দেবীপুর, পো: রাজীবপুর, থানা- গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, আমার ভোটার কার্ডে (যার নং WB/06/035/447424) আমার নাম ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24/07/25 তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর এট বুনিয়াদপুর ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট (যার নং 3076) বলে আমি Roy Samaru থেকে Malay Roy ও বাবা Lakshi kanta থেকে Lakshi Kanta Roy করা হইল। (C/117897)

NOTICE

This is to inform all concern that we Sri Pradyut Kumar Das and Sri Tapan Kumar Das, both are sons of Late Haripada Das of Aurobindapally, P.O. Rabindra Sarani, P.S, Siliguri, Dist. Darjeeling, executed a General Power of Attorney favouring Sri Asim Haldar, S/o Sri Gour Gopal Haldar of Shibrampally, P.O. Haiderpara, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, on 16.08.2016, registered at A.D.S.R, Siliguri, to do all acts & deeds in respect of our vacant Land situated at Mouza- Sannyasikata, Sheet No: 6, P.S. Rajganj, Dist. Jalpaiguri (W.B.)

We the Principals jointly decided to revoke the above said General Power of Attorney and thus have revoked it with effect from 07.08.2025 and the above said Attorney Holder shall have no power to do any acts and deeds in respect our Land as stated in the said power of Attorney and the said General Power of Attorney have no effect now.

Dated- 24/08/2025.

Sd- Pradyut Kumar Das
Sd- Tapan Kumar Das

স্বপ্ননগরী ছোঁয়ার গল্প

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : সালটা ২০১৭-'১৮। কামাখ্যাগুড়ির ছেলেটার প্রথম একটা গান যখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হল, তখনও কে জানত সেই ছেলেটাই একদিন স্বপ্ননগরী মুম্বইতে পাড়ি দেবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। কামাখ্যাগুড়ির রাকেশের জীবনটা ঠিক এরকমই। পদার্থবিদ্যায় অনার্স পাশ করলেও এর মধ্যেই তিনি সুরের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। মুম্বইয়ের একাধিক ওয়েব সিরিজে মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে ফেলেছেন রাকেশ।

প্রথাগতভাবে তিনি ২০১৭ সাল থেকেই মিউজিক নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন। তার আগে মায়ের কাছেই তাঁর গানের হাতেখড়ি। তারপর অপরাধী নামের বাংলা গানের হিন্দি ভার্সন তৈরি করেন রাকেশ। সেটি ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়। ওই গান ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে তাঁর জীবনের মানচিত্রে বদল শুরু হয়। বিভিন্ন জায়গায় তিনি আরও কাজ করতে থাকেন।

এরপরে রাকেশের আরও

রাকেশ সূত্রধর। -ফাইল চিত্র

একটি হিন্দি গান 'তুহি হে নেহি রাজি' গানটিও বেশ ভাইরাল হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত হতেই উত্তরবঙ্গের এই রত্নটিকে আর ঘুরে তাকাতে হয়নি। মুম্বইয়ের একটি ওয়েব সিরিজে গান করার প্রস্তাব আসে। পরিচালক সুরজ মুলেকারের সিরিজটির নাম 'হাফ কমিটেড'। সিরিজে সুরকার, গীতিকার ও গায়ক হিসাবে রাকেশ নিজেই ছিলেন। এরপর মুম্বইয়ে একাধিক মিউজিক অ্যালবামের কাজ করতে করতে ২০২৪-এর শেষে আরও একটি শর্ট ফিল্মে মিউজিক ডিরেক্টর হিসাবে কাজ শুরু করেন। ফিল্মটির নাম দৃষ্টি।

নিজের প্রতিভার জোরে সাফল্য ছুঁলেও রাকেশের আক্ষেপও যে নেই তা নয়। নিজের আনন্দের মুহূর্ত ভাগ করে নিতে নিতেই বললেন, "২০২৪-এ বাবা মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁকে বাঁচাতে পারিনি। আমার চড়াই উতরাইয়ে বাবার অভাবটা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। তবে কাজ থেমে থাকেনি। এখন আমি 'মোর সনম' ও 'আদিবাসী গার্ল' নামে আরও দুটি আদিবাসী সিনেমায় মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। 'আদিবাসী গার্ল ২'এর কাজও চলছে এবং পুজোয় রিলিজ হবে।" অন্যদিকে রাকেশের ইউটিউব চ্যানেলে এক লক্ষ আট হাজার সাবস্ক্রাইবার। তাঁর বহু গান লক্ষ লক্ষ দর্শক দেখেন। নেটিজেনদের কাছে যথেষ্ট প্রশংসিতও তিনি।

রাকেশের কথায়, 'আমার আপ্রাণ চেষ্টা, একজন সফল মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। কামাখ্যাগুড়ির মতো একটা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ করা আমার কাছে অলীক স্বপ্ন। আমার মা আমাকে প্রতিনিয়ত মানসিক শক্তি জোগায়।'

রাকেশের মা রমা সূত্রধরের কথায়, 'আমার ছেলে তার নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে গান করছে। সে-ই এই মুহূর্তে পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী।' এদিকে রাকেশের বন্ধু কামাখ্যাগুড়ির আরেক সংগীতশিল্পী উৎসব দত্ত জানান, রাকেশের অধ্যবসায়ই তাঁকে এই জায়গায় এনে দিয়েছে। বন্ধুবান্ধবরাও তাঁকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দেন।

আজ টিভিতে

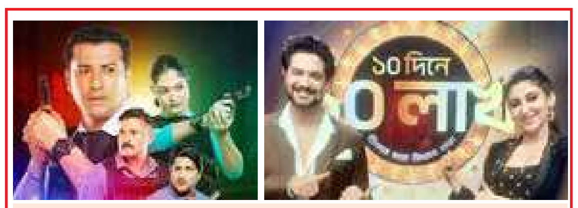

স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম (SIT) রাত ৮.৩০ | দশ দিনে দশ লাখ রাত ৯.০০

অনুষ্ঠান দুটি দেখুন জি বাংলা সোনার-এ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ দুই পৃথিবী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ জামাই আমি হিট, দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.৩০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.৩০ যোদ্ধা, রাত ১০.৩০ পাওয়ার

জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.৩০ একাই একশো, দুপুর ২.০০ জীবন যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ অগ্নিপথ, রাত ১১.০০ সঞ্জীবটী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সোনার সংসার

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩৫ গুডলাক জেরি, ২.৩৬ পটনা শুক্লা, বিকেল ৪.৪৩ গেস্ট ইন লন্ডন, সন্ধে ৬.৫৬ দ্য গাজি অ্যাটাক, রাত ৯.০০ আ জেন্টলম্যান-সুন্দর, সুশীল, রিস্কি, ১১.১৬ তলওয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.৪৩ ধমাল, বিকেল ৪.০৯ সিরি ভিনেলা, ৫.৫৪ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, রাত ৮.০০ নাচ লাকি নাচ, ১০.১৮ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ

কম্পাস সন্ধে ৬.০০ স্টার জলসা

অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ রাত ১০.১৮ অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৫১ বরেলি কি বরফি, বিকেল ৩.৫৫ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.১৫ তুফান, রাত ১১.১৭ দ্য তাসখন্দ ফাইলস

তুলকালাম দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা হতে পারে। নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুফল আশা করা যায়। বৃষ : স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রচুর খরচের সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিনিয়োগে প্রচুর লাভ করবেন। মিথুন : উচ্চশিক্ষার্থীদের আশানুরূপ সাফল্য মিলবে। লটারি সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদেশে যাওয়ার যোগ দেখা যায়। কর্কট : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হবেন। কর্মসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। সিংহ : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে অর্থকরী সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করে ঠকতে পারেন। দাম্পত্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। কন্যা : বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। স্নায়ুঘটিত রোগে ভোগান্তি। তুলা : হারিয়ে যাওয়া কোনও জিনিস ফেরত পেয়ে স্বস্তি। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। বৃশ্চিক : কারিগরি বিষয়ক শিক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। বিকল্প আয়ের পরিকল্পনা বাস্তব হতে পারে। ধনু : পরিবারের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে। ব্যবসায় খুব সতর্কভাবে বিনিয়োগ করলে সুফল পাবেন। মকর : পথেঘাটে চলাফেরায় একটু সাবধান থাকুন। সন্তানের উন্নতিতে শান্তিলাভ ও গর্ব হতে পারে। কুম্ভ : আপনার বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা গুটিয়ে যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : শ্লেষ্মাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। পাওনা অর্থ আদায় হবে এবং একাধিক সূত্রে আয়ের পথ খুলতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৩ ভাদ্র, ২৫ অগাস্ট, ২০২৫, ৮ ভাদ, সংবৎ ২ ভাদ্রপদ সুদি, ১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।০। সোমবার, দ্বিতীয়া দিবা ১১।৫৩। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।১৩। সিদ্ধযোগ দিবা ১।৪৪। কৌলবকরণ দিবা ১১।৫৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।২৩ গতে গরকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৭ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১১।৫৩ গতে দ্বিপাদদোষ। শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১।৫৩ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ৬।৫৪ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ১০।১৫ গতে ১১।৪০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ৮।২৯ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১১।৫৩ গতে মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বিক্রয় বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, দিবা ১১।৫৩ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস (২৫ আগস্ট)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ঝাড়ুর পালটা লাঠি

জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে কর্মীদের ধস্তাধস্তি। (নীচে) লাঠিসোটা নিয়ে ছুটছেন কংগ্রেস কর্মীরা। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : কেউ কাউকে এক চুলও ছাড়তে রাজি নয়। একজন ঝাড়ু তুললে আরেকজন লাঠি দিয়ে তার পালটা দিতে প্রস্তুত। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল এভাবেই চরম রূপ নিল। বর্তমান জেলা সভাপতি মৃন্ময় সরকার এবং প্রাক্তন সভাপতি শান্তনু দেবনাথের সমর্থকদের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তির সাক্ষী থাকল শহর। শুধু তাই নয়, মৃন্ময়ের ডাকা কর্মীসভায় শান্তনুর অনুগামীরা ঝাড়ু হাতে বিক্ষোভ দেখায় বলে অভিযোগ। এমনকি বৈঠকের শেষের দিকে কিছু কর্মী পার্টি অফিস দখল করতে আসে। এরপরই মৃন্ময়ের কর্মীরা রীতিমতো বাঁশ হাতে বিরোধী গোষ্ঠীর লোকজনদের মারধর করে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে।

গত সপ্তাহেও জেলা কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসেছিল। আর রবিবারের ঘটনা আলিপুরদুয়ারের কংগ্রেস রাজনীতিতে নজিরবিহীন বলেই মত প্রবীণদের।

যদিও মৃন্ময় গোষ্ঠীকোন্দলের কথা স্বীকার করতে চাননি। পালটা তাঁর অভিযোগ, 'অজ্ঞাত এক তরুণ দলীয় অফিসে হামলা চালিয়েছিল। আমরা তাকে চিহ্নিত করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছাব্বিশের ভোট। তার প্রস্তুতি বানচাল করতেই অন্য দলের লোকজন ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করেছিল।'

এদিকে, এদিন দলীয় অফিসে যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল সে বিষয়ে শান্তনুর কাছে কোনও খবর ছিল না বলে জানিয়েছেন তিনি। অনশনরত অবস্থায় তিনি বলেন, 'আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এদিন

কংগ্রেসে বিরোধ

কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত শহরের কলেজহল্ট এলাকা

বর্তমান জেলা সভাপতির ডাকা কর্মীসভায় শান্তনুর অনুগামীরা ঝাড়ু হাতে বিক্ষোভ দেখায় বলে অভিযোগ

তার পালটা মৃন্ময়ের অনুগামীরা তাদের লাঠি নিয়ে তাড়া করে এলাকাছাড়া করে

রবিবারের ঘটনা আলিপুরদুয়ারের কংগ্রেস রাজনীতিতে নজিরবিহীন বলেই মত প্রবীণদের

সব জলপাইগুড়ি জেলা থেকে লোক এনে বৈঠক করা হয়েছে। কে বা কারা কী করেছে তা আমার জানার কথা নয়।'

রবিবার আলিপুরদুয়ারে এমনিতেই বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ ছিল। রাস্তাঘাটও ছিল ফাঁকা।

কিন্তু কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলকে কেন্দ্র করে এদিন দুপুর পর্যন্ত বেশ উত্তপ্ত থাকল শহরের কলেজহল্ট এলাকা। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের পার্টি অফিসে কর্মীসভার আয়োজন করা হয়েছিল। দলের জেলা সভাপতি সহ বিভিন্ন ব্লকের কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।

কর্মীদের জন্য পার্টি অফিসেই দুপুরের ডিম-ভাতের আয়োজনও ছিল। অভিযোগ, সেসময় জনা কয়েক মহিলা ও পুরুষ কংগ্রেস কর্মী একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েন। তাঁরা প্রত্যেকেই নাকি প্রাক্তন জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথপন্থী। কয়েকজন মহিলা রীতিমতো ঝাড়ু হাতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এমনকি জেলা সভাপতি মৃন্ময় সরকারকে তাঁরা মানবেন না বলেও স্লোগান দেন। এই পরিস্থিতিতে সেখানে উপস্থিত বর্ষীয়ান কংগ্রেস কর্মীরা তাঁদের বুঝিয়ে অন্যত্র সরিয়ে দেন।

এদিকে, আবার যখন কর্মীসভা শেষের পথে। তখন কয়েকজন তরুণ লাঠি হাতে পার্টি অফিসে ঢুকতে যায়। সেসময় পালটা পার্টি অফিস থেকেও একদল কংগ্রেস কর্মী লাঠি হাতে বেরিয়ে আসে। রীতিমতো তাড়া করে তাদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এরপর এলাকা শান্ত হয়।

বনকর্মীর গুলিতে জখম

শামুকতলা, ২৪ অগাস্ট : রবিবার বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসে বন দপ্তরের কর্মীদের বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে গুলি বেরিয়ে জখম হন বন দপ্তরের এক গাড়িচালক। তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জখম গাড়িচালক সুশান্ত মজুমদারের বাঁ হাতে গুলি লাগে। এদিন তাঁর হাতের অস্ত্রোপচার করা হয়।

প্রতি রবিবার করে সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীদের ব্যবহৃত বন্দুকগুলি পরিষ্কার করা হয়। এদিনও বনকর্মীরা বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে আচমকা একটি গুলি চলে যায়। ঠিক সেই সময় রেঞ্জ অফিসে ঢুকছিলেন বন দপ্তরের গাড়িচালক সুশান্ত। সেই গুলি সুশান্তর বাঁ হাতে কনুইয়ের নীচে বিঁধে যায়। তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা। এই ঘটনার পর বন দপ্তরের ব্যবহার করা বন্ধুকগুলি ব্যবহারযোগ্য কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে বন দপ্তরের বন কর্মীদের অত্যাধুনিক বন্দুক দেওয়ার দাবি উঠেছিল। পুরোনো বন্দুকগুলি কতটা দুষ্কৃতী মোকাবিলা করতে পারে, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ইস্ট ডিভিশনের ডিএফডি দেবাশিস শর্মা গিয়ে ঘটনাটি খতিয়ে দেখেন। তিনি জানিয়েছেন, আহত গাড়িচালকের অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

অভিযান

শামুকতলা, ২৪ অগাস্ট : গোপনে চলছিল চোলাই এবং হাঁড়িয়া তৈরি। এরপর সেসব শামুকতলা থানার পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় চোরাপথে বিক্রি করা হচ্ছিল। অভিযোগ পেয়ে ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার তদন্ত শুরু করেন। বিভিন্ন সূত্র মারফত তিনি জানতে পারেন পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রজেরকুঠি গ্রামের কিছু পরিবার চোলাই এবং হাঁড়িয়া তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছে। এরপরেই রবিবার দুপুরে ওসি সদলবলে ওই গ্রামে হানা দেন। ওই বাড়িগুলোতে তল্লাশি শুরু করতেই সামনে আসে চোলাই এবং হাঁড়িয়া তৈরির কারখানা। দশটি বাড়িতে এমন চোলাই কারখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ। নষ্ট করা হয় চোলাই ও হাঁড়িয়া তৈরির কাঁচামাল।

ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন বলেন, 'চোলাই এবং হাঁড়িয়া কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এর আগেও বিভিন্ন এলাকায় আমরা অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছি। কোনও চোলাই বা হাঁড়িয়া তৈরির কারবার আমরা চলতে দেব না। এদিন অন্তত ৪০০ লিটার চোলাই এবং হাঁড়িয়া নষ্ট করা হয়েছে। সেগুলো তৈরির প্রচুর কাঁচামাল আমরা বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করেছি।'

পলাশবাড়িতে শ্মশানঘাটের বেহাল পরিস্থিতি।

জেলা পরিষদের দ্বারস্থ বাসিন্দারা

পুজোর আগে শ্মশানঘাটের সংস্কার দাবি

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৪ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে সনজয় নদীতে সেতু তৈরি হয়েছে। যদিও সেতুটি যান চলাচলের জন্য এখনও খুলে দেওয়া হয়নি। তবে এই সেতুর নির্মাণকাজে নদীর গতিপথ কিছুটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এজন্য চলতি বর্ষায় নানাভাবে এলাকার মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

পাশেই থাকা শেষ খেয়া শ্মশানঘাটের রাস্তা, বোল্ডার বাঁধের একাংশ ভেঙে যায়। তবে সেতুর নীচের অংশের কাজ হওয়ায় এখন নদীর গতিপথ ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু শ্মশানঘাটের যে ক্ষতি হল তা ঠিক করবে কে? এজন্য স্থানীয় বাসিন্দারা পুজোর আগেই শ্মশানঘাট সংস্কারের লিখিত দাবি রবিবার বাড়িতে গিয়ে জানালেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে-র কাছে।

এবিষয়ে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বলছেন, 'পলাশবাড়ির শ্মশানঘাটের ভাঙনের পরিস্থিতি নিজেও দেখেছি। স্থানীয়রা এদিন জানালেন। বর্ষার পর ভাঙন প্রতিরোধ ও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

শেষ খেয়া নামে এই শ্মশানঘাট তৈরি হয়েছিল প্রাক্তন বিধায়ক অনিল অধিকারীর বিধায়ক তহবিলের টাকায়। পলাশবাড়ির মতো গ্রামীণ এলাকায় এই শ্মশানঘাট ছিল মডেল। গোটা ঘাট চত্বর সব সময় ঝাঁ চকচকে থাকে। ভেতরে শবযাত্রীদের বসার ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থাও রয়েছে। আর এই ঘাট পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি কমিটি। সেই কমিটির সম্পাদক সুব্রত তফাদারের কথায়, 'এলাকার বহু মানুষ শবদাহ করতে এখানে আসেন। এতদিন শ্মশানঘাটটি ভালোই ছিল। কিন্তু এখন শ্মশানঘাটে ঢোকার রাস্তাটি যেমন অনেক জায়গায় ভেঙেছে, তেমনি নদী ঘেঁষে বোল্ডার বাঁধেরও ক্ষতি হয়েছে। তাই পুজোর আগেই যাতে শ্মশানঘাট সংস্কার হয় সেই দাবি জেলা পরিষদকে জানানো হল।' তাঁর সংযোজন, মহাসড়কের সেতুর কাজের জন্য যে দুই মাস নদীর গতিপথ বদলানো হয়েছিল সেজন্যই শ্মশানঘাটের এতটা ক্ষতি হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে শবদাহ করতে ভীষণ সমস্যা হচ্ছে এবং এখনও ভারী বৃষ্টি হলে শ্মশানঘাটের আরও বড় ক্ষতি হতে পারে বলে মানিক বিশ্বাস, স্বপন চন্দ, সুভাষ মণ্ডলদের মতো স্থানীয়রা জানিয়েছেন। তাই লিখিত দাবিপত্রে তাঁরাও সই করেছেন।

> পলাশবাড়ির শ্মশানঘাটের ভাঙনের পরিস্থিতি নিজেও দেখেছি। স্থানীয়রা এদিন জানালেন। বর্ষার পর ভাঙন প্রতিরোধ ও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
>
> **মনোরঞ্জন দে** সহকারী সভাধিপতি, জেলা পরিষদ

বহুতল টপকানোয় দক্ষ চোর গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : দড়ি ধরে দেওয়াল বেয়ে মুহূর্তে পৌঁছে যেতে পারেন বহুতলে। ঘরের সামগ্রী লোপাট করে এক বহুতল থেকে অন্য বহুতলে টপকে উধাও হয়ে যান চোখের নিমেষে। আদতে নেশাখোর দাগি চোর। কিন্তু অপরাধ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ওই ক্ষিপ্র গতি ও পারদর্শিতার কারণে তিনি এলাকায় 'স্পাইডারম্যান' নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছেন। সেই কুখ্যাত 'স্পাইডারম্যান' এবার পুলিশের জালে। ধৃতের নাম মানিক মহম্মদ।

কয়েকবার নাগালে পেয়েও পুলিশ তাঁকে কবজা করতে পারেনি। গত প্রায় তিন বছর ধরে রায়গঞ্জ শহর ও শহরতলি এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন রায়গঞ্জ থানার হরিগ্রাম সংলগ্ন কাচিমোহার বাসিন্দা মানিক মহম্মদ। তাঁর দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ তো বটেই, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পুলিশও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর অদম্য সাহস ও দড়ি ধরে ক্ষিপ্র গতিতে দেওয়াল বেয়ে বহুতলে উঠে পড়ার বাহাদুরি দেখে বন্ধুরাই তাঁকে খেতাব দিয়েছিলেন 'স্পাইডারম্যান'। পরবর্তীতে বড়ুয়া ও বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্পাইডারম্যান নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন মানিক। তবে স্পাইডারম্যানের মতো ভালো কোনও কাজে নয়, তাঁর ওই বিশেষ দক্ষতাকে তিনি ব্যবহার করছিলেন বহুতলে চুরি সংঘটিত করার কাজে।

এলাকায় মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর রোমাঞ্চকর অপরাধমূলক অভিযানের নানা গল্প।

যেন 'স্পাইডারম্যান'

শুধু বাসিন্দাদের নয়, তাঁর ওই স্পাইডারম্যান গোছের স্টান্ট কার্যত ঘুম কেড়ে নিয়েছিল পুলিশেরও। গত তিন বছরে রায়গঞ্জ থানায় মানিকের বিরুদ্ধে একাধিক চুরি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ দায়ের হয়। অবশেষে শনিবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে দাগি অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত মানিক মহম্মদকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার, নগদ প্রায় ৬০ হাজার টাকা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি মোবাইল ফোন। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা সহ মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।' দেওয়াল বেয়ে বহুতলে ওঠার জন্য মানিককে অবশ্য তালিম নিতে হয়নি। জানা গিয়েছে, বাবা মজুরের কাজে কর্মরত। স্কুল ছেড়ে খুব কম বয়সে মানিক ঢুকে পড়েন নির্মাণশ্রমিকের কাজে। পাশাপাশি দড়িতে ঝুলে বহুতল রং করায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন মানিক। ওই সময় তিনি কোনওরকম সাহায্য ছাড়াই দেওয়াল বেয়ে বহুতলে ওঠার কৌশল রপ্ত করেন। পরবর্তীতে সেই রংমিস্ত্রি মানিকই রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া ও বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ত্রাস হয়ে ওঠেন।

প্রেমের টানে ভারতে এসে ধৃত

বিয়ে করে এক বছর ধরে এদেশে বসবাস বাংলাদেশির

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৪ অগাস্ট : প্রেমের টানে কাঁটাতার পেরিয়ে অবশেষে ধরা পড়লেন এক তরুণী। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে বসবাস করার অভিযোগে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হল বাংলাদেশি সেই তরুণীকে। গত প্রায় এক বছর ধরে তিনি এদেশে বসবাস করছিলেন। শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার পঞ্চায়েতের নগর লালবাজার গ্রামের সরকারপাড়া এলাকার এক তরুণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। শীতলকুচি থানার পুলিশ জবা সরকার নামে ওই তরুণীর সঙ্গে তাঁর স্বামী দেবাশিস সরকারকেও গ্রেপ্তার করেছে।

এভাবে বাংলাদেশি তরুণীর গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা কিন্তু শীতলকুচি ব্লকে এই প্রথম নয়। মাস দুয়েক আগে মধ্য শীতলকুচি গ্রাম থেকে এক গর্ভবতী বাংলাদেশি তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এবার ধৃত জবার কাছ থেকে একটি আধার কার্ডও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

শীতলকুচি থানার পুলিশের কথায়, বৈধ ভিসা বা পাসপোর্ট ছাড়াই তিনি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। মাথাভাঙ্গার অ্যাডিশনাল এসপি সন্দীপ গড়াই জানিয়েছেন, পুলিশ তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জবা জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি লালমণিরহাট জেলার কালীগঞ্জ এলাকায়। বিবাহ সূত্রে তিনি ভারতে থাকছিলেন। প্রায় দেড় বছর আগে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে ওই তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয় লালবাজারের দেবাশিসের। পরিচয় থেকে শুরু হয় প্রেম। তারপর গাঁটছড়া বাঁধেন দুজনে। তবে বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে বিয়ে করতে গেলে যা যা নিয়ম মানতে হয়, তা তিনি মানেননি বলে অভিযোগ। রবিবার জবা ও তাঁর স্বামীকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। আদালত তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

পরিণতি

- জবার বাড়ি লালমণিরহাট জেলার কালীগঞ্জ এলাকায়
- প্রায় দেড় বছর আগে আলাপ হয় লালবাজারের দেবাশিসের সঙ্গে
- পরিচয় থেকে শুরু হয় প্রেম
- গাঁটছড়া বাঁধেন দুজনে
- বিবাহসূত্রে তিনি ভারতে থাকছিলেন

সেই মহিলার আসল পরিচয় সামনে আসতে হতবাক গ্রামের অন্য বাসিন্দারা। এতদিন নাকি তাঁরা কিছুই জানতেন না। দেবাশিসের বাড়ির লোকজন বধূর পরিচয় গোপন রেখেছিলেন। তাঁরা প্রতিবেশীদের জানিয়েছিলেন, তাঁদের বৌমার বাপের বাড়ি ধূপগুড়ি এলাকায়। প্রেম করে বিয়ে করায় মেয়ের পরিবারের লোকজন মেনে নেয়নি। তাই তাঁদের কেউ বিয়েতে আসেননি।

তবে এতদিন ধরে সেই তরুণী ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করলেও পুলিশের নজর এড়িয়ে গেল কীভাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ওয়াকিবহাল মহলে। প্রতি গ্রামেই তো সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশরা রয়েছেন।

এধরনের খবর তো পুলিশের অজানা থাকার কথা নয়। প্রশ্ন উঠেছে, ওই তরুণী আধার কার্ড বানিয়েছেন কীভাবে? আধার কার্ডটি বৈধ কি না, তা অবশ্য এখনও যাচাই করেনি পুলিশ। বৈধভাবে আধার কার্ড বানাতে গেলে তো স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের পক্ষ থেকে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়। তাহলে বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নজরে থাকার কথা।

তবে লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ রায় দাবি করেছেন, সেই তরুণী তাঁর কাছে আসেননি। কীভাবে আধার কার্ড বানিয়েছেন, তা তাঁর জানা নেই।

মঞ্চ মাতাচ্ছেন জোজো, ইন্দ্রনীল সেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের শেষ দিনে। রবিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

রামঝোরায় শ্রমিকদের বাড়ি ভাঙল হাতি

বীরপাড়া, ২৪ অগাস্ট : বীরপাড়া থানার রামঝোরা চা বাগানে লাগাতার হানা দিচ্ছে এক দলছুট মাকনা। শনিবার রাতে দু-দু'বার ওই বাগানে ঢুকে গান্ধিনগর লাইনের র‍্যাতেম ওরাওঁ এবং নিউলাইনের প্রহ্লাদ গোঁসাই নামে দুই চা শ্রমিকের পাকা ঘর ভেঙে দেয়। ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছেন, হাতিটি ঘরে মজুত র‍্যাশনের চাল, আটা সাবাড় করেছে।

বন দপ্তরের মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বলেন, 'প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে পদক্ষেপ করা হবে।'

ধূমচি ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে ওই হাতিটি প্রায় প্রতি রাতেই রামঝোরায় হানা দিচ্ছে। রাতবিরেতে বাড়ি থেকে বের হওয়াই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য দেওরাজ ছেত্রী বলেন, 'শনিবার মাঝরাতে একবার হানা দেয় হাতিটি। বনকর্মীদের তাড়া খেয়ে সেটি এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও পরে ফের বাগানে চলে আসে।'

রামঝোরা চা বাগানটি বন্ধ রয়েছে। শ্রমিকরা চা পাতা তুলে বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করছেন। মজুরি বাবদ প্রতিদিন সাকুল্যে শ-দুয়েক টাকা করে মিলছে। ঘরে ঘরে আর্থিক অনটন। তার ওপর হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শ্রমিকরা। তবে চা শ্রমিকদের ভিটে নিজের জমিতে থাকে না। তাই বাস্তুভিটের নথি জমা দিতে না পারায় ক্ষতিপূরণও পান না তাঁরা।

পুজোর পরই বাগান পরিদর্শন

আসছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল

বীরপাড়া, ২৪ অগাস্ট : পুজোর পরই তরাই, ডুয়ার্স এবং দার্জিলিংয়ের চা বাগানগুলি পরিদর্শন করতে আসবে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রতিনিধিদল। চা বাগানগুলিতে ঘুরে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা, দাবিদাওয়ার কথা জানবেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলে জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। রবিবার বীরপাড়ায় চা শ্রমিক সংগঠন বিটিডব্লিউইউয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়। সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদল আসার বিষয়টি জানান মনোজ। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল এলে আখেরে বিজেপির লাভ হবে, মনে করছে বিটিডব্লিউইউ নেতৃত্ব।

এদিকে, ২২ অগাস্ট শ্রমমন্ত্রী মলয়

ঘটক চা মালিকদের সংগঠনগুলিকে এবছর ২০ শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে মনোজ বলেন, 'আমরা আগেই ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে শ্রম দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়েছি। এ নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গড়েছে রাজ্য সরকার। আমাদেরও বক্তব্য, ২০ শতাংশের কম বোনাস মানা হবে না। কোনও বাগানে ২০ শতাংশের কম হারে বোনাস দেওয়া হলে বিজেপি এবং বিটিডব্লিউইউ আন্দোলন করবে।'

আন্দোলনের প্রকৃতি নিয়ে এদিন বিটিডব্লিউইউয়ের ইউনিট স্তরের নেতাদের আগাম পরামর্শ দেন সংগঠনের সভাপতি যুগল ঝা, সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ হাতি, মহেশ বাগে এবং রাজেশ বারলারা। ছিলেন তরাই, ডুয়ার্সের কমবেশি ২০০টি বাগানের প্রতিনিধিরা।

তরাই, ডুয়ার্সের ভোটে চা শ্রমিকরাই নির্ণায়ক। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র দুটি এখনও বিজেপির দখলে। কিন্তু ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে বিজেপির ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৪২ ভোট কমেছে। ২০১৯ সালে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৮৯ ভোটে জেতেন জন বারলা। ২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারের ৫টি বিধানসভার একটিও পায়নি তৃণমূল। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে মনোজ টিগ্গা জেতেন ৭৫ হাজার ৪৪৭ ভোটে। গতবছর উপনির্বাচনে মাদারিহাট বিধানসভা আসনটি হারায় বিজেপি। এবছর চা বলয়ের আদিবাসী নেতা তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা তৃণমূলে ভিড়েছেন। জলপাইগুড়ি আসনে ২০১৯ সালে বিজেপি প্রার্থী জয়ন্তকুমার রায় পান ৫০.৬৩ শতাংশ ভোট। ২০২৪ সালে তিনি পান ৪৮.৫৭ শতাংশ ভোট। এদিকে, ২০১৯ সালে ওই আসনে তৃণমূলের ৩৮.৩৭ শতাংশ ভোট ২০২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৪৩.০৭ শতাংশ। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তাই চা বলয়ে প্রভাব বাড়ানোর ফিকির খুঁজছে গেরুয়া শিবির।

শিমলাবাড়ি গ্রামে চিতাবাঘ

সোনাপুর, ২৪ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর শিমলাবাড়ি এলাকায় এক সপ্তাহ থেকে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে সেভাবে কেউ বেরোচ্ছে না। স্থানীয়রা জানান, চিলাপাতা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি চিতাবাঘ গ্রামে ঢোকে। রবিবার চিতাবাঘের আক্রমণে একটি ছাগলের মৃত্যু হয়। চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ফেরানোর জন্য বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। এদিকে, গ্রামে নজরদারি চলছে বলে বন দপ্তরের চিলাপাতা রেঞ্জ সূত্রে খবর।

আদিবাসী মিউজিয়ামের শিলান্যাস

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : রবিবার ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৪টা। দুটি পাতা, একটি কুঁড়ি তুলে চা শ্রমিকরা ফিরছেন মাঝেরডাবরি চা বাগানের কারখানায়। সঙ্গে চা পাতা তৈরির শব্দ ও সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এসবের মধ্যেই বাগানে আদিবাসীদের মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা তথা শহরের বিশিষ্টজন, সরকারি আধিকারিক এবং বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ।

আপনকথা নামের একটি সংগঠন ও মাঝেরডাবরি চা বাগানের যৌথ উদ্যোগে সেই মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান ঘিরে সাজোসাজো রব লক্ষ করা গিয়েছে। বাগানের ছেলেমেয়েরাও উপস্থিত ছিল। এদিন ওই আদিবাসী মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক অশ্বিনীকুমার রায় এবং ফলক উন্মোচন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব। সভাধিপতি এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহা বলেন, 'অনেক বিশিষ্ট মানুষজন এদিন উপস্থিত ছিলেন বলে আমাদের অনুষ্ঠান অন্য মাত্রায় চলে গিয়েছিল।' আর মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধরে বলেন, 'ভারতবর্ষে এই প্রথম কোনও চা বাগানে এমন সংগ্রহশালা তৈরি হতে চলেছে।' আদিবাসী শিশুদের

মাঝেরডাবরি বাগানে আদিবাসীদের মিউজিয়ামের শিলান্যাস।

কণ্ঠে গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেইসঙ্গে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। প্রদীপ জ্বালানো হয়। আদিবাসী নৃত্যও পরিবেশিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিপিএলও দীপঙ্কর রায়, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার জিতেন্দ্র তামাং, ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন সহ বিশিষ্টরা।

ওরাওঁ সম্প্রদায়ের বিমল টোপ্পো বলেন, 'এই কাজটা বিরাট কাজ। এই ধরনের কিছু হবে বলে সত্যি আশা করিনি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা অন্যরকম উদ্যোগ নেওয়া হল। খুবই আনন্দ হচ্ছে আমাদের।' সেই সঙ্গে মেচ সম্প্রদায়ের বিনয় নার্জিনারির কথায়, 'ডুয়ার্স আসলে মিনি ইন্ডিয়া। এই মিউজিয়ামের মধ্য দিয়ে সেকথাই ফুটে উঠবে।' পর্যটনের ক্ষেত্রেও এই মিউজিয়াম একটা বড় প্রভাব ফেলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

টুকরো খবর

ঝুলন্ত দেহ

শামুকতলা, ২৪ অগাস্ট : বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম প্রদীপ দেবনাথ (৫১)। রবিবার ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম খলিসামারি গ্রামে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

সম্মেলন প্রস্তুতি

ফালাকাটা, ২৪ অগাস্ট : আগামী ৩১ অগাস্ট ক্ষীরেরকোট হাইস্কুলে সিপিএমের কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার ফালাকাটা থানা কমিটির ১৮তম বার্ষিক সম্মেলন হবে। তার আগে ব্লকে অঞ্চল সম্মেলন করা হচ্ছে। রবিবার ফালাকাটা-২, গুয়াবরনগর ও জটেশ্বর-১ অঞ্চলে সম্মেলন হয়। আগামী ২৭ অগাস্টের মধ্যে অঞ্চল সম্মেলন সমাপ্ত হবে।

হিন্দু সভা

পলাশবাড়ি, ২৪ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোডো সিং মোড়ে রবিবার সকালে সভা করল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। ওই সভায় বক্তব্য রাখেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি সুজয় বালা, স্থানীয় প্রতিনিধি মাধব বর্মন, দেবরাজ মণ্ডল প্রমুখ।

চা চক্রে মনোজ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ রবিবার পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রজেরকুঠি এলাকা ঘুরে বাসিন্দাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে খোঁজ নেন। এরপর চা চক্রেও যোগ দেন তিনি। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন কুমারগ্রাম বিধানসভার বিজেপি কনভেনার বিজয় বড়ুয়া প্রমুখ।

যোগী বৈঠক

শামুকতলা, ২৪ অগাস্ট : শামুকতলা আশা ভবনে রবিবার যোগীনাথ সেনা সমিতির বৈঠক হল। সমিতির প্রথম বৈঠকে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্তের যোগীনাথ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আগামীদিনের কর্মসূচি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

আলিপুরদুয়ার থেকে কমেছে প্রতিমার অর্ডার

মুখ ফিরিয়েছে অসম

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : এক সময় আলিপুরদুয়ার শহরের মৃৎশিল্পীদের মুখের হাসি চওড়া করেছিল অসম। পড়শি রাজ্য থেকে দুর্গাপুজোয় প্রচুর মূর্তির অর্ডার আসত। কিন্তু গত এক দশকের মধ্যে ছবিটা বদলেছে। এখন সেই অর্ডার আসা তলানিতে এসে ঠেকেছে। ফলে আয়ের বড় রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে অলিপুরদুয়ারের মৃৎশিল্পীদের কাছে। তাঁদের মুখে এখনও সেই সময়ের রমরমা ব্যবসার কথা শোনা যায়। আলিপুরদুয়ারে যে দামে মূর্তি বিক্রি করা হত, অসমে সেই মূর্তি গেলে দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যেত।

এক সময় আলিপুরদুয়ার শহরের নোনাই, হাটখোলা, নিউটাউন এলাকার মৃৎশিল্পীদের কারখানা থেকে প্রতিমা যেত অসমে। এদিন পুরোনো স্মৃতি মনে করে সে কথাই বলছিলেন নোনাই পালপাড়ার প্রবীণ মৃৎশিল্পী সাধু পাল। বললেন, 'অর্ডার অনুযায়ী লাইন ধরে গাড়ি আলিপুরদুয়ার থেকে অসমে যেত। কখনও মূর্তি ওখানে গিয়ে রং করা হত। কখনও আবার রং করে মূর্তি পাঠানো হত। তবে সবসময়ই দুজন কিংবা একজন মৃৎশিল্পী মূর্তির সঙ্গে যেতেন।'

মূর্তির কোনও ক্ষতি হলে যাতে সেটা ঠিক করে দেওয়া যায়, সেজন্য মৃৎশিল্পীদের নিয়ে যাওয়া হত। অনেক মৃৎশিল্পী কাজ করে ফিরে আসতেন। কেউ বা পুজো দেখে আসতেন। এই মৃৎশিল্পী পাঠানোর জন্য বাড়তি টাকা নেওয়া হত। কারণ দুর্গাপুজোর আগে প্রায় সব কারখানাতেই দম ফেলার ফুরসত থাকত না, তাই মৃৎশিল্পীদের পাঠাতে সমস্যা হত। এখন অবশ্য সেসব অতীত।

দুর্গাপুজোর বাকি আর মাত্র এক মাস। আলিপুরদুয়ার শহরের যে বিগ বাজেটের পুজোগুলো হচ্ছে, সেখানকার মূর্তিগুলোর মাটির কাজ শেষ। আর এক সপ্তাহ পর থেকে রং করার কাজ শুরু হবে। অন্যদিকে, এখন নতুন যে অর্ডার আসছে, সেগুলোর মাটির কাজ চলছে। সেই কাজের মাঝেই উঠে আসছে বিভিন্ন গল্প। সেখানে অবশ্যই থাকছে অসমের মূর্তি যাওয়ার গল্প।

নোনাইয়ের আরেকটি কারখানায় কর্মরত শ্রমিক পল্লব দাসের বক্তব্য, 'অসমের লোকরা গাড়ি ভাড়া করে এসে মূর্তি দেখে বায়না করে যেতেন। কেউ কেউ ছবি দিয়ে যেতেন। এখন তো সব মোবাইলে দেখানো হয়। তখন হাতে ছবি দিয়ে যাওয়া হত।'

আলিপুরদুয়ার শহরের মৃৎশিল্পীরা জানালেন, কোকড়াঝাড়, ধুবড়ি, বঙ্গাইগাঁও থেকে বেশি মূর্তির অর্ডার আসত। তাহলে এখন অর্ডার কমে যাওয়ার কারণ কী? মৃৎশিল্পীরা জানালেন, অসমে মৃৎশিল্পীদের কারখানা বেড়েছে। ফলে আলিপুরদুয়ার থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার হ্যাপা পোহাতে চাইছেন না অনেকে। এছাড়া পরিবহণ খরচও কমাতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। থিমের মূর্তি তৈরি করার জন্য আগে আলিপুরদুয়ারের ওপর ভরসা রাখতে হত, এখন সেই কাজের জন্য কলকাতার শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এছাড়া, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বেশ কয়েকজন শিল্পীও অসমে গিয়ে কাজ করছেন।

শেষবেলায় অর্ডার আসা মূর্তি তৈরির জন্য মাটির কাজ চলছে।

নেপথ্যের কারণ

- অসমে মৃৎশিল্পীদের কারখানা বেড়েছে
- আলিপুরদুয়ার থেকে প্রতিমা পরিবহণের জন্য বাড়তি খরচ করতে না চাওয়া
- থিমের মূর্তি তৈরি করার জন্য এখন কলকাতার শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়
- আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের কয়েকজন শিল্পী অসমে কাজ করছেন

> অর্ডার অনুযায়ী লাইন ধরে গাড়ি আলিপুরদুয়ার থেকে অসমে যেত। কখনও মূর্তি ওখানে গিয়ে রং করা হত। কখনও আবার রং করে মূর্তি পাঠানো হত। তবে সবসময়ই দুজন কিংবা একজন মৃৎশিল্পী মূর্তির সঙ্গে যেতেন।
> - সাধু পাল *প্রবীণ মৃৎশিল্পী*

খুদে ব্যবসায়ী।। গঙ্গারামপুরের বোড়ডাঙ্গিতে ছবিটি তুলেছেন ইন্দ্রজিৎ সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কালচিনি ব্লকে গঙ্গা-অসীমের কোন্দল

সমীর দাস

কালচিনি, ২৪ অগাস্ট : তাঁরা দুজনেই একসময় বিজেপি করতেন। এখন আবার দুজনেই তৃণমূলের নেতা। প্রথমজন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, যিনি বর্তমানে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান। দ্বিতীয়জন তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি অসীমকুমার লামা। একসময় গঙ্গা বিজেপির জেলা সভাপতি ছিলেন। সেই সময় অসীম ছিলেন বিজেপির জেলা সম্পাদক। তবে সম্প্রতি দুজনের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরতে শুরু করেছে। দুজনের মধ্যে যে কোন্দল শুরু হয়েছে, তা এবার প্রকাশ্যে চলে এল।

রবিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কালচিনির একটি ধর্মশালায় সাংগঠনিক সভা ডাকেন অসীম। সেখানে উপস্থিত তৃণমূল নেতা-কর্মীদের অনেকেই নাম না করে গঙ্গাপ্রসাদের কার্যকলাপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দলের ব্লক কার্যালয়ে কালচিনির একটি সমস্যা নিয়ে বৈঠক করেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। সেখানে ব্লকের সহ সভাপতি উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না খোদ ব্লক সভাপতি। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন অসীম লামার সমর্থকরা।

অসীম বলেন, 'বিষয়টি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে আমি শুনেছি, জেলা চেয়ারম্যান পার্টি অফিসে এসে মিটিং করেছেন। কিন্তু আমাকে এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।' তবে তিনি এখনও দলের ব্লক সভাপতি পদে রয়েছেন। তাঁকে না জানিয়ে এভাবে বৈঠক করাটা উচিত হয়নি বলে তাঁর মত। এরপরেই তাঁর মন্তব্য, 'দলের জেলা চেয়ারম্যানের সঙ্গে যা মতবিরোধ রয়েছে, তা অচিরেই মিটে যাবে।' বাতাসে নাকি ভাসছে দলের ব্লক সভাপতি পরিবর্তন করা হবে। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, দল যদি মনে করে তাঁকে ব্লক সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেবে, তাহলে তিনি সরে যাবেন।

যদিও এই বিষয়ে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'এই ধরনের খবর জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।' এদিন সভায় ছিলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভানেত্রী চন্দ্রা নার্জিনারি। তাঁর কথায়, 'দলের প্রোটোকল ভাঙা হয়েছে, এটা সত্যি। তবে এসব সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে বলে আশা করছি। বিষয়টি দলের জেলা সভাপতিকে জানাব।'

এদিন প্রথমে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির রিভিউ মিটিং হয়। এরপর শুরু হয় সাংগঠনিক সভা। সেখানে দলের একাধিক ব্লক এবং অঞ্চল স্তরের নেতা ঘটনার নিন্দায় সরব হন। অনেকের অভিযোগ, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা নিজের পছন্দের লোককে ব্লক সভাপতির পদে আনতে তোড়জোড় শুরু করেছেন। এদিন সভার শুরুতে জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব থাকলেও কিছুক্ষণ পরে তিনি সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান।

তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা। রবিবার কালচিনিতে।

দ্বন্দ্ব যেখানে

- শুক্রবার দলীয় ব্লক কার্যালয়ে বৈঠক করেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ
- সেই কথা নাকি জানানোই হয়নি ব্লক সভাপতি অসীমকে
- এই ঘটনার পরই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন অসীমের সমর্থকরা

কুমাইয়ে বাঁধ নির্মাণ শুরু

সোনাপুর, ২৪ অগাস্ট : অবশেষে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকোলগুড়িতে কুমাই নদীতে বাঁধের কাজ শুরু হল। প্রায় এক মাস আগেই ওই এলাকায় ভাঙন পরিদর্শন করেছিলেন জেলা সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। রবিবার সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তার কাজের সূচনা হল। আপাতত সেখানে ৬৫ মিটার বাঁধ তৈরি হবে। এই কাজের জন্য খরচ হবে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। আগামীতে আরও বাঁধের কাজ হবে বলে এদিন কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে এসে আশ্বাস দেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

সুমনের কথায়, 'গত ৮ জুন প্রথম পরিদর্শন করি। ১০ জুন নদীভাঙনটি বিধানসভার বাদল অধিবেশনে তুলে ধরি। এক মাস আগে আবার পরিদর্শন করা হয়। সেচ দপ্তর থেকে জরুরি ভিত্তিতে ওই কাজের জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। দুই মাসের মধ্যে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাজ শুরু হল। আগামীতে ওই জায়গায় আরও বড় বাঁধ এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কাজের ভাবনা রয়েছে সেচ দপ্তরের।'

ওই গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে জানা গেল, নদীভাঙন ঠেকাতে বাঁধের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। ভাঙনের ভয়ে ওই গ্রামের কয়েকজন আবার বাড়ি অন্যত্র সরিয়েছেন। বাঁধ দিয়েই ভিটেমাটি রক্ষা করা সম্ভব বলে মত অনেকের। ৬৫ মিটার বাঁধ হলেও কিছু জায়গা রক্ষা পাবে। গ্রাম রক্ষা করতে হলে ৫০০ মিটার বাঁধ শুধু পাঁচকোলগুড়িতেই প্রয়োজন বলে মত ওই গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত অধিকারী, তাপস অধিকারীদের। সুব্রত বলছেন, 'নদী ভাঙতে ভাঙতে গতিপথ বদলে গিয়েছে। সেটা ঠিক করলে চাষের জমিগুলো বাঁচবে।' আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা নদীভাঙনে বিধ্বস্ত। সেই এলাকায় বাঁধের কাজ বিশেষ প্রয়োজন। কুমাই ছাড়াও, চোপরো, বুড়িতোর্ষা নদীর ভাঙনও অনেকের কাছে আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর্থমুভার দিয়ে বাঁধের কাজ শুরু পাঁচকোলগুড়িতে।

নদীর চরে কিশোরের দেহ

বারবিশা, ২৪ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বিকেলে সংকোশ নদীতে ভেসে আসা জ্বালানি কাঠ ধরতে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল কুমারগ্রাম ব্লকের মধ্য হলদিবাড়ির ডাহারু চৌপথি এলাকার বছর সতেরোর কিশোর বিপ্লব দেবনাথ। রবিবার সকালে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অসম-বাংলা সীমানার রেলসেতু লাগোয়া সংকোশ নদীর চরে কিশোরের নিথর দেহের খোঁজ মিলল। নদীচরে একটি ছেলের দেহ আটকে থাকতে দেখে স্থানীয় গ্রামবাসী কুমারগ্রাম থানার বারবিশা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে জায়গাটি অসমের বাকপাড়াটাপুতে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ অসমের গোঁসাইগাঁও থানায় বিষয়টি জানিয়ে দেয় এ রাজ্যের পুলিশ। পরে গোঁসাইগাঁও থানার শিমুলটাপু ফাঁড়ির পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। খবর দেওয়া হয় নিখোঁজ কিশোরের পরিবারের লোকজনকে।

কুমারগ্রাম থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের লোকজনের হাতে কিশোরের দেহ তুলে দেয় অসম পুলিশ। কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা জানিয়েছেন, গত দু'দিন ধরে নিয়ম মেনে তলিয়ে যাওয়া কিশোরের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি ছিল। রবিবার সকালে অসমের শিমুলটাপু এলাকায় সংকোশ নদীতে দেহের খোঁজ মিলেছে।

কৃতীরা ঘরে

পলাশবাড়ি, ২৪ অগাস্ট : কলকাতায় স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের রাজ্য স্তরের হকি প্রতিযোগিতা শেষ করে রবিবার বাড়ি ফিরল পলাশবাড়ির পড়ুয়ারা। প্রতিযোগিতায় আলিপুরদুয়ার জেলার পলাশবাড়ি থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্কুল পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুল, শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয় থেকে মোট ৬২ জন পড়ুয়া আটটি দলের হয়ে খেলে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে পলাশবাড়ির দল আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে রানার্স হয়েছে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে তৃতীয় স্থানে শেষ করে। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সল্টলেক মাঠে হকি খেলতে পেরে খুশি পলাশবাড়ির পড়ুয়ারা। আগামীতে আরও ভালো করে খেলার জন্য প্রস্তুতি চলবে বলে প্রিয়াংকা বর্মন, বর্ষা সরকার, রকি বৈদ্যরা জানান।

জরুরি বিভাগের মেঝেতে জমা জল

গ্রামীণ হাসপাতাল মেরামতিতে অনিয়ম

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৪ অগাস্ট : মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালের অফিস থেকে শুরু করে জরুরি বিভাগ, নার্সদের বসার জায়গা, অপারেশন থিয়েটার সমস্তটাই মেরামতি শুরু হয়েছিল গত জানুয়ারি মাসে। দীর্ঘ আট মাসে কাজ শেষ করতে পারেননি ঠিকাদার। আর যতটুকু কাজ হয়েছে, জোড়াতালি ছাড়া কিছুই হয়নি। ফলে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে হাসপাতালে। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ। এবিষয়ে মাদারিহাট ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ঋত্বিক সরকার বলেন, 'পূর্ত দপ্তরের অধীনে কাজটি হচ্ছে। কাজ ঢিমেতালে হওয়ার জন্য অসুবিধা হচ্ছে। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিনিয়ত কাজের বিষয়ে জানাচ্ছি।'

মেরামতির পর জরুরি বিভাগের বিল্ডিং ও অফিসের ছাদ চুইয়ে জলে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। ঘরের ভেতরের দেওয়াল ভিজে নষ্ট হতে বসেছে। অভিযোগ উঠেছে, ঠিকমতো মেরামত না করেই গোটা জরুরি বিভাগ বিল্ডিং ও অফিস ঘর রং করে দেওয়া হয়েছে। যাতে জোড়াতালির বিষয়টি কারও চোখে না পড়ে। অফিসের দরজা ও জানলার ফ্রেমগুলি পচে গিয়েছে। সেগুলিও না পালটে রং করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। পুরুষ ওয়ার্ডের কাজ শেষ হলেও মহিলা ওয়ার্ডের কাজ শেষ হয়নি। ফলে মহিলা রোগীদের রাখা হচ্ছে শিশু ওয়ার্ডে। নার্সদের বসার জায়গার কাজও অসমাপ্ত। অপারেশন থিয়েটারের কাজ শেষ না হওয়ায় জরুরি বিভাগের রোগী কিংবা দুর্ঘটনায় জখমদের বারান্দায় চিকিৎসা করতে হচ্ছে। ফলে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকছে বলে জানালেন সেখানকার এক স্বাস্থ্যকর্মী।

সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন রাজীব কার্জি, অভিজিৎ দাস। একটি ছোট রুমের ভেতর রাজীবকে রাখা হয়েছে। শৌচকর্ম করতে যেতে হচ্ছে অন্য জায়গায়। অভিজিৎকে ভর্তি করা হয়েছে শিশু বিভাগে। তাঁদের মতো আরও অনেককেই এমন অনিয়মের জেরে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

মাদারিহাটের বাসিন্দা শুভময় সাহার মন্তব্য, 'শুনেছি এই ধরনের জোড়াতালি দিয়ে কাজ হয়েছে। আমরা মাদারিহাটের কয়েকজন মিলে হাসপাতাল পরিদর্শনে যাব। অনিয়ম দেখলে প্রতিবাদ জানাব। কারণ এই হাসপাতাল আমাদের সকলের। ঠিকাদার খারাপ কাজ করে চলে যাবেন, আর তার ফল ভোগ করব আমরা- এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাদারিহাট নাগরিক কমিটির সদস্য কমলেশ অধিকারীও। তিনি বলেন, 'এমন কাজ হয়ে থাকলে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা আলোচনা করে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আর্জি জানাব।' তবে চেষ্টা করেও ঠিকাদারের খোঁজ না মেলায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে মেরামতির নামে জোড়াতালির কাজ।

কাজের নমুনা

- মেরামতির পর জরুরি বিভাগের বিল্ডিং ও অফিসের ছাদ চুইয়ে জলে ভেসে যাচ্ছে মেঝে
- ঠিকমতো মেরামত না করেই গোটা জরুরি বিভাগের বিল্ডিং ও অফিস ঘর রং করে দেওয়া হয়েছে
- অফিসের দরজা ও জানলার ফ্রেমগুলি পচে গিয়েছে, সেগুলি না পালটে রং করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে
- মহিলা ওয়ার্ডের কাজ শেষ হয়নি
- নার্সদের বসার জায়গার কাজও অসমাপ্ত

মহাসড়কে টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিতে হাইস্কুলের রাস্তায় গাড়ি চলাচল।

ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া গাড়িতে রাস্তা নষ্ট

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৪ অগাস্ট : রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি এবং ছেকামারি চৌপথির মাঝামাঝি ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে একটি টোল প্লাজা আছে। টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিতে প্রচুর ছোট গাড়ি, ট্রাক এমনকি ডাম্পারও ছেকামারি হয়ে রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলের পাশ দিয়ে জেলা পরিষদ নির্মিত পাকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। এর ফলে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে মোহনসিং হাইস্কুলে যাওয়ার ১ কিলোমিটার রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে। পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তে ভরে গিয়েছে রাস্তাটি। রাস্তার এই বেহাল অবস্থায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা এবং হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়রা জানান, এই রাস্তায় মাঝেমাঝেই দুর্ঘটনা ঘটছে। উলটে যাচ্ছে টোটো। জেলা পরিষদের সদস্য দীপনারায়ণ সিনহা বলছেন, 'গাড়ি চলাচল বন্ধ করার এক্তিয়ার জেলা পরিষদের নেই। সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তবে রাস্তাটি পুনর্নির্মাণের বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।'

এত গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করায় স্থানীয়রা বিপাকে পড়েছেন। পশ্চিম খয়েরবাড়ির বাসিন্দা ক্ষীতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'প্রচুর গাড়িচালক ট্যাক্স ফাঁকি দিতে এই রাস্তাটি ব্যবহার করছেন। প্রতিদিন কয়েকশো গাড়ি চলাচল করে ওই সরু রাস্তাটি দিয়ে। কিন্তু এই রাস্তাটি এত গাড়ি চলাচলের চাপ নেওয়ার উপযুক্ত করে নির্মাণ করা হয়নি। ফলে রাস্তাটি অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। আমাদের ভোগান্তি বাড়ছে।' এই ভাঙা রাস্তায় রোজই ঘটছে দুর্ঘটনা। উলটে যাচ্ছে টোটো। নিজের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে টোটোচালক কাজল রায় বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে টোটো চালানো প্রতিদিন আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে। বড় বড় গর্তে যে কোনও মুহূর্তে টোটো উলটে যাওয়ার আশঙ্কা। বেহাল রাস্তায় চালানোর ফলে টোটোর যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলের প্রায় হাজারখানেক পড়ুয়া এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। যে কোনও সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। উদ্বেগের স্বরে প্রধান শিক্ষক অমল রায় বলেন, 'টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে এই রাস্তায় গাড়ি চলাচলের জন্য দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ছে। পড়ুয়ারা সাইকেলে চেপে যাতায়াত করে। রাস্তাটি পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধে পদক্ষেপ করা উচিত।'

নামেই মহাসড়ক, যাতায়াত কিন্তু ধুলো মেখে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৩ অগাস্ট : স্থানীয় মানুষের দাবি মেনে নির্মীয়মাণ মহাসড়কের পলাশবাড়ি এলাকায় কর্তৃপক্ষ জল দিচ্ছে বটে। কিন্তু তাতে ধুলোর ঝড় বাগে আসছে না। ফলে নাকাল হচ্ছেন বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। চলতিমাসের ১১ তারিখে বুড়িতোর্ষায় পাকা সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু সেতুর দু'পাশের রাস্তায় পিচ ঢালাইয়ের কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফলে ভারী যানবাহন যাতায়াত করলেই ধুলো উড়ছে। সেই ধুলোয় একদিকে শ্বাসবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। অন্যদিকে, স্পষ্ট কিছু দেখাও যাচ্ছে না। বালুরঘাট, চরতোর্ষা ডাইভারশন, আসাম মোড় বা রাইচেঙ্গায় ধুলো মাত্রাছাড়া সমস্যা তৈরি করছে।

বাইকে স্ত্রী ও বছর সাতেকের সন্তানকে নিয়ে বুড়িতোর্ষা সেতু দিয়ে এদিন যাচ্ছিলেন মেজবিলের অমল সরকার। রোজই নাকি ধুলোয় সাদা হয়ে যায় তাঁর জামাকাপড়। অমলের কথায়, 'সেতুর কাছে পাশ দিয়ে একটি সরকারি বাস ও দুটি ট্রাক যেতেই গোটা রাস্তা সাদা হয়ে গেল। এই ধুলোয় আমরা বাঁচলেও ছেলের শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

শুধু পথচারীরা নয়, এলাকার বাসিন্দারা ভুগছেন। জানলা-দরজা, আসবাবপত্রে জমছে ধুলোর পুরু আস্তরণ। রোজ সব পরিষ্কার করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে। সেতুর পাশে নরেশ দাসের বাড়ি। তাঁর কথায়, 'ধুলোয় ঘরবাড়ি সাদা হয়ে যাচ্ছে। সারাদিন দরজা, জানলা বন্ধ রাখলেও ধুলোর জ্বালা থেকে রক্ষা নেই।'

১১ অগাস্ট বুড়িতোর্ষা সেতু দিয়ে যান চলাচল হওয়ার পর ভোগান্তি বেড়েছে। অতিষ্ঠ হয়ে গত ১৯ অগাস্ট পলাশবাড়ির কদমতলায় আধ ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপর থেকে ধুলোর ঝড় রুখতে অবশ্য মহাসড়কে জল দিচ্ছে সড়ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাতেও সমস্যা পুরোপুরি মেটেনি।

মহাসড়কের সাইট ইঞ্জিনিয়ার নকুল রাভা অবশ্য বলেন, 'পিচের কাজ ধাপে ধাপে হচ্ছে। যেখানে পিচ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে ধুলোর সমস্যা হচ্ছে না। আপাতত যেসব সেতু ও ডাইভারশনে ধুলো উড়ছে সেখানে নিয়মিত জল দেওয়া হচ্ছে।' বুড়িতোর্ষা সেতু থেকে পশ্চিমদিকে কিছুদূর এগোলে কদমতলা মোড়। তারপর বালুরঘাট। এই দুই এলাকায় রাস্তা নির্মাণ সেভাবে না এগোনোয় ধুলোর সমস্যা রয়েছে।

আবার ভাঙাচোরা চরতোর্ষা ডাইভারশন দিয়ে বাস, ট্রাক গেলেই ধুলোর ঝড় ওঠে। আসাম মোড়েও অনেকটা একই সমস্যা হচ্ছে। নতুন একটি কালভার্টের সংযোগকারী রাস্তা পাকা না হওয়ায় ধুলোর সমস্যা হচ্ছে। বাবুরহাটের সামনে ২০০ মিটার রাস্তা একেবারে বেহাল। পিচের আস্তরণ নেই। সন্তোষ দোকান, দোলং ডাইভারশন, কৃষক বাজার মোড়েও ভাঙাচোরা রাস্তায় রোজ ধুলো মেখে যাতায়াত করতে হচ্ছে পথচলতি মানুষকে।

যানবাহন চললেই ধুলো ওড়ে। ফালাকাটার বুড়িতোর্ষা সেতুর মুখে।

> 'ধুলোয় সেতুর কাছে পাশ দিয়ে একটি সরকারি বাস ও দুটি ট্রাক যেতেই গোটা রাস্তা সাদা হয়ে গেল। এই ধুলোয় আমরা বাঁচলেও ছেলের শরীর খারাপ হয়ে যাবে।
> **অমল সরকার** *পথচারী*

থিমে বাঙালি

এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের থিম ভাষা সন্ত্রাস ও বাঙালি বিদ্বেষ। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

কমবে বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গ থেকে সরতে শুরু করেছে নিম্নচাপ। ফলে সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টি কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে।

বিক্ষোভ

গান্ধি মূর্তির পাদদেশে রবিবার ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, জয়প্রকাশ মজুমদার।

বৃদ্ধের মৃত্যু

হাওড়ার আবাসনে অস্বাভাবিক মৃত্যু বৃদ্ধের। হাত থেকে উধাও হয়েছে চারটি আংটি। খুনের অভিযোগ তুলেছে পরিবার। পাওয়া যায়নি বৃদ্ধের মোবাইল ফোনের হদিসও। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা..

রবিবার। ছবি : পিটিআই

ধৃত প্রাক্তন পুলিশকর্তা

বাংলাদেশ থেকে উত্তর ২৪ পরগনায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা। শনিবার সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছে তিনি সোনাই নদী পেরিয়ে এদেশে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখনই বিএসএফ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর নাম আফরুজ্জামান। তিনি হাসিনা জমানায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন। বিএসএফ-এর জেরার মুখে তিনি দাবি করেছেন, হাসিনা ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে বর্তমান ইউনূস সরকার তাঁকে বরখাস্ত করে। তাঁর গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় তিনি বিভিন্ন জায়গায় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। কয়েকদিন স্বরূপনগরের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার একটি গ্রামে ছিলেন। কিন্তু সেখানেও বাংলাদেশ পুলিশ তাঁর খোঁজ পেয়ে যায়। তখন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তিনি এদেশে চলে আসার চেষ্টা করেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য তাঁকে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। এদিন বসিরহাট আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কোনও পুলিশ কর্তার এভাবে এদেশে আসার চেষ্টা করে গ্রেপ্তারির ঘটনা বিরল বলেই বিএসএফ কর্তারা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত এলাকা অনেকটাই অরক্ষিত। এখানে সোনাই নদী পার করে চোরাচালানের ঘটনা ব্যাপক পরিমাণে ঘটত। সেই কারণেই এই এলাকার দিকে বিশেষ নজর রয়েছে বিএসএফ-এর। বিএসএফ কর্তারা জানিয়েছেন, ওই পুলিশকর্তা একাই এদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। ইউনূস সরকারের চাপে নাকি কোনও চক্রের হয়ে তিনি কাজ করার জন্য এদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছ থেকে বেশকিছু কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তাতে নিশ্চিত করা গিয়েছে, তিনি বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশে পূর্বতন সরকারের সচিব পদেও কিছুদিন কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ করে একা এদেশে কেন এলেন তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তাঁর বিষয়ে তথ্য জানতে বিজিবি-র সঙ্গেও সমন্বয় বৈঠক করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ তাঁর সম্পর্কে তথ্য জানাবে বলেও রাজ্য পুলিশকে জানিয়েছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে অনেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু উচ্চপদস্থ কোনও কর্তা গ্রেপ্তারের ঘটনা এই প্রথম। সেই কারণেই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য পুলিশও। এসটিএফ-এর কর্তারা তাঁকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

একনজরে

- হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছে তিনি সোনাই নদী পেরিয়ে এদেশে ঢোকার চেষ্টা
- হাসিনা ঘনিষ্ঠ হওয়ার দাবি
- রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন
- ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে এসটিএফ
- তিনি হঠাৎ করে একা এদেশে কেন এলেন এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না

কলকাতার উন্নয়নের নামে গাছ কাটার প্রতিবাদে পরিবেশপ্রেমীদের প্রতিবাদ কে কে দাস কলেজের সামনে।

কটাক্ষ বিবেক-পত্নীর

‘শাশ্বত ভীতু’

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ সিনেমা নিয়ে বিতর্কের মাঝেই এবার আসরে নামলেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর স্ত্রী পল্লবী যোশি। বিবেকের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসক দলকে তুলোধোনা করলেন তিনি। এমনকি অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে ‘ভীতু’ বলে কটাক্ষও করেছেন পরিচালক-পত্নী। ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পল্লবী মন্তব্য করেন, ‘কলকাতার ঘটনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রতিরোধ হবে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু ভাবিনি পুলিশ পাঠানো হবে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যখন সিনেমা তৈরি হয়, বিশেষ করে কোনও

অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যর্থতার কথা সামনে আসে, তখন অনেকেরই অস্বস্তি হয়। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হয়।’ এই সিনেমার সহ প্রযোজক পল্লবী বলেন, ‘শাশ্বতর সাহস নেই। একজন অভিনেতার কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।’

‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার সামনে আসতেই বিবেকের বিরুদ্ধে পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতাদের একাংশ মুখ খুলেছিলেন। ট্রেলার প্রকাশে বাধাও দেওয়া হয়। এই বিষয়ে তাঁর সহধর্মিণী বলেন, ‘একজন শিল্পী হিসেবে আমি ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। ওরা ভয় পাচ্ছে। ছবিটা না দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। আমাদের ধারণা, এই ছবির প্রদর্শনও এই রাজ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু শিল্পের স্বাধীনতাকে কেড়ে নেয় না। মানুষের সত্য জানার অধিকারকেও কেড়ে নেয়। রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাই, যেন ছবিটির প্রদর্শন কোনও বাধা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে হয়। ছবিটির নাম পরিবর্তনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না বলে দাবি করেছিলেন এই ছবিরই অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তা নিয়ে পল্লবী মন্তব্য করেন, ‘শাশ্বতকে সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভেবেছিলাম। কিন্তু ওর সাহসের অভাব রয়েছে।’

অচেনা ওয়েবসাইটে জালিয়াতি

ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার্থীরা ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পাননি এখনও। বছর গড়িয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে যখন ৫০ হাজার শূন্যপদের দাবিতে দফায় দফায় আন্দোলন করছেন চাকরিপ্রার্থীরা, ঠিক তখনই সামনে এল জালিয়াতির তথ্য। ২০২২ সালের প্রায় দেড় লক্ষ টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে একটি অচেনা ওয়েবসাইটে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, এই ঘটনা সম্পর্কে তারা অবগত নয়। চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, সরকারি অনুমোদন ছাড়া একটি ওয়েবসাইট কীভাবে টেট পাশের নথি প্রকাশ্যে আনতে পারে? আইনি পথে হাঁটার আশ্বাস দিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি।

শনিবার রাত গড়াতেই হঠাৎ খোঁজ পাওয়া যায় একটি বেসরকারি ওয়েবসাইটের। সেখানে অনায়াসে ডাউনলোড করা যাচ্ছে পরীক্ষার্থীদের টেট পাশের নথি। চাকরিপ্রার্থী পার্থজিৎ বণিক বলেন, ‘এর দায় পর্ষদকেই নিতে হবে। নতুন সভাপতি আসার পর এই নিয়ে দু-বার প্রাথমিক পর্ষদের ওয়েবসাইটকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। তারপরেও কীভাবে পর্ষদের তথ্য বাইরে বেরোতে পারে? যে বা যাঁরা এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক।’

ভুয়ো ওয়েবসাইটির একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ২০২৩ সালে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল টেট-এর ফলাফল। তারপরই পর্ষদের ওয়েবসাইট থেকে চাকরিপ্রার্থীরা নথি ডাউনলোড করেছিলেন। ৬ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী টেট দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর তথ্য ফাঁস হয়েছে বলেই অভিযোগ।

নিয়োগের অনিশ্চয়তার মাঝেই এরকম জালিয়াতির সন্ধান পাওয়ায় দুশ্চিন্তায় টেট উত্তীর্ণরা। পর্ষদ সূত্রে খবর, শীঘ্রই এই বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হতে পারে। সাইবার ক্রাইম বিভাগেও অভিযোগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিপ্রার্থী বিদেশ গাজির প্রশ্ন, ‘সরকারি তথ্য অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকার কথা। অন্যের হাতে যায় কী করে?’ এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। তিনি বলেন, ‘আগে সত্যতা যাচাই করব। তারপর যদি প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে আইনি পদক্ষেপ করব।’

> এর দায় পর্ষদকেই নিতে হবে। নতুন সভাপতি আসার পর এই নিয়ে দু-বার প্রাথমিক পর্ষদের ওয়েবসাইটকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। তারপরেও কীভাবে পর্ষদের তথ্য বাইরে বেরোতে পারে? যে বা যাঁরা এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক।
>
> **পার্থজিৎ বণিক**

> আগে সত্যতা যাচাই করব। তারপর যদি প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে আইনি পদক্ষেপ করব।
>
> **গৌতম পাল**
> **সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ**

মেডিকেল কলেজে আসন বিক্রি রুখতে নির্দেশিকা

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : রাজ্যজুড়ে ডাক্তারির আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম রুখতে চাইছে রাজ্য সরকার। এমবিবিএস ও ডেন্টাল (বিডিএস) স্তরে কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য আসন কেনাবেচার অভিযোগ উঠে আসছে। তাই এই বেনিয়ম রুখতে কড়া পদক্ষেপ করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে যাতে সিট কেনাবেচার এই প্রবণতা রোখা যায়, তাই একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছেন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা। ভর্তি কাউন্সেলিংয়ের সময় কোনওভাবে যাতে অনিয়ম না হয়, তাই বেশ কিছু নির্দেশ আনা হয়েছে। সেই নির্দেশ অমান্য করলে কড়া শাস্তির কথাও বলা হয়েছে।

জয়েন্টের পরেই ডাক্তারি পড়ুয়াদের মেডিকেল কলেজগুলিতে আসন পাইয়ে দেওয়ার জন্য ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিশেষ করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলি থেকে এই ধরনের অভিযোগ উঠছে। যাদের র‌্যাংক নীচের দিকে তাঁদের এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই স্বাস্থ্য ভবন নির্দেশিকা জারি করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, কাউন্সেলিংয়ের সময় শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজে নিযুক্ত একজন নোডাল অফিসার ও ২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি সেন্টারে প্রবেশ করতে পারবেন। তাঁদের কাছে বৈধ পরিচয়পত্র থাকতে হবে। পড়ুয়ারা উপস্থিত থাকবে। একটি কলেজ থেকে তিনজনের বেশি প্রতিনিধি কাউন্সেলিং সেন্টারে প্রবেশ করতে পারবেন না।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়ে নতুন নির্দেশিকা সম্পর্কে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিয়ম লঙ্ঘন করলে কড়া ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। রাজ্যের ধারণা, এর ফলে নিয়োগে স্বচ্ছতা আসবে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে স্থগিত পরীক্ষা

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন স্থগিত হল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। রাজ্যের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘাতের পরও আগামী ২৮ অগাস্টের পরীক্ষার দিন বদলায়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ভিন্ন পথে হাঁটল শিবপুরের বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের অনুরোধে ও ২৮ অগাস্ট গণ পরিবহণ স্বাভাবিক না থাকার সম্ভাবনা থাকায় স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে আগামী ৩০ অগাস্ট। পরীক্ষার সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে পরে।

বিজ্ঞপ্তিতে যদিও উল্লেখ নেই ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের কথা। বিরোধী দলের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠা দিবসের উপলক্ষ্যেই পরীক্ষা পিছোনো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের যাতে সমস্যা না হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের কটাক্ষ, ‘নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছে তৃণমূল।’

অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাত, ১ লক্ষ ক্ষতিপূরণ

বেসরকারি হাসপাতালে তালা কমিশনের

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : এক চিকিৎসকের শখ ছেলের জন্মদিনে তাঁকে দিয়ে জটিল অপারেশন করাবেন। যথারীতি সেই কাজ করলেন এবং সেই ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করে দিলেন। এরপর যখন তা নিয়ে জলঘোলা, কোর্ট কেস হল, তখন সকলের চক্ষু চড়কগাছ। এই ঘটনা দেখা গিয়েছিল আরশাদ ওয়ারসি অভিনীত ‘জলি এলএলবি’ সিনেমায়। এবার কার্যত একই ঘটনা দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে। যদিও এবার চর্চায় এক ভুয়ো

ছবি : এআই

চিকিৎসক।

প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে নার্সিংহোমের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। যেতেই অবিনাশ কুমার নামক এক ব্যক্তি নিজেকে আরএমও দাবি করে এগিয়ে আসেন মহিলার দিকে। তারপরই তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন অবিনাশ। মহিলাকে একটি ইনজেকশনও দেন। তাতে ব্যথা একটু কমলে বাড়ি ফিরে যান মহিলা। তারপরই তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়। এই ভয়ংকর অভিযোগ উঠেছে একবালপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের করা হয় স্বাস্থ্য কমিশনে। ঘটনার তদন্তের পর ওই হাসপাতালে তালা ঝোলাল কমিশন। ওই পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছে কমিশন।

৬ অগাস্ট স্বাস্থ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন অলোকা রায় নামক ওই মহিলা। তাঁর অভিযোগ, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যন্ত্রণার কারণেই তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখানে নিজেকে আরএমও দাবি করে তাঁর চিকিৎসা করেন ওই হাসপাতালেরই কর্ণধারের সহকারী। তিনি আদতে চিকিৎসকই নন। অভিযোগ, হাসপাতালের কর্ণধার রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। স্বাস্থ্য কমিশন এই বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশনের চেয়ারপার্সন অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘যিনি ওই মহিলাকে ওষুধ দিয়েছেন, তিনি চিকিৎসকই নন। হাসপাতালের কর্ণধার স্বীকার করেছেন, তাঁর সহকারী অবিনাশ তাঁর টেবিল থেকে লেটারহেড ব্যবহার করে ওই প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন। আমরা হাসপাতাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ ইতিমধ্যেই ভর্তি হওয়া রোগীদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছে ওই হাসপাতাল। ইন্ডোরে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। কমিশনের পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত তালা ঝুলবে হাসপাতালে।

মন্তব্য বিচারপতির

‘বিচার ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন’

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : বিচারব্যবস্থাকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সময়ের বদলের সঙ্গে অপরাধের ধরনও পাল্টে যাচ্ছে। সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। রবিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সাংবাদিকদের একথা বলেন।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় আইন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘পুলিশ, আইনজীবী, বিচার ব্যবস্থাকে সজাগ থাকতে হবে। ভালো বিচারের জন্য ভালো তদন্তের প্রয়োজন। অনেক সময় তদন্তকারী অফিসারদের ভূমিকা সঠিক থাকছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তারতম্য থাকছে। এগুলি ওই পর্যায়ে যাচাই করা আদালতের কাজ নয়। ভালো তদন্ত ও বিচারের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।’

এদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অপরাধতত্ত্ব এবং অপরাধ-বিচার’ নামে প্রথম কোর্স চালু হয়। পূর্ব ভারতে প্রথমবার এই ধরনের দু’বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় আইন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোর্স উদ্বোধন।

ছিলেন বিচারপতি ঘোষ ছাড়াও বিচারপতি সুগত মজুমদার, বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিআইজি সাইবার ক্রাইম সঞ্জয় সিং সহ অন্যান্য শিক্ষাবিদ।

সম্প্রতি ময়নাতদন্তের রিপোর্টগুলিতে আদালতের যে অসন্তোষ রয়েছে, তা এদিন স্পষ্ট হয় বিচারপতি ঘোষের মন্তব্যে।

তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘দক্ষতার অভাবে বা অন্য কোনও কারণে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে গরমিল রয়েছে। ফরেন্সিক রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেখানে গরমিল থাকলে বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়। তাই ভালো তদন্ত ও বিচারের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দরকার।’ সাইবার অপরাধ বর্তমানে সুনামির আকার নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন সঞ্জয় সিং।

তিনি বলেন, ‘সাইবার অপরাধ রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু থামানো যাচ্ছে না। যত অভিযোগ নথিভুক্ত হয়, তার চেয়েও বেশি নথিভুক্ত হয় না।’ বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের দেশে অপরাধ তত্ত্বের বিষয়ে পড়ার আলাদা ব্যবস্থা নেই। এটি একটি আদর্শ পাঠ্যক্রম হতে চলেছে।’

প্রযুক্তিনির্ভর যুগে সঠিক বিচার ও তদন্তের স্বার্থে আইনি পাঠক্রমকে আধুনিক করতে অপরাধ তত্ত্ব, ফরেন্সিক বিজ্ঞান, ভিক্টিমোলজি, সাইবার ক্রাইম প্রযুক্তিতে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। এই কোর্সের মাধ্যমে তা সম্ভব বলে মন্তব্য রেখেছেন বিচারপতি ও শিক্ষাবিদরা।

এসআইআর-এ চর্চায় আরএসএসের অ্যাজেন্ডা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করাই আরএসএস তথা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লক্ষ্য। সংঘের শতবর্ষে সেই লক্ষ্যপূরণেই এগোচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এসআইআর থেকে ডেমোগ্রাফি মিশন সেই অভিন্ন লক্ষ্যের কৌশলগত মাধ্যম ছাড়া কিছু নয়। সংঘের মনোভাব থেকেই তা স্পষ্ট। ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করা বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশ এমনটাই মনে করেন।

বিজেপি ও আরএসএস প্রকাশ্যেই বলে, ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ করে এখন সেই মুসলিমরা ভারতবর্ষকে তাদের দেশ বলে দাবি করতে পারে না। সম্প্রতি লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের পর বিহার ও দমদমের সভা থেকে মোদি বলেছেন, যে সুবিধা দেশের নাগরিকদের প্রাপ্য তা অনুপ্রবেশকারীদের পেতে দেব না। অনুপ্রবেশকারীদের এক এক করে দেশের বাইরে বের করে দিতে হবে। জনতার কাছে জানতে চান, যে অনুপ্রবেশকারী আপনার রোজগার কাড়ছে, জমি দখল করছে তাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে কি না। জনবিন্যাস বদল রুখতে ডেমোগ্রাফি মিশন

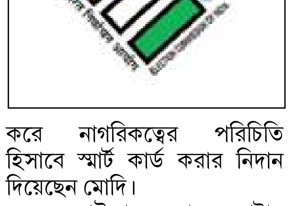

করে নাগরিকত্বের পরিচিতি হিসাবে স্মার্ট কার্ড করার নিদান দিয়েছেন মোদি।

এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে যাঁরা বাদ পড়বেন, তাঁরা শুধু ভোটের অধিকারই হারাবেন তাই নয়, বেনাগরিক হয়ে যাবেন। রাষ্ট্রের কাছে তাঁরা অনুপ্রবেশকারী হিসাবেই চিহ্নিত হবেন। আবার পূর্বতন দেশেও (যদি তা আদৌ থেকে থাকে) ফিরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি সহ দুটি পরিবার। পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানোর পর সেখানেও তাঁরা অনুপ্রবেশকারী

হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে বাংলাদেশের জেলে।

বিহারের পর এরাজ্য সহ গোটা দেশেই পর্যায় ক্রমে এসআইআর শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। পর্যবেক্ষকদের মতে, কমিশনের বর্তমান নীতির পরিবর্তন না হলে (সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে) দেশে কয়েক কোটি মানুষ বেনাগরিক হয়ে চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়বেন।

তবে রাজনীতির মঞ্চ থেকে এই বেনাগরিকদের দেশের বাইরে ছুড়ে ফেলার যতই হুংকার দিন মোদি, অমিত শা বা শুভেন্দু অধিকারীরা, বাস্তবে তা সহজ নয় সেটা জানে বিজেপিও। তাই শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা ভারতীয় মুসলমানদের চলে যেতে বলছি না। কিন্তু কথায় কথায় ওই লালকেল্লাটা আমাদের, ভিক্টোরিয়াটা আমাদের, এই মন্দিরগুলি আমাদের বলে দাবি করা আর মেনে নেওয়া হবে না। অর্থাৎ, এদেশে থাকলে বেনাগরিকের মতো জীবন কাটাতে হবে মুসলিমদের।’

রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে কাজ করা সিপিএমের নেতা রবীন দেব বলেন, ‘লালকেল্লা থেকে এই প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী আরএসএস-এর ঘোষণাকে সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন। আসলে রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি এসব কথা বলে ওরা দেশের মুসলিমদের উৎখাত করে বেনাগরিক করতে চায়। হিন্দু রাষ্ট্র গড়তে এটাই আরএসএস-বিজেপির অভিন্ন অ্যাজেন্ডা।’

আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞদের মতে, সিএএ আইনে প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্যতামূলকভাবে নাম নথিভুক্ত করা ও নাগরিকত্বের পরিচিতিপত্র দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হলেও, সিএএ আইনের জটিলতা ও প্রায়োগিক কিছু সমস্যার জন্য সিএএ নিয়ে এগোতে পারেনি কেন্দ্র।

সিএএ চেয়ে আবেদন করা মানেই আপনি নাগরিক নন এটা মেনে নিচ্ছেন। এরপর আপনাকে নাগরিকত্ব দেওয়া না দেওয়াটা কিন্তু ওদের হাতে। সেটা বুঝে সিএএ-র জন্য আবেদন করবেন। ২০২১ ও ২০২৪-এর ভোটে বিজেপির সিএএ-র বিরুদ্ধে এটাই ছিল মমতার বার্তা।

তৃণমূলের মতে, এনআরসি বা সিএএ-র সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই কমিশনের মাধ্যমে এসআইআর-কে ঢাল করে সেই লক্ষ্যপূরণ করতে চাইছে বিজেপি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৯৮ সংখ্যা, সোমবার, ৮ ভাদ্র ১৪৩২

ট্রাম্পকেও চাপ

বৈদেশিক বাণিজ্যে এমন অনিশ্চিত পরিস্থিতি ভারতের আগে কখনও হয়নি। দু'দিন পর ২৭ অগাস্ট থেকে কার্যকর হচ্ছে নয়া মার্কিন বাণিজ্য শুল্ক। ইতিমধ্যে ভারতের ওপর চেপে আছে ৫০ শতাংশ শুল্ক। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক বাবদ এবং বাকি ২৫ শতাংশ বারণ করা সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য জরিমানা হিসাবে। শেষমেশ সেটা কার্যকর হলে ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব হবে যথেষ্ট।

তবে দেরিতে হলেও ভারতের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। এতদিন আমেরিকার মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে অসম্মান, অবিচার বা বঞ্চনা ছাড়া ভারতের কপালে কিছু জোটেনি। এখন ঠেলায় পড়ে ভারত নিজের মতো করে চেষ্টা করছে। এই তৎপরতা অনেক আগে শুরু করলে সমস্যা কম হত। এখন একদিকে বহু পুরোনো বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে তৎপর দিল্লি, অন্যদিকে, চিনের সঙ্গে তিক্ততা কাটিয়ে ফের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করছে।

এর বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পরে ভারতকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলেও ধন্দ আছে। রাশিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভারতের ওপর তিনি ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন বলে খোলাখুলি বলছেন ট্রাম্প।

কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার যে অভিযোগ, সেই একই অভিযোগ থাকা উচিত চিনের বিরুদ্ধেও। কেননা, চিনও রাশিয়ার কাছ থেকে প্রচুর অপরিশোধিত তেল কেনে। তাহলে বেজিংকে জরিমানা নয় কেন? তার সদুত্তর মেলেনি। তবে চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা এখন ভালো হয়েছে। চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং-ই ভারতে এসে মোদিকে চিন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গালওয়ান সংঘর্ষের পর দু'দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে যে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তা উভয়ে তুলে নিয়েছে।

রাশিয়াও ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর মার্কিন হুমকির তীব্র সমালোচনা করেছে মস্কো। মার্কিন হুমকি অগ্রাহ্য করে তেল কেনার পুরস্কারস্বরূপ রাশিয়া ভারতকে তেলে আরও ৫ শতাংশ ছাড় দেবে বলেছে। প্রয়োজনে ভারতের জন্য তাদের পুরো বাজার খুলে দিতে প্রস্তুত বলেও মস্কো আশ্বাস দিচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল সম্প্রতি রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। তারপর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর মস্কো গিয়ে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

ভারতের ওপর আমেরিকার ঈর্ষার মূল কারণ, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা সবেতেই ভারতের উন্নতি। তাছাড়া কৃষিপণ্যের বাজার আমেরিকার জন্য খুলে দিতে না চাওয়াও ভারতের ওপর উষ্মার আরেক কারণ। রাশিয়া থেকে তেল কেনার অভিযোগ তুললেও এটাই আমেরিকার রাগের প্রকৃত কারণ বলে মনে করে হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এই জটিলতায় ইতিমধ্যে মার্কিন বাণিজ্য দলের ভারত সফর বাতিল হয়ে গিয়েছে।

শেষপর্যন্ত ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বহাল রাখলে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের বাজার মার খাবে নিশ্চয়ই। তবে আমেরিকার জন্য ভারত সব দরজা বন্ধ করে দিলে বিরাট ক্ষতি হবে মার্কিন বাণিজ্যেরও। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি ইতিমধ্যে ট্রাম্পকে সতর্ক করেছেন, ভারতীয় বাজার হাতছাড়া করা অনুচিত হবে। বাস্তবে আমেরিকা ও ভারত, কেউই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না।

দুই দেশই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, বিভিন্ন স্তরে আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রাক্তন কূটনীতিকদের বিশ্বাস, ভারতের বিরুদ্ধে শুল্কের হার কমানো নিয়ে কথাবার্তা চলছে গোপনে। চেষ্টা চলছে ভারতের ঘাড়ে শুল্ক ১০ শতাংশের বেশি যেন না হয়। আমেরিকায় চিঠি, পার্সেল বন্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। এটা পালটা কৌশল হিসেবে ট্রাম্পের উদ্দেশে নিশ্চিতভাবে ভারতের বার্তা।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিযে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে সরকারি পেরেক

সরকার কি চায় চা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন মুছে যাক? সরকারি ঘোষণাই কি শেষকথা? এসব প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

গৌতম সরকার

ক্ষীরটা খেয়ে নিল সরকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। খানিক হতভম্ব কিংবা ভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনায় ব্যস্ত মালিকপক্ষ। এককথায়, চা বাগানের এবারের বোনাস ঘোষণার এই তিন মাত্রা ইতিমধ্যে সকলের কাছে স্পষ্ট। তবে এসবের বাইরে সরকারি ঘোষণাটি যে অভিঘাত তৈরি করে দিয়ে গেল, তা চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষে সামলানো কঠিন।

'ছিন কে লেঙ্গে আজাদি'- তরুণ সমাজের একাংশের রক্তগরম করা জনপ্রিয় স্লোগান। সাড়ে ছয় দশক আগে 'ছিন কে লেঙ্গে বোনাস' তেমনই ছিল চা শ্রমিকের রক্ত-ঘামে ভেজা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা ধ্বনি। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকরা বোনাস ছিনিয়েই নিয়েছিলেন। বোনাসের দাবিতে ১৮ দিনের ধর্মঘট কাঁপিয়ে দিয়েছিল উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে। সেই ১৯৫৫ সালে। দমনপীড়নের চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। কিন্তু চা শ্রমিকের বোনাসের দাবি স্বীকৃত হয়েছিল।

এখন 'ছিন কে লেঙ্গে আজাদি' ধ্বনিতে দেশদ্রোহিতা খোঁজে রাষ্ট্র। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র উমর খালিদকে জেলে পচতে হয়। বোনাস আন্দোলনে অবশ্য আজ আর কাউকে গ্রেপ্তার হতে হয় না। হবেই বা কেন? আন্দোলনই যে আর হয় না। এতদিন তবু বোনাসের দাবি নিয়ে আলোচনা হত। এবছর তাও করতে দেওয়া হল না। মালিকপক্ষ আলোচনা বৈঠক ডেকেছিল ২৮ অগাস্ট। তার আগেই রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ ঘোষণা করে দিল।

মালিকরা তৈরি ছিলেন চায়ের উৎপাদন কম, প্রতিকূল আবহাওয়া, চায়ের আবাদে রোগ-পোকার সংক্রমণ ইত্যাদি কোনও যুক্তি তুলে কম বোনাস দেওয়ার সওয়াল করবেন বলে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রস্তুত হচ্ছিল দরকষাকষি করার জন্য। কোনও পক্ষ কোনও সুযোগই পেল না। বোনাস মীমাংসায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাই থাকল না। ভূমিকা যদি না থাকে, তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে কী লাভ? শ্রমিকরাই বা ট্রেড ইউনিয়নকে সমর্থন করবেন কেন?

শ্রমিক আন্দোলন না থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকে কী করে? সরকার কি তাহলে চায় চা শিল্প থেকে ট্রেড ইউনিয়ন মুছে যাক? বাগানের যাবতীয় বিষয়ে কি তাহলে সরকারি ঘোষণাই শেষকথা? এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার আগে বুঝে নেওয়া যাক, কাগজে-কলমে সরকারি ঘোষণাটি আসলে নির্দেশ নয়, 'অ্যাডভাইজারি' (বাংলায় পরামর্শনামা বলা যেতে পারে)। বাস্তবে সেই 'পরামর্শ' উপেক্ষা করে কোন মালিকের বাপের সাধ্যি!

চা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ তাহলে কী? সেই আলোচনায় অতীতকে একবার দেখে নেওয়া যাক। চা শ্রমিকরা যে নির্বিবাদে এখন বোনাস পাচ্ছেন, তা সম্ভবই হত না 'ছিন কে লেঙ্গে বোনাস'-এর ইতিহাস না থাকলে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আরেক সাফল্য আটের দশকে নতুন কর্মসংস্থানের (চা বাগানের ভাষায় 'নয়া গিনতি') চুক্তি। সেই শেষ। তারপর আর স্থায়ী নিয়োগ হয়নি চা শিল্পে।

চা শিল্পে বোনাস আন্দোলন ছিল শ্রমিকদের কাছে উৎসবের মতো। সামান্য মজুরির বাইরে খানিকটা বাড়তি টাকা পাওয়ার আনন্দে দাবি আদায়ের উত্তেজনা। বাগানে বাগানে গেট মিটিং, মিছিল, গো স্লো (ধীরগতিতে কাজ) ইত্যাদি। যতটা কম পারা যায়, বোনাস দিতে চাইতেন মালিকরা। শ্রমিকদের লক্ষ্য থাকত, যতটা বাড়ানো যায়। এই দরকষাকষির উত্তাপে চা বাগানে দেবী আবাহনের পরিবেশটাই আর নেই।

বোনাসের হার বাড়ানোয় যে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা যত বেশি, তার কদর তত বেশি, শ্রমিকদের সমর্থন বেশি। সেইসব লড়াইয়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি হয়ে উঠত চা বাগানের প্রভাবশালী শক্তি। আরও পাঁচটা শিল্পে যেমন ছিল। ভোটে যার ফায়দা তুলত ইউনিয়নটির নেপথ্যে থাকা দলটি। শুধু দাবিদাওয়া আদায় নয়, শ্রমিক মহল্লায় বিয়ে, সামাজিক অনুষ্ঠান, বিচারসভা বসিয়ে কাউকে শাস্তি ইত্যাদি সব ছিল ট্রেড ইউনিয়নের লৌহকঠিন নিয়ন্ত্রণে।

নেতাদের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া চা বাগানে একটি পাতাও নড়ত না। ট্রেড ইউনিয়নের সেই কঠোর নিয়ন্ত্রণে প্রথম ঘা লেগেছিল আটের দশকে। পাহাড়ে জিএনএলএফ ও সমতলে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ক্রমশ একাধিপত্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংকট ডেকে এনেছিল। দাপুটে সব রাজনৈতিক দলের শ্রমিক শাখাকে কোণঠাসা করে জনগোষ্ঠীভিত্তিক ওই দুই সংগঠন চা বলয়ের সমস্ত কিছুকে ক্রমে কবজা করে ফেলেছিল।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের শিল্পভিত্তিক ধর্মঘটে তাই আগের মতো সাড়া পড়ত না। চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে প্রথম পেরেক পোঁতা হল তাতে। যদিও আদিবাসী বিকাশ পরিষদ ও জিএনএলএফ যে নিজেদের সেই প্রতিপত্তি ধরে রাখতে পারল না, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। বিভিন্ন গোষ্ঠী, উপদলে ভাগ হয়ে আদিবাসী পরিষদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পাহাড়ের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে জিএনএলএফ পড়ে গেল অস্তিত্ব সংকটে।

এতে শ্রমিক আন্দোলনে বিরাট শূন্যতা তৈরি হল চা শিল্পে। কিন্তু সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হল ট্রেড ইউনিয়নগুলি। আগের দাপট আর ফিরল না। শ্রমিক সংগঠনগুলির এই হীনবলের কারণে অনেক দাবি আদায় থমকে আছে। বহুদিন আগে মেয়াদ শেষ হলেও বেতন চুক্তির পুনর্নবীকরণ হয়নি। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ নিয়ে অনেক ঢাক পেটানো হলেও পরিস্থিতিটা পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো। নতুন নিয়োগের প্রসঙ্গ তো আলোচনাতেই নেই।

ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি শ্রমিকের আকর্ষণ, ভক্তি ক্রমশ ফিকে হয়ে গিয়েছে। চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে ওই পরিস্থিতি ছিল আরেকটা পেরেক ঠোকার শামিল। এবার তৃণমূল সরকারের একতরফা বোনাস ঘোষণার প্রেক্ষিতটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল বাম জমানায়। তার আগে বোনাস নিয়ে দরকষাকষিটা মূলত ছিল দ্বিপাক্ষিক। শ্রমিক বনাম মালিক। ট্রেড ইউনিয়ন বনাম মালিক সমিতি।

গোটা শিল্পে একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা বাগানে আলাদা আলাদা বোনাস চুক্তি করাই দস্তুর ছিল সাতের দশকের শেষপর্যন্ত। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও মালিক কর্তৃপক্ষের হাতে হাতে ঘুরত নির্দিষ্ট বাগানের অডিট করা ব্যালেন্স শিট। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় লাভক্ষতির খতিয়ান বিচার করে ঠিক হত, ওই বাগানে কত শতাংশ বোনাস পাবেন শ্রমিকরা। বাগানে বাগানে আলাদা মীমাংসার রীতিটা শেষ হয়ে গিয়েছিল শিল্পভিত্তিক চুক্তির প্রথা শুরু হওয়ায়।

সেটা বাম জমানায়। কয়েকটি মালিক সমিতি ও বেশ কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নিষ্পত্তি না হলে শ্রম দপ্তরের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করা ছিল দস্তুর। সেই প্রক্রিয়ায় কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কমে গেল। আন্দোলনের ঝাঁঝ ফিকে হল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বলে দিতেন, বৈঠকে কী হয় দেখে নিয়ে আন্দোলন হবে। একধাপ এগিয়ে তৃণমূল সরকার প্রথম থেকেই চা শিল্পে একতরফা হস্তক্ষেপের সংস্কৃতি চালু করেছে।

মজুরি চুক্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষ সহমত হতে যখন পারছিল না, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মজুরির অ্যাড হক বৃদ্ধি ঘোষণা করে দিলেন। পাহাড়ে গত বছর বোনাস নিয়ে জটিলতার সময় রাজ্য সরকার একতরফা ১৬ শতাংশ ঘোষণা করে দিল। চা শিল্পে শাসকদল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কিন্তু খুব দুর্বল। তার ওপর যেটুকু আছে, তাতে আছে গোষ্ঠীকোন্দল, খেয়োখেয়ি। দাবি আদায়ের শক্তিই নেই শাসকের সমর্থক ইউনিয়নের।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে ২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আর সুযোগই রাখল না। শ্রমিকদের অসন্তুষ্টি থাকার কথা নয়। সর্বোচ্চ বোনাস ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রতিবাদ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সরকারের একতরফা ঘোষণায় যে ফাটা বাঁশে আটকে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হল, ট্রেড ইউনিয়নগুলির কফিনে আরেকটি বড় মাপের পেরেক নিঃসন্দেহে।

এতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে চা বলয়ে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত হল বলাটা অতি সরলীকরণ অবশ্যই। শুধু বেশি বোনাস নয়, ভোটের পাল্লা কোনদিকে ঝুঁকবে, তা নির্ভর করবে পঞ্চায়েতের প্রতি অসন্তোষ কতটা, জনগোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কারণ ইত্যাদির ওপর। তবে শ্রমিক আন্দোলনের বারোটা তো বাজলই।

আজ

১৯০০

কবি সজনীকান্ত দাস আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

২০০৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক তারাপদ রায়।

আলোচিত

প্রথম কে মহাকাশে যান? আমার মনে হয়, পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী হনুমানজি। যতক্ষণ আমরা নিজেদের হাজার হাজার বছরের পুরোনো জ্ঞান, সংস্কৃতি জানব না, ততক্ষণ ব্রিটিশরা আমাদের যেমন শিখিয়ে গিয়েছে, আমাদের জ্ঞান তেমনই থেকে যাবে।

- অনুরাগ ঠাকুর

ভাইরাল/১

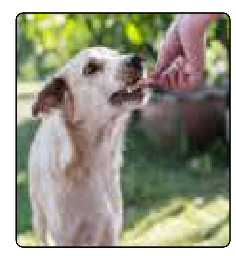

পথকুকুরদের খাওয়ানোর 'অপরাধে' উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে ইয়াশিকা শুক্লা নামে এক মহিলাকে মারধর। মোবাইলে ঘটনাটি রেকর্ড করেন মহিলার দিদি। কমল খান্না নামের অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন।

ভাইরাল/২

লন্ডনের চেয়ে মুম্বই বেশি সুরক্ষিত বলে দাবি ইংল্যান্ডের কনটেন্ট ক্রিয়েটর ওনাত সাইহানের। তিনি বিশ্বের ত্রিশটি রাজধানী শহরে রিল বানিয়েছেন। লন্ডনে শুটিং করার সময় পুলিশ তাঁকে ফোন চুরির ব্যাপারে সাবধান করে। মুম্বইয়ে যদিও তাঁর সেরকম কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি।

জনমন জনমত

ফুটপাথের দোকান ভেঙে গরিবদের বিপদে ফেলা হচ্ছে

দেওয়ানগঞ্জ এলাকায় কিছু গরিব মানুষ রাস্তার ধারে ছোট্ট দোকান সাজিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা কোনও বড় ব্যবসায়ী নন, কোনও দালানকোঠার মালিকও নন। তাঁরা দিন আনি দিন খাই মানুষ, সংসারে যাঁদের উনুন জ্বালানোর একমাত্র ভরসা এই সামান্য দোকান।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্প্রতি সরকারি কর্মচারীদের হাতে তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাঁদের দোকান ভাঙচুর করা হল। জীবিকার পথ কেড়ে নেওয়া হল। প্রশ্ন ওঠে, সরকার কি সেই জায়গায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ এখনই করতে চলেছে? যদি না হয়, তাহলে কেন এভাবে গরিব মানুষের দু'বেলার ভাত ছিনিয়ে নেওয়া হল?

যেখানে সরকার দিনরাত গরিবকল্যাণের কথা বলে, সেখানে বাস্তবে দেখা যায়, গরিবদের ঘাম ঝরানো জীবিকাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে। বড় বড় দখলদার, প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা থাকে অক্ষত। অথচ পেটের দায়ে দোকান বসানো সাধারণ মানুষজনের উপরেই নামে গর্জে পড়া আইন। এই অবস্থায় সরকারের কাছে দাবি, অবিলম্বে এই ধরনের ভাঙচুর বন্ধ হোক। গরিব মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক এবং বিকল্প জায়গায় দোকান বসানোর সুযোগ দেওয়া হোক।

সরকার যদি প্রকৃত অর্থে 'গরিবের বন্ধু' হতে চায়, তাহলে তাঁদের অন্নের পথ কেড়ে নেওয়া নয়, বরং রক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। কারণ দেশের উন্নয়ন মানে শুধু রাস্তা, দালান, সেতু নয়- দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষের মুখে হাসি, ঘরে উনুন জ্বালাতে পারার নিশ্চয়তাই প্রকৃত উন্নয়ন।

রশান রাম
ভাওলাগঞ্জ মোড়, হলদিবাড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৮০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৩৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

একটি চারাগাছ ও সবজান্তা এআই বন্ধু

কোনও কিছু জানার প্রয়োজন হলেই পড়ুয়ারা গুগল, এআই-এর দ্বারস্থ হয়ে পড়ছে। নিজে থেকে চিন্তার শক্তি কমছে।

পঙ্কজকুমার ঝা

কয়েক বছর আগের কথা। এখন আলিপুরদুয়ারের এক স্কুলে কর্মরত হলেও সেই সময় শিলিগুড়িতে এক নামী স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। একদিন ক্লাসে পড়ানোর সময় আমি একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম - 'তুমি কখনও চারাগাছ দেখেছ?' সে চোখ কুঁচকে উত্তর দিল, 'চারাগাছ মানে?' আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'মানে খুব ছোট একটি গাছ, যেটা মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুরিত হয়।' সে মাথা নাড়ল - 'না স্যর, কখনও দেখিনি!' সেদিন শুধু সেই নয় - তার পাশে বসে থাকা বেশিরভাগ বন্ধুও একইরকম উত্তর দিয়েছিল। তারা কোনওদিন চারাগাছ দেখেছে কি না তা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি। খুব অবাক হয়ে পড়েছিলাম। একজন শিক্ষার্থী, যাকে আমরা 'উন্নত শহরের আধুনিক ছাত্র' বলে গর্ব করি, কীভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে গুগলে তথ্য খুঁজতে হয় সেসব জানে কিন্তু মাটির গন্ধ কেমন তা তার জানা নেই। খুব ছোট অবস্থায় থাকা একটি গাছের দিকে তার তাকানোর সময়টুকুও নেই।

এর কিছুদিন পর আমি বালিচকের একটি গ্রামীণ স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখলাম, ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যায় অনেক বেশি, হয়তো প্রযুক্তিগত দিক থেকে তারা অনেক পিছিয়ে, কিন্তু তাদের চোখে ছিল জানার আগ্রহ, মনোযোগ, আর বইয়ের প্রতি ভালোবাসা। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটি আন্তরিক সম্পর্ক ছিল - সরাসরি, হৃদ্যতাপূর্ণ। তারা হয়তো চটজলদি কোনও তথ্য খুঁজে পায় না, কিন্তু পড়াশোনায় তাদের নিষ্ঠা চোখে পড়ার মতোই।

এই দুই অভিজ্ঞতা আমাকে ভাবতে বাধ্য করল, আমাদের বর্তমান শিক্ষা কি প্রযুক্তির আলোয় আলোকিত হচ্ছে, নাকি তার ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে শিক্ষার শিকড়? এক সময় আমরা পড়াশোনার জন্য বইয়ের পাতা ওলটাতাম। উত্তর খুঁজতে গিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতাম। লাইব্রেরির কোনায় বসে কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক অজানা তথ্য জানা হয়ে যেত, কৌতূহল তৈরি হত, মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকত। আজকের দিনে ছাত্ররা একটি প্রশ্ন পেলে সরাসরি গুগলে সার্চ করে, কয়েক সেকেন্ডেই রেডিমেড উত্তর পেয়ে যায়। আর একটু বড় করে কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে তো চ্যাটজিপিটি বা গুগল জেমিনির মতো এআই বন্ধুরা আছেই। একবার দ্বারস্থ হলেই হল, একেবারে হাতেগরম সার্ভিস। ভাবনা, অনুধাবন, বিশ্লেষণের আর সময় কোথায়!

আজ প্রযুক্তি আমাদের স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ও সৃজনশীলতাকে গ্রাস করেছে। শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করতে চায় না, প্রশ্ন বিশ্লেষণ করতে চায় না। তারা জানে এক ক্লিকেই সব উত্তর পাবে। এতে তাদের মস্তিষ্ক অলস হয়ে পড়ছে, চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে, মৌলিক দক্ষতার অবক্ষয় ঘটছে। তবে আমি কিন্তু প্রযুক্তির বিরোধিতা করছি না। আমরা শিক্ষকরা সবাই চাই, পড়ুয়ারা প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করুক, তাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করুক - কিন্তু প্রযুক্তির দাস হয়ে পড়াটা একদমই নাপসন্দ।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল তথ্য আহরণ নয়, বরং মানুষের মধ্যে মানবিক গুণ, বাস্তব জ্ঞান ও পরিবেশের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ সৃষ্টি করা। যদি আমার ছাত্র জীবনে কোনওদিন চারাগাছ না দেখে বড় হয়, মাটির গন্ধ না চেনে, তবে সে কেমন শিক্ষা পেল? এই শিক্ষা না থাকলে কিন্তু জীবন চিরকাল অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। আলিপুরদুয়ারে কর্মরত।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। নরম ও পাতলা রেশমি বস্ত্র ৪। মালিশ করতে লাগে ৫। মহিলাদের লাস্য বা ছলাকলা ৭। পর্ণমৃগ অথবা শাখামৃগ ৮। সুতোর কারুকাজ করা মাদুর ৯। লাল রংয়ের ঝাঁটিফুল ১১। যাচাই বা মূল্যায়ন করা ১৩। কেরোসিনের বাতি ১৪। আংশিক মানুষ, আংশিক পাখি ১৫। দেবতাদের ব্যঞ্জন।

উপর-নীচ : ১। কোনও কিছুর অসাধারণ গুণ বা প্রভাব ২। বলদ বা ষাঁড় ৩। কলকাতার কাছেই উত্তর ২৪ পরগনার পুরসভা শহর ৬। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ঐতিহাসিক অঞ্চল ৯। গণ্ডগোল করা যার স্বভাব ১০। কঠোর বিধিনিষেধ ১১। জমির মালিকানা সম্পর্কিত দলিল ১২। পার্বত্য এলাকার ভারবাহী প্রাণী।

সমাধান ■ ৪২২৫

পাশাপাশি : ১। আসবাব ৩। আলাপ ৫। সাফকবলা ৭। ককুদ ৯। পেটিকা ১১। প্রপিতামহ ১৪। তাজিম ১৫। দ্রাক্ষালতা।

উপর-নীচ : ১। আধ্যাত্মিক ২। বচসা ৩। আঙ্গিক ৪। পয়লা ৬। বাউটি ৮। কুলপি ১০। কাতরতা ১১। প্রণেতা ১২। তালিম ১৩। হরিদ্রা।

বিন্দুবিসর্গ

পাক মহিলাও বিহারে ভোটার

পাটনা, ২৪ অগাস্ট : বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিতর্ক যেন থামতেই চাইছে না। নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে ভাগলপুরে ২ জন পাকিস্তানি মহিলা নাগরিকেরও নাম রয়েছে। ১৯৫৬ সালে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের হাতে ভোটার কার্ডও রয়েছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধনে দুজনেরও নাম যাচাই করেছিল কমিশন। তারপরও ওই পাক মহিলা কীভাবে বিহারের ভোটার তালিকায় থেকে গেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ভাগলপুরের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ইতিমধ্যে তদন্তে নেমে ওই দুই মহিলার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দুই নাগরিকই বয়স্ক মহিলা। ভাগলপুরের ভোটার তালিকায় নাম থাকা ওই দুই বয়স্ক মহিলার একজনের নাম ইমরানা খানাম ওরফে ইমরানা খাতুন। তাঁর স্বামীর নাম ইবতুল হাসান। অপরজনের নাম ফিরদৌসিয়া খানাম। তাঁর স্বামীর নাম তফজিল আহমেদ। ওই দুজন মহিলা বর্তমানে থাকেন ভাগলপুরের ভিকানপুর গুমটির তিন নম্বর ট্যাংক লেনে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রে ড্রোন হামলা

মস্কো, ২৪ অগাস্ট : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি প্রচেষ্টা আপাতত বিশবাঁও জলে। এবার রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের কুরস্ক অঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ড্রোন হামলা চালাল ইউক্রেন। এমনই দাবি করেছে ক্রেমলিন। হামলায় বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলেও তা নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। মস্কো জানিয়েছে, হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। একটি ট্রান্সফর্মারের ক্ষতি হয়েছে। বিকিরণের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে আছে।

রবিবার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে ইউক্রেন। তার আগের দিনে হামলা চালাল কিভ। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেন শান্তি চায়। আমাদের ভবিষ্যৎ আমরাই নির্ধারণ করব। শত্রু দেশ আমাদের পারমাণবিককেন্দ্রে আঘাত হেনেছিল। তাতে তেল শোধনাগারগুলি পুড়ে যায়। আমরা আলো পাইনি। তাপ পাইনি। এবার ইউক্রেন আঘাত হেনেছে। শান্তি প্রচেষ্টার আবেদনে আমরা সাড়া পাইনি। ইউক্রেন জয়ী হয়নি ঠিকই, কিন্তু হারেওনি।

সোনমের জমি বরাদ্দ বাতিল

লে, ২৪ অগাস্ট : পরিবেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের স্বপ্নের প্রকল্প হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অলটারনেটিভ লার্নিং (হেইল)। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির জন্য ৫৪ হেক্টর জমি বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্রশাসিত লাদাখ প্রশাসন। ৪০ বছরের জন্য জমিটি হেইল কর্তৃপক্ষকে লিজ দেওয়া হয়েছিল। আচমকা সেই লিজ বাতিল করা হয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা লাদাখে। জমি বাতিলকে লাদাখের ওপর আঘাত বলে দাবি করেছে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। সরব হয়েছেন খোদ সোনম। তাঁর সাফ কথা, 'আমাকে নিশানা করা হয়নি। লাদাখকে আঘাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে লে অ্যাপেক্স বডি এবং কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

লাদাখ প্রশাসন অবশ্য সোনমের অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। লে-র উপকমিশনারের দপ্তর জানিয়েছে, যেসব শর্তে সোনমের প্রতিষ্ঠানকে জমি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি পূরণ হয়নি। সেই কারণে জমি ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই জমি থেকে যাবতীয় নির্মাণ সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।

বিয়ের প্রসঙ্গ

আরারিয়া, ২৪ অগাস্ট : ভারতীয় রাজনীতিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর বলাই যায়। তিনি কবে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন সেই জল্পনার অন্ত নেই। রবিবার আরারিয়ায় ভোটার অধিকার যাত্রায় ফের উসকে উঠল তাঁর বিবাহ প্রসঙ্গ। এদিন এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে এলজেপি(রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ানকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, চিরাগ পাসোয়ানকে আমার পরামর্শ হল উনি যেন বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেন।' তখন তাঁর পাশে বসে থাকা রাহুল গান্ধি স্মিত হেসে বলেন, 'এই কথাটি তো আমার ওপরও প্রযোজ্য।' রাহুলের কথা শুনে লালু-পুত্রের হাসিমুখে জবাব, 'আপনাকে তো এই কথাটি কবে থেকে বাবা বলছেন।' এবার দেখার রাহুল না চিরাগ, বিয়ের পিঁড়িতে কে আগে বসেন।

পালানোর চেষ্টায় পুলিশের গুলিতে জখম নয়ডায়

স্ত্রীকে পুড়িয়ে 'খুনে' ধৃত

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : গ্রেটার নয়ডার বাসিন্দা বিপিন ভাটির সঙ্গে নিকির বিয়ে হয়েছিল ২০১৬-তে। গত বৃহস্পতিবার সেই নিকিকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন প্রতিবেশীরা। গুরুতর আহত তরুণীকে হাসপাতালে

> খুনিদের গুলি করে মারা উচিত। এটা যোগীজির রাজ্য। যারা অভিযুক্ত, তাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক।
>
> **ভিখারি সিং পায়লা**
> *নিকির বাবা*

নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গ্রেটার নয়ডার সিরসা এলাকায়। নিকির পরিবারের দাবি, মেয়েকে পুড়িয়ে মেরেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

তাঁরা জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য নিকির ওপর অত্যাচার করত বিপিন ও তার পরিবার। মেয়ের পরিবারের কাছে ৩৬ লক্ষ টাকা পণ দাবি করেছিল তারা। টাকা পাওয়ার পরেও নিকিকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। একই কথা জানিয়েছে মৃতার নাবালক ছেলেও। তার দাবি, মায়ের ওপর কিছু তরল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রাণ বাঁচাতে জ্বলন্ত অবস্থাতেই বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন নিকি। সিঁড়ি দিয়ে তাঁর জ্বলন্ত অবস্থায় নেমে আসার সাক্ষী বেশ কয়েকজন। নিকির ওপর ভয়াবহ অত্যাচারের একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে বিপিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারির সময় এক পুলিশ আধিকারিকের পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল সে। তাকে ঠেকাতে পালটা গুলি চালায় পুলিশ। আহত অবস্থায় বিপিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার পায়ে গুলি লেগেছে। রবিবার বিপিনের মাকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তখন ছিল সুখের দিন। একফ্রেমে নিকি ও বিপিন। -ফাইল চিত্র

বিপিন ও তার পরিবারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন নিকির বাবা ভিখারি সিং পায়লা। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের কাছে জামাইয়ের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। নিকির বাবার কথায়, ওই খুনিদের গুলি করে মারা উচিত। এটা যোগীজির রাজ্য। যারা অভিযুক্ত, তাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। নয়তো আমরা অনশন করব। তিনি বলেন, 'বিপিন প্রথমে পণ হিসাবে স্করপিও দাবি করেছিল। আমরা সেটা দিয়েছিলাম। তারপর একটি বুলেট বাইক চায়। সেই দাবিও মেনে নিই। আমার মেয়ে পার্লার চালিয়ে ওদের সংসার চালাত। কিন্তু তারপরেও ওর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হত।'

পুলিশ সূত্রে খবর, নিকির বাবা কিছুদিন আগে একটি মার্সেডিজ কিনেছিলেন। সেই গাড়ির দিকেও জামাইয়ের নজর পড়েছিল। জামাই ছাড়াও তার মা, বাবা ও বোনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন ভিখারি সিং।

বিপিন অবশ্য স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। তার কথায়, 'পণের দাবি ঠিক নয়। আমি ওঁকে খুন করিনি। নিকি আত্মহত্যা করেছে।'

গণপতি বাপ্পা মোরিয়া... *গণেশ চতুর্থীর আগে প্যান্ডেলমুখী গণপতি। রবিবার মুম্বইয়ে।*

বিলে সইয়ের সময়, সুপ্রিম প্রশ্নে রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : রাজ্য বিধানসভায় কোনও বিল অনন্তকাল ধরে ফেলে রাখা নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজভবন। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল যদি রাজ্যপাল দিনের পর দিন ফেলে রাখেন এবং কোনও সিদ্ধান্ত না নেন, তাহলে সংবিধানের রক্ষক হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট নীরব হয়ে থাকবে?' বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের আগের নির্দেশের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছিল কেন্দ্র। সরকারের যুক্তি ছিল, রাজ্যপাল কোনও বিলে সই করবেন কি করবেন না, সেই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

জবাবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, 'রাজ্যপালের হাতে যদি কোনও একটি নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া থাকে এবং তিনি যদি সেটি বছরের পর বছর ফেলে রাখেন, তাহলে কি সেটি বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার এক্তিয়ারের বাইরে থাকবে? বিচারপতিদের প্রশ্ন, সংবিধান

> সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের যা যা করণীয় তা যদি তিনি না করেন, তাহলে আদালত কি ওই নিষ্ক্রিয়তা খতিয়ে দেখবে না?
>
> **সুপ্রিম কোর্ট**

অনুযায়ী রাজ্যপালের যা যা করণীয় তা যদি তিনি না করেন, তাহলে আদালত কি ওই নিষ্ক্রিয়তা খতিয়ে দেখবে না? গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রশ্নের মুখে পড়ে গেলে কিছুই বলবে না আদালত? রাজ্যপাল বিল ফেলে রাখলে একটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের করণীয় কী হবে? সেখানকার মানুষদেরই বা কী হবে?'

জবাবে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'রাজ্যপালকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার অর্থ সরকারের তিন বিভাগের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রয়েছে, তা হারিয়ে ফেলা। রাজ্যপাল ও রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে অচলাবস্থা তৈরি হলে তার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই হওয়া উচিত।' এর আগে শীর্ষ আদালত যেভাবে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৪টি সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করা হয়।

'রুশ তেল নিয়ে ভাবুক দিল্লি'

ওয়াশিংটন, ২৪ অগাস্ট : দেশের স্বার্থে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বাড়িয়েছে নয়াদিল্লি। এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে মোদি সরকার। তারপরেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের কড়া সমালোচনা করে ভারতীয় পণ্যে সর্বাধিক শুল্ক আরোপ করেছেন। শুল্ক আরোপের পরে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর দেশের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের নেত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিকি হ্যালি সতর্ক করে দিলেন।

রবিবার নিকি হ্যালি জানিয়েছেন, রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ব্যাপারে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বনিবনার যে অভাব ঘটেছে, তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলার পদক্ষেপ করুক নয়াদিল্লি। মোদি সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখুক। নিকি এক্স হ্যান্ডেলে এও লিখেছেন, 'বাণিজ্য নিয়ে মতবিরোধিতা, রুশ তেল আমদানির মতো বিষয়গুলি নিয়ে দু'দেশের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। চিনের মোকাবিলায় আমরা যেন আমাদের লক্ষ্য থেকে সরে না আসি।'

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বাড়ানোয় আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন তলানিতে। বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এখন অস্থিরতায় পূর্ণ।

পড়ুয়ার মৃত্যু

ইটানগর, ২৪ অগাস্ট : সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের। রবিবার ভোররাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে অরুণাচলপ্রদেশের শি-ইয়োমি জেলার তাতোয়। পুলিশ জানিয়েছে, আগুনে ঝলসে মারা গিয়েছে আট বছরের পড়ুয়া তাশি জেমপেন। আহত হয়েছে আরও তিন ছাত্র। যাদের বয়স আট থেকে ১১-র মধ্যে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

বাইকে রাহুল, চুমুতে বিড়ম্বনা

পাটনা, ২৪ অগাস্ট : মোটরবাইক চালানোর ইচ্ছা থাকলেও নিরাপত্তার কড়াকড়িতে সবসময় তা যে করতে পারেন না, সেই কথা একদা নিজের মুখেই স্বীকার করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। যদিও পরবর্তী সময়ে সেই প্রোটোকলকে সঙ্গে করেই লাদাখের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় স্পোর্টস বাইক নিয়ে সফরে বেরিয়েছিলেন তিনি। জনসংযোগের লক্ষ্যে হলেও সেই বাইক সফরের অনেকটাই ছিল অ্যাডভেঞ্চারমুখী। কিন্তু রবিবার ভোটার অধিকার যাত্রার অষ্টম দিনে বিহারের পূর্ণিয়া থেকে আরারিয়ায় পৌঁছে সেখানকার রাস্তায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা যেভাবে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বুলেট বাইক ছোটালেন, তাতে শাসক এনডিএ শিবিরের অস্বস্তি বাড়ল বই কমল না। রাহুলের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গ দিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

ভোটার অধিকার যাত্রার ফাঁকে এক চা দোকানির সঙ্গে রাহুল। রবিবার।

দু'জনেই বাহন হিসেবে বেছে নেন কালো রংয়ের বুলেট বাইক। মাথায় হেলমেট পরে রাহুল এবং তেজস্বী বাইক যাত্রা শুরু করেন। রাহুলের পিছনে বসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার। কংগ্রেস, আরজেডি, সিপিআই(এম-এল) লিবারেশনের কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই ওই বাইক মিছিলে শরিক হন। কেউ কেউ রাহুল-তেজস্বীর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়েও যান। বিরোধী মহাজোটের 'বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ'র এহেন 'ধুম' শো সামলাতে রীতিমতো গলদঘর্ম অবস্থা হয় তাঁদের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের। নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে এক অত্যুৎসাহী সমর্থক রাহুলের কাছে এগিয়ে আসেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন রাহুলের নিরাপত্তারক্ষী এসে তাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেন এবং চড় মারেন। অনেকে রাহুলের সঙ্গে করমর্দন করার চেষ্টা করেন। তখন খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। এহেন নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ নেওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছেন রাহুল।

পরে আরারিয়া সার্কিট হাউসে রাহুল, তেজস্বী, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে রাহুল বলেন, 'নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশনার এবং বিজেপির মধ্যে পার্টনারশিপ রয়েছে। খসড়া তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে এটা সত্যি। অথচ বিজেপি এটা নিয়ে কিছু বলছে না। কারণ পার্টনারশিপ রয়েছে।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন আমার কাছে হলফনামা চাইছে। অনুরাগ ঠাকুরও এই ধরনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হচ্ছে না। আমরা বিহারে কিছুতেই ভোট চুরি করতে দেব না।' অন্যদিকে তেজস্বী বলেন, 'নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। নরেন্দ্র মোদির থেকে এত মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী আর কেউ হননি। সমাজে বিষ ছড়াচ্ছেন ওঁরা।'

এদিন পূর্ণিয়ায় যাত্রা শুরুর সময়ও রাহুল, তেজস্বী, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেছিলেন। এসআইআরের নামে গরিবদের ভোট চুরির অভিযোগ তোলেন রাহুল। বিজেপি অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই ভোট চুরির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছে।

দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের পর কচিকাঁচাদের সঙ্গে নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা।

প্রথম নভশ্চর হনুমান : অনুরাগ

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : সদ্য দেশে ফিরেছেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রাখা প্রথম ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। তাঁকে এলাহি সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি গগনযান প্রকল্প এবং ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশনের মডিউলের মডেল প্রকাশ করে মহাকাশ গবেষণা ঘিরে জোর কদমে চর্চা শুরু হয়েছে ভারতে। কিন্তু এই উদ্দীপনার মধ্যেই বিতর্ক তৈরি করেছেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার একটি পিএম-শ্রী স্কুলে গিয়েছিলেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি জানতে চান, প্রথম মহাকাশযাত্রী কে ছিলেন। পড়ুয়ারা উত্তর দেন, নীল আর্মস্ট্রং। তখন হাসিমুখে অনুরাগ উত্তর দেন, 'আমার তো মনে হয় পবনপুত্র হনুমানই প্রথম মহাকাশচারী ছিলেন।' বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'আমরা বর্তমানকে নিয়েই ভাবছি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি, জ্ঞান, ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত না হই তাহলে ব্রিটিশরা আমাদের যেমনটা দেখিয়েছিল আমরা শুধুমাত্র সেটিই দেখব। আমি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুরোধ করব, পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শেখান।'

ঘটনা হচ্ছে, মহাকাশে প্রথম মানুষের নাম ছিল ইউরি গ্যাগারিন। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের এই নভশ্চর ১৯৬১ সালে মহাকাশে গিয়েছিলেন। মার্কিন নভশ্চর নীল আর্মস্ট্রং ছিলেন চাঁদের মাটিতে পা রাখা প্রথম মানব। গ্যাগারিন এবং আর্মস্ট্রংয়ের বিষয়টি অনুরাগ কেন পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরলেন না সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথম ভারতীয় মহাকাশযাত্রী রাকেশ শর্মা।

গগনযান প্রথম পরীক্ষা সফল

শ্রীহরিকোটা, ২৪ অগাস্ট : এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করল ভারতীয় গবেষণা সংস্থা ইসরো। গগনযান মিশনের প্যারাসুট ভিত্তিক ডিসেলারেশন সিস্টেমের পুরো প্রক্রিয়া দেখানোর জন্য প্রথম ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ড্রপ টেস্ট (আইএডিটি-০১) সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ইসরোর সঙ্গে পরীক্ষায় সহযোগিতা করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা, প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও, নৌবাহিনী ও দেশের উপকূল রক্ষীবাহিনী। পরীক্ষাটি ভারতের প্রথম মানব মিশন গগনযানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

গগনযান মিশনের লক্ষ্য হল তিনজন মহাকাশচারীকে ৪০০ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে তিনদিনের জন্য মিশনে পাঠিয়ে তাঁদের নিরাপদে ভারতীয় জলসীমায় অবতরণ করানো। এই মিশনে সাফল্য পেতে প্যারাসুট ভিত্তিক ডিসেলারেশন সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ক্রু মডিউলের গতি কমিয়ে নিরাপদে অবতরণ নিশ্চিত করে।

দোভালের ডেপুটি

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : ভারতের ডেপুটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হলেন অনীশ দয়াল সিং। ১৯৮৮ সালের মণিপুর ক্যাডারের এই আইপিএস আধিকারিক সিআরপিএফ এবং আইটিবিপির প্রাক্তন ডিজি। গত বছর ডিসেম্বরে তিনি অবসর নেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভালের ডেপুটি হিসেবে তাঁর হাতে থাকবে জম্মু ও কাশ্মীর, মাওবাদ এবং উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদের মতো দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সামলানোর দায়িত্ব।

শিকাগোয় নামছে সাঁজোয়া গাড়ি

ওয়াশিংটন, ২৪ অগাস্ট : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের পর শিকাগো। তারপর নিউ ইয়র্ক।

পেন্টাগন ওয়াশিংটনে সামরিক বাহিনী মোতায়েন আগেই করেছে। তার রেশ এখনও কাটেনি। এবার শিকাগোয় সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর। বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। অনেকেই বলছেন, এটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। আমেরিকার এক প্রথমসারির দৈনিক বলছে, শিকাগোর পর নিউ ইয়র্কেও সেনা মোতায়েন করা হবে।

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শিকাগোয় অপরাধ, অসামাজিক কাজকর্ম ও অবৈধ অভিবাসন রুখতে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের পদক্ষেপ করছেন। 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ বলা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ থেকেই মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগন শিকাগোতে সেনা মোতায়েনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। সেপ্টেম্বরেই কয়েক হাজার ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হবে শিকাগোতে।

ট্রাম্প শিকাগোর আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে শহরের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় শিকাগোর মেয়রকে 'অযোগ্য' বলে দাবি করে শুক্রবার জানান, শিকাগোর পরিস্থিতি ঠিক করাই তাঁর লক্ষ্য। প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনার কড়া সমালোচনা করেছেন শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন। ইলিনয় প্রদেশের গভর্নর প্রিটজকারও ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে অযৌক্তিক বলে দাবি করে স্থানীয় বাহিনী দিয়েই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে জানিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তোলপাড় হলেও ওয়াশিংটন কিংবা পেন্টাগন কেউই কোনও বিবৃতি দেয়নি।

'৭১ জটে পাক মন্ত্রীর কথায় আপত্তি ঢাকার

ঢাকা, ২৪ অগাস্ট : ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যাকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করবে পাকিস্তান। রবিবার ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিনে এমনই ইঙ্গিত দিলেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার। একধাপ এগিয়ে দাবি করলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যেসব অভিযোগ রয়েছে, সেগুলির সমাধান নাকি আগেই হয়ে গিয়েছে।

এদিন দুপুরে ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করেন ইসহাক দার। দেখা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে। ঢাকায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দার বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। যে বিষয়গুলিকে অমীমাংসিত বলে দাবি করা হচ্ছে, সেগুলি সমাধানের জন্য একবার নয়, দু'বার পদক্ষেপ করা হয়েছে। ১৯৭৪-এ প্রথমবার। ওই সময় দুই দেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষরিত রয়েছে। এরপর ২০০০ সালে জেনারেল পারভেজ মুশারফ বাংলাদেশে

ইসহাক দার (বাঁদিকে) ও মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সামনে চুক্তি স্বাক্ষর।

এসে খোলামনে বিষয়টির সমাধান করেছেন।' তবে দু'বার পাকিস্তানের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দেননি ইসহাক দার। তাঁর কথায়, 'আমি মনে করি, পরিবারের মধ্যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনও কিছুর একবার সমাধান হলে, সেটা হয়ে গিয়েছে।' বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, '৫৪ বছরের অমীমাংসিত সমস্যা একদিনে সমাধান হবে এমন প্রত্যাশা কেউ করবে না। দু'পক্ষ একমত হয়েছে যে, এই বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে যাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথে বাধা না হয়।'

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) জুড়ে গণহত্যা চালিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান (এখন পাকিস্তান) থেকে আসা বাহিনী। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল রাজাকার বাহিনী। পাক সেনা ও রাজাকারদের হাতে হাজার হাজার মহিলা ধর্ষিত এবং খুন হয়েছিলেন।

> **ভিসাহীন সফরের ছাড়পত্র কূটনীতিকদের**

শেষপর্যন্ত ভারতের সেনা বাংলাদেশে ঢুকে পাক বাহিনীকে পরাজিত এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বাংলাদেশ। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। পরাজিত হয়েও বাংলাদেশে গণহত্যা নিয়ে এখনও পর্যন্ত ক্ষমা চায়নি পাকিস্তান। বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারেও পদক্ষেপ করেনি। তারপরেও মৌলবাদী প্রভাবিত মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক পাক মন্ত্রী, সেনাকর্তা ও আইএসআইয়ের আধিকারিক বাংলাদেশ সফর করছেন। ইসহাক দারের ঢাকায় আসা সেই ধারাবাহিকতার অঙ্গ।

পাক উপপ্রধানমন্ত্রীর চলতি সফরে দু-দেশের মধ্যে একটি চুক্তি ও ৬টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে দুই দেশের আধিকারিক ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি, বাণিজ্য বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির মধ্যে সহযোগিতা, রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সঙ্গে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা।

লেপ্টোস্পাইরোসিস

রোগ শনাক্তকরণ জরুরি

উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার আগে উত্তরবঙ্গে চোখ রাঙাচ্ছে লেপ্টোস্পাইরোসিস। রোগটি আমাদের কাছে অচেনা হলেও ধীরে ধীরে এটি প্রভাব বিস্তার করছে। প্রথমে রাজগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে দেখা গেলেও এখন শহর সংলগ্ন এলাকাতেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। বেশিরভাগেরই চিকিৎসা চলছে। রোগটি আদতে কী, কেন হয়, কীভাবে ছড়ায়, কতটা ক্ষতি করে প্রভৃতি বিষয়ে জানালেন ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং ট্রপিক্যাল মাইক্রোবিয়াল ডিজিজ স্পেশালিস্ট **ডাঃ অমিতাভ নন্দী**

▶▶ প্রাথমিক পরিচয়

লেপ্টোস্পাইরোসিস একটি অসুখ যার কারণ একটি স্পাইরোকিট জীবাণু। এর চেহারা প্যাঁচানো, অনেকটা কর্ক স্ক্রুয়ের মতো। এরা ব্যাকটিরিয়া সমগোত্রীয়। এই স্পাইরোকিট মানুষের মধ্যে যে অসুখটি সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় লেপ্টোস্পাইরোসিস। এর ২২ রকমের প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে ১০টি প্রজাতি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ করে। এরমধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক লেপ্টোস্পাইরা ইক্টেরোহেমারেজিআই।

রোগটি সারাবছর দেখা যায় এমন নয়, বছরে কোনও কোনও সময় কোনও কোনও রাজ্যে দেখা যায়। প্রধানত বেশি দেখা গিয়েছে কেরল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে। এখন পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশাতেও দেখা যাচ্ছে।

▶▶ কোন প্রাণীর মধ্যে থাকে

এই রোগটিকে আদতে জুনোসিস বলা হয়, অর্থাৎ এটা প্রাণীজগতের অসুখ। মানুষ ঘটনাচক্রে এসব সংক্রামিত প্রাণীর সংস্পর্শে এসে নিজে সংক্রামিত হয়ে যায়। সাধারণত এরা সবচেয়ে বেশি ধেঁড়ে ইঁদুরের মধ্যে থাকে, যেগুলি কি না মাঠেঘাটে, নালা-নর্দমায় বা মাটির নীচে গর্ত করে থাকে। এই ইঁদুরের কিডনির মধ্যে যে সরু সরু মূত্রনালিগুলো আছে তার মধ্যে জীবাণুটি থাকে। সেখান থেকে প্রস্রাবের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। এছাড়া গৃহপালিত পশু যেমন কুকুর, গোরু, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর এবং ঘোড়ার মধ্যেও এই জীবাণু পাওয়া যায়। কিন্তু এসব প্রাণী বিশেষ করে ইঁদুরের মধ্যে লেপ্টোস্পাইরা জীবাণু কোনও অসুখ সৃষ্টি করে না। তাই এদের লেপ্টোস্পাইরার রিজার্ভার বলা হয়। অন্যদিকে, গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গর্ভপাতের কারণ হওয়াতে পশু পালনের কাজে প্রভূত ক্ষতি হতে পারে।

▶▶ মানুষের মধ্যে ছড়ায় কীভাবে

উল্লিখিত কোনও প্রাণীর প্রস্রাব যদি মানুষের শরীরে লাগে তখনই সংক্রমণটা হয়। কুকুর, ইঁদুর হোক বা গোরু, এরা যত্রতত্র পায়খানা-প্রস্রাব করে পরিবেশ দূষিত করছে। খেয়াল করে দেখবেন, বর্ষাকালে রোগটা বেশি হয়। কারণ, বৃষ্টির জলে ওই পায়খানা-প্রস্রাব ধুয়ে হয়তো মাটিতে বা চাষের খেতে মিশছে কিংবা পুকুরে গিয়ে পড়ছে। কেউ পুকুরে ডুব দিল, চোখ বা নাক-মুখের ভেতর দিয়ে জীবাণু শরীরে ঢুকে গেল। শহরের ক্ষেত্রে বৃষ্টি হলে জল জমছে। সেই জলে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ওই জীবাণুও থাকছে। এক হাঁটু জল ভেঙে যখন যাতায়াত করছেন এবং শরীরের কোথাও বিশেষ করে পায়ে যদি কোনও আঁচড় বা কাটাছেঁড়া থাকে, তাহলে সেখান দিয়ে জীবাণুটি ঢুকতে পারে। এমনকি সুইমিং পুলেও স্পাইরোকিট থাকে।

▶▶ কোন অঙ্গের ক্ষতি করে

এই জীবাণুটি প্রাথমিভাবে প্রধানত তিনটি অঙ্গের ক্ষতি করে - লিভার, কিডনি এবং ফুসফুস।

▶▶ উপসর্গ

সংক্রমণের প্রায় ১০ দিন পরে উপসর্গ প্রকাশ পায়। জ্বর, সঙ্গে খুব মাথাব্যথা হয়, বমিবমি লাগে, গায়ে র‍্যাশ বেরোয়, ডেঙ্গির মতো হেমারেজিক র‍্যাশও হতে পারে।

▶▶ বিশেষ লক্ষণ

চোখের সাদা অংশে রক্ত জমাট বাঁধার মতো লাল হয়ে যায়। এই লক্ষণ দেখলে প্রায় ৬০ শতাংশ রোগীকেই সম্ভাব্য লেপ্টোস্পাইরোসিস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই অবস্থায় সঠিক চিকিৎসা না হলে অবস্থা জটিল হতে পারে।

▶▶ জটিলতা

বমি হতে থাকে। লিভার খারাপ হয়। ফলে জন্ডিস হতে পারে এবং সেটা মারাত্মক আকার নিতে পারে। গুরুতর ঘটনায় লিভার ফেলিওরও হতে পারে, যাকে হেপাটিক ফেলিওর বলে। সেইসঙ্গে কিডনির ক্ষতি হয়, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বেরোয়। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষরণ হয়। রক্তক্ষরণ বেশি দেখা যায় ফুসফুসের মধ্যে। এতে কারও খুব কাশি হলে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে থাকে। এছাড়া প্রস্রাব কমে যেতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মেনিনজাইটিসের উপসর্গ দেখা দেয়। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমাট বাঁধার মতো র‍্যাশ বেরোয়।

▶▶ রোগনির্ণয়

এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রধানত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই রোগটি ধরা পড়ে। পরিস্থিতি জটিল হলে আরও অন্যান্য পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলো গ্রামগঞ্জে তো বটেই, সাধারণ জেলা স্তরেও করা সম্ভব নয়। বড় ল্যাবরেটরি ছাড়া হয় না। তবে র‍্যাপিড অ্যালাইজা বা র‍্যাপিড কিট টেস্টের মাধ্যমেও রোগনির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সবার আগে সন্দেহটা করতে হবে। রোগটি যদি সঠিক সময়ে ধরা না পড়ে তাহলে মৃত্যুর হার কখনো-কখনো ৫৫-৬০ শতাংশ হতে পারে। জ্বর বা জন্ডিস হলে রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।

▶▶ ভুল যেখানে হয়

এই রোগের উপসর্গ অন্য রোগ যেমন- ডেঙ্গি, টাইফয়েড, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ভাইরাল হেমারেজিক ফিভারের সঙ্গে অনেকটা মেলে। এছাড়া জন্ডিসের সঙ্গেও এর সামঞ্জস্য থাকে। তাই অন্য রোগের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলা খুব সহজ। এই কারণে চিকিৎসা করতে দেরি হয়।

▶▶ চিকিৎসা

স্বল্পমূল্যের বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে এবং রোগী ভালো হয়ে যান। বিশেষ লক্ষণ বুঝে চিকিৎসা শুরু করার পাশাপাশি কিছু সহায়ক পরীক্ষা নিয়মিত করা উচিত। যেমন, প্রস্রাবে কতটা রক্ত বেরোচ্ছে জানতে নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত। যদি রক্ত বেরোনো কমতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে চিকিৎসায় সাড়া মিলছে। এখানেই নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

▶▶ কিছু উল্লেখযোগ্য ছোট আকারের মহামারি

২০০২ সালে মুম্বইতে যখন বর্ষার জল জমেছিল, সেই সময় জল ভেঙে যাতায়াত করার ফলে কয়েকশো মানুষের এই অসুখটি হয়েছিল। এখন কলকাতা শহরেও মাঝেসাঝে একটা-দুটো পাওয়া যায়। এছাড়া ২০০২ সালে বারিপদাতেও প্রায় ২০০ জনের মধ্যে রোগটি ধরা পড়ে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগটি সন্দেহ করতে পেরেছিলেন বলে দু'সপ্তাহের মধ্যে রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিল। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরদারি সবথেকে বড় কাজ।

▶▶ কাদের ঝুঁকি রয়েছে

যাঁরা খেতে চাষ করতে যাচ্ছেন, জলাধারে বা পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছেন, ক্যানালে যাচ্ছেন, প্রাণী চিকিৎসক, ল্যাবরেটরি কর্মী, নালা-নদর্মার সাফাইকর্মী, যাঁরা ঘোড়ার পরিচর্যা করেন, শুয়োর-ছাগল-ভেড়া-গোরু পালনকারীদের এই রোগের ঝুঁকি রয়েছে।

▶▶ আবার হতে পারে কি না

একবার জ্বর হওয়ার পর ওষুধ খেয়ে কমে গেলে চার-পাঁচদিন পর ফের জ্বর আসতে পারে। সেটা ঠিক হয়ে যেতে পারে বা খারাপ কিছুও হতে পারে। কিন্তু একবার পুরোপুরি সেরে গেলেও পরবর্তীকালে নতুন সংক্রমণের আশঙ্কা থাকেই।

▶▶ প্রতিরোধ

এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত নয় যে, চামড়ায় কাটাছেঁড়া না থাকলেও স্পাইরোকিট স্বাভাবিক চামড়া ফুটো করে ঢুকে যেতে পারে কি না। তবে তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে, স্বাভাবিক চামড়ায় তারা ঢুকতে পারে। সুতরাং, মাঠেঘাটে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা দূষিত জল থেকে সতর্ক থাকবেন। জ্বর এলে নিজেই ডাক্তারি না করে চিকিৎসকের কাছে যাবেন এবং সমস্যা বিস্তারিত জানাবেন। এর কোনও প্রতিষেধক হয় না এবং আগাম কোনও ওষুধ খেয়েও একে আটকানো যায় না।

সমস্যা যখন বার্নআউট

ঘুম ভাঙার পরেও কি আপনি ক্লান্ত? ঘুম কম হয়নি, তবুও মন চাইছে না উঠে বসতে। আপনি হয়তো অলস নন, কিন্তু শরীর-মন দুটোই যেন অচল। অফিস, মিটিং, রান্না, বাচ্চার পড়া, বাবা-মায়ের দায়িত্ব, ই-মেল বা মেসেজের জবাব, মাস গেলে ইএমআই- সবই চলছে, কিন্তু যেন আপনিই নেই সেখানে। আপনি চলছেন কোনও এক যন্ত্রমানবের মতো। যদি আপনার অবস্থা এমন হয় তাহলে আপনি হয়তো বার্নআউটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। লিখেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ ত্বিষাম্পতি নস্কর**

দীর্ঘদিনের ক্রমাগত চাপ, মানসিক-শারীরিক ক্লান্তির চরম পরিণতি বার্নআউট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বার্নআউটকে পেশাগত মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি শুধু কাজের দক্ষতা নয় পারস্পরিক সম্পর্ক, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এবং শেষমেশ জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ ও অর্থহীন। এখন এই সমস্যা শুধু কর্পোরেট দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়, ছাত্রছাত্রী, গৃহবধূ, ডাক্তার, নার্স এমনকি কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহকারীরাও এখন বার্নআউটের শিকার। ভারতীয় পরিসংখ্যানে যে তথ্য উঠে এসেছে তা রীতিমেতা উদ্বেগজনক। প্রায় ৬২ শতাংশ কর্মচারী বার্নআউটের উপসর্গের সম্মুখীন হন, যা বিশ্বব্যাপী গড়ের প্রায় তিনগুণ।

কারণ

কর্মস্থলের চাপ : ভারতের অনেক অফিসে কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ১০-১২ ঘণ্টা কাজ, মধ্যরাতে কল, সাপ্তাহিক ছুটিতেও মিটিং, ঊর্ধ্বতনদের স্বীকৃতির অভাব, হঠাৎ করে কাজ হারানোর ভয়- এসবই ক্রমাগত চাপ তৈরি করতে থাকে। এই কর্মসংস্কৃতিতে ব্যক্তিগত জীবন হয়ে যায় ঊহ্য। 'কাজের মধ্যে আছ তো বেঁচে আছ' - এই ধরনের ভাবনা ঢুকে যায় আমাদের মজ্জায়।

পড়াশোনার চাপ : আমাদের দেশে বার্নআউট শুধু বড়দের সমস্যা নয়, ছোটদের মধ্যেও দেখা যায়। হাজারো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, কোচিং ক্লাস, অভিভাবকদের প্রত্যাশা- এসব একত্রে কিশোর মন ও শরীরের উপর প্রবল চাপ ফেলে। কৈশোরের প্রাণোচ্ছলতা, অপরিসীম প্রাণশক্তির পরিবর্তে তারা ধুঁকছে বিষণ্ণতা, ঘুমের সমস্যা ও আনন্দহীনতায়।

ঘরের কাজে ক্লান্তি : গৃহবধূদের ক্ষেত্রে সারাদিনের অগুনতি দায়িত্ব যেমন, রান্না করা, কাপড় কাচা, বাচ্চার দেখাশোনা থেকে, মা-বাবা, অতিথি- সবটাই প্রায় একাই সামলাতে হয়। সেই অনুপাতে বিশ্রাম বা স্বীকৃতি তাঁরা পান না। এই 'অদৃশ্য শ্রম' বার্নআউটের অন্যতম প্রধান কারণ।

স্বাস্থ্যকর্মীদের মানসিক ধকল : ডাক্তার, নার্স, থেরাপিস্টরা অন্যের সুস্থতার জন্য লড়েন। কিন্তু নিজেদের ভালো থাকাটা যে লড়াইয়ের প্রথম ধাপ সেটা তাঁরা অনেক সময় ভুলে যান।

সামাজিক সংস্কার ও মানসিকতার প্রভাব : অনেক ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় 'অভিযোগ কোরো না'। ফলে মানসিক চাপকেই স্বাভাবিক মনে করা, 'না' বলতে না পারা, সাহায্য চাইতে লজ্জা পাওয়া, নিজের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করা - এই সবকিছু বার্নআউটকে আরও গভীর করে তোলে।

লক্ষণ

মানসিক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- ক্রমাগত ক্লান্তি, বিরক্তি, রাগ, হতাশা, কাজ বা জীবনের প্রতি উদাসীনতা, আত্মবিশ্বাস হারানো, পছন্দের কাজে আনন্দ না পাওয়া প্রভৃতি। অন্যদিকে, শারীরিক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- মাথাব্যথা, হজমের সমস্যা, ব্যথা, ঘুমে ব্যাঘাত। এছাড়া আচরণগত লক্ষণ যেমন কাজ ফেলে রাখা, অফিস এড়িয়ে যাওয়া, কাজের গতি কমে যাওয়া, একা থাকতে চাওয়া, সম্পর্ক এড়িয়ে চলা প্রভৃতি দেখা যায়।

মোকাবিলা কীভাবে করবেন

কাজের থেকে শুধু ছুটি নিলেই বার্নআউটের সমস্যা মিটবে না। প্রয়োজন সচেতনতা, অভ্যাসের পরিবর্তন, পদ্ধতিগত সমর্থন এবং নিজের প্রতি ভালোবাসা।

প্রথমে বুঝুন, আপনার বার্নআউট হচ্ছে কি না। প্রয়োজনে নিজেকে প্রশ্ন করুন - পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও আপনার কি সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগছে? সকালে ওঠার সময় কি সারাদিনের কাজ নিয়ে আপনার মনে আতঙ্ক কাজ করছে? আপনি কি আগের মতো আর সামাজিক নেই? জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে দেহ ও মনকে বিশ্রাম দিন। যোগ, প্রাণায়াম ও ধ্যান করুন। প্রাতরাশে প্রোটিনযুক্ত খাবার খান। বিকেলের পর চা-কফি খাওয়া কমান, চিনি ও ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলুন। রাতে ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমোন। প্রতিদিন ২৫ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন।

পাশাপাশি লক্ষ্য করুন, কোন কোন কাজ আপনাকে ক্লান্ত করছে? অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো বাদ দিন। জরুরি কাজ, বিশ্রাম এবং আনন্দ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখুন।

সব কাজ আপনি একা করবেন না। বিনীতভাবে 'না' বলতে পারা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত উপকারী। দায়িত্ব ভাগ করে নিন।

ফোনের স্ক্রিন থেকে বিরতি নিন। রাত ৮টার পর ই-মেল দেখা বন্ধ করুন। সপ্তাহে একদিন স্ক্রিন ফ্রি দিন রাখুন। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমিত করুন।

সামাজিক সংযোগ ফিরিয়ে আনুন। বন্ধুদের, পরিজনকে ফোন করুন, পুরোনো শখ ফিরিয়ে আনুন। আড্ডা মারুন, গল্প করুন। সব মিলিয়ে নিজের মনের কথা বলতে পারার মতো ছোট সাপোর্ট সার্কেল বানান।

কিছু ভুল ধারণা

ধারণা	বাস্তব
শুধু কর্পোরেট কর্মীদের বার্নআউট হয়	ছাত্র, গৃহবধূ থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষের বার্ন আউট হতে পারে
অনেকেই বলেন, 'ও কিছু না, এমনি ঠিক হয়ে যাবে'	দীর্ঘস্থায়ী বার্নআউট বিষণ্ণতা, হৃদরোগ ও বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার কারণ হতে পারে
ভালো কর্মীরা কখনও অভিযোগ করেন না	স্বাস্থ্যকর সীমা মানা মানে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া
মানসিক চিকিৎসা দুর্বলদের জন্য	মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয়

বার্নআউট কোনও দুর্বলতা বা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়। এটি আপনার মস্তিষ্ক ও দেহের বিপদসংকেত। প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। চিকিৎসা করান। স্বাভাবিক কথোপকথন, সাহায্য চাওয়া এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি শুধু কাজের জন্য নয়, ভালোভাবে বাঁচার জন্য বাঁচুন।

ছোট্ট তারা

আলিপুরদুয়ারের ময়ূরাভ সরকার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি সে দাবা খেলায় পারদর্শী। বিভিন্ন জায়গায় দাবা প্রতিযোগিতায় এই খুদে পুরস্কার পেয়েছে।

উচ্চতম মণ্ডপ বিবেকানন্দ ক্লাবের

এল এল পুজো এল

কলকাতার সেই সবথেকে বড় দুর্গার কাহিনী মনে আছে? সেই পুজো দেখতে এমন ভিড় আর হুড়োহুড়ি হয়েছিল যে, নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রতিমা দর্শন বন্ধই করে দিতে হয়েছিল কার্যত। মোদ্দা কথা, যত বেশি বড়, দর্শনার্থীদের কাছে তত বেশি আকর্ষণীয়। এবার স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব হাঁটছে সেই বড় আকর্ষণের পথেই। তারা বানাচ্ছে সবথেকে উঁচু মণ্ডপ। খোঁজ নিলেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : এশিয়া মহাদেশের অন্যতম উঁচু বুদ্ধ মন্দির হল ব্যাংককের ওয়াট অরুণ বুদ্ধ মন্দির। এবার সেই ওয়াট অরুণ বুদ্ধ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ বানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব শহরবাসীকে চমকে দিতে চাইছে। আর উদ্যোক্তাদের দাবি, তাঁদের মণ্ডপই হতে চলেছে এবছর শহরের সব থেকে উঁচু মণ্ডপ। এবারে তাদের বাজেট ৫০ লক্ষ টাকা।

এবছর স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের মণ্ডপ হবে ১২০ ফুট উঁচু। আর সুউচ্চ সেই মণ্ডপ তৈরিতে লাগছে প্রায় ৫,০০০ বাঁশ। হঠাৎ কেন ওয়াট অরুণ বুদ্ধ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ বানানোর ভাবনা? উদ্যোক্তারা জানালেন, অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের পক্ষে সেই মন্দিরের ভাস্কর্য থেকে শুরু নানা নিখুঁত কাজ চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হবে না। ব্যাংককের চাও ফায়রা নদীর পশ্চিম প্রান্তে থোনবুরি এলাকার ওই মন্দিরের স্থাপত্য দর্শনার্থীদের দেখানোর জন্য এই মন্দিরকে বেছেছেন ক্লাবকর্তারা।

বাস্তবের সেই মন্দিরের উচ্চতা ২৬০ থেকে ২৭০ ফুট। আর বিবেকানন্দ ক্লাবের মণ্ডপের উচ্চতা তার প্রায় অর্ধেক।

ওই ক্লাবের সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমাদের ক্লাব প্রতিবারই নতুন কিছু থিমের মণ্ডপ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে। এবারেও আকর্ষণীয় থিমের মণ্ডপ হচ্ছে আমাদের। পাশাপাশি আরও কিছু চমক থাকছে।'

বর্তমানে কাঠের কাজের সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপের ভেতরে কাজও শুরু হয়েছে। পথচলতি অনেকেই সেই কাজ দেখে যাচ্ছেন। প্লাই, বাঁশ, কাঠ, শঙ্খ, কড়ি, ঝিনুক সহ আরও নানা উপাদান দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মণ্ডপের সামনে থাকবে ফোয়ারা। সাবেকি ধাঁচের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে নোনাই পালপাড়ায়। তার উচ্চতা ১৪ ফুট। সাবেকি ধরনের হবে। আর প্রতিমা সাজানোর গয়না আসবে কলকাতা থেকে। ২টি তোরণ সহ আরও আলোকসজ্জা থাকবে।

আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর এই মণ্ডপে আসবে প্রতিমা। অষ্টমী ও নবমীতে ২ কুইন্টাল চাল-ডালের খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হবে। চমক থাকতে চলছে বিসর্জনের শোভাযাত্রায়ও। এছাড়া, পুজোর দিনগুলিতে ছোট থেকে বড়, সব ক্লাব সদস্যের জন্য একটা ড্রেস কোড রাখা যায় কি না, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে।

রথযাত্রার দিন মণ্ডপ নির্মাণকাজের সূচনা হয়েছে। গৌতম মাইতি, মোহন বাগ, শুভঙ্কর দাসের মতো শ্রমিকরা মিলে দিনে ১৩ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করছেন। ক্লাবের মহিলা সদস্য পিংকি দে, শুক্লা গুহ, লক্ষ্মী বিশ্বাস সকলেই জানালেন, পুজোর কয়েকদিন তাঁরা ক্লাবের পুজো নিয়েই মেতে থাকেন। দর্শনার্থী সকলের ভালো লাগলেই নাকি তাঁদের পুজো ভালো কাটে।

খুঁটিনাটি

- স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের মণ্ডপ হবে ১২০ ফুট উঁচু
- সুউচ্চ সেই মণ্ডপ তৈরিতে লাগছে প্রায় ৫,০০০ বাঁশ
- রথযাত্রার দিন মণ্ডপ নির্মাণকাজের সূচনা হয়েছে
- অষ্টমী ও নবমীতে ২ কুইন্টাল চাল-ডালের খিচুড়ি ভোগ

যুব সংঘ কালীবাড়িতে ভলিবল অনুশীলন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কাদায় আটকে ভলিবলের সুদিন

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : স্থায়ী ভলিবল কোর্ট সহ একাধিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দাবি করছেন আলিপুরদুয়ারের ভলিবল খেলোয়াড় থেকে শুরু করে প্রশিক্ষকরা। বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে অনেকদিন হল। বৃষ্টির পরিমাণ অন্যবারের থেকে কম হলেও মাঝে মাঝে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে ভলিবলের কোর্টগুলো জলের তলায় থাকছে। কোথাও আবার জল না জমলেও কাদা জমেছে। যার ফলে অনুশীলনে অসুবিধায় পড়ছেন জেলার ভলিবল খেলোয়াড়রা। আর এই বর্ষায় অনেক খেলাই প্রায় বন্ধ হয়ে যায় বৃষ্টিপাতের জন্যে। কেননা মাঠ ভেজা থাকলে খেলা অসম্ভব হয়ে যায়। এই সমস্যা ভলিবল খেলায় আরও প্রকট। আলিপুরদুয়ারে ২ থেকে ৩ জায়গায় ভলিবল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। জংশন লাগোয়া একটি ভলিবল কোর্ট জলের তলায় থাকায় বেশ কয়েকদিন ধরে অনুশীলন বন্ধ।

এক সময় আলিপুরদুয়ারে পাড়ায় পাড়ায় ভলিবল খেলা হত। খুবই জনপ্রিয় ছিল ভলিবল। কিন্তু বর্তমানে সেই ছবি দুর্লভ। আলিপুরদুয়ারে ২ থেকে ৩ জায়গায় ভলিবলের প্রশিক্ষণ হয়। তবে বর্ষায় কোর্ট জলের তলায় থাকায় কোথাও কোথাও অনুশীলন বন্ধ। তাই স্থায়ী ভলিবল কোর্টের দাবি তুলেছেন ভলিবল খেলোয়াড়রা। আর তা নাহলে বর্ষায় অনুশীলন সম্ভব নয়। শুধু স্থায়ী কোর্টই একমাত্র সমাধান নয়। পাশাপাশি পরিকাঠামোগত পরিবর্তনও চাইছেন খেলোয়াড়রা। যাতে খেলায় ব্যাপক বদল আসতে পারে। এমনিতেই প্রতি বছর জেলা তথা রাজ্য পর্যায়ে আলিপুরদুয়ারের ভলিবল খেলোয়াড়রা খেলতে যান। বাইরের দলের সঙ্গে ভালো খেলতে হলে পরিকাঠামোগত পরিবর্তনও চাইছেন তাঁরা। খেলার জন্য পর্যাপ্ত নেট, ফেন্সিং নেট, বল, কোন, প্যাড ইত্যাদিরও প্রয়োজন রয়েছে। বল মেশিন সহ ফিটনেসের জন্য জিমের দাবি করেছেন খেলোয়াড়রা। বর্তমানে জেলায় ৫০ জনের মতো খেলোয়াড় রয়েছেন।

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ভলিবল খেলছেন রাজেশ দাস। রাজেশ বলছেন, 'বর্তমানে আমরা যুব সংঘ কালীবাড়ির মাঠে অনুশীলন করছি। মাঠের উঁচু দিকে কোর্ট হওয়ায় অতি বৃষ্টি না হলে খেলা যায়। আলিপুরদুয়ারের ভলিবলের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা দরকার।' শুধু রাজেশ নন, অমন বাসফোর, কৌশিক মোদক, উদয় বাসফোর, মনোজ ডোমের মতো খেলোয়াড়রাও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি করেছেন। অমনের কথায়, 'পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হলে আমরা আরও ভালো খেলতে পারব জেলার হয়ে। বাইরের দলের সঙ্গে ভালো খেলতে হলে বল মেশিন সহ একাধিক জিনিস দরকার।'

এবিষয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল সাব-কমিটির সচিব ভাস্কর সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'আমাদের অবশ্যই স্থায়ী ভলিবল কোর্ট দরকার। তাতে অনেক সমস্যা মিটবে। পাশাপাশি পরিকাঠামোগত অনেককিছু দরকার। এতে খেলোয়াড়দের সমস্যা মিটবে।'

জংশনের এলাকার যুব সংঘ কালীবাড়ির সভাপতি দিলীপকুমার রায় জানালেন, মাঠের উঁচু দিকে ভলিবল কোর্ট হওয়ায় অতি বৃষ্টি না হলে জল জমে না। তাতে অনুশীলন বজায় থাকে। কিন্তু টানা বৃষ্টি হলে জল জমে যায় কোর্টে। যুব সংঘের সম্পাদক অলোক কর্মকারের কথায়, 'কোর্টে জল জমায় এখন অনুশীলন বন্ধ রয়েছে। এটি একটি অন্যতম সমস্যা। আমাদের এখানে মেয়েদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।'

আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ বলছেন, 'এক সময় আলিপুরদুয়ারে পাড়ায় পাড়ায় খেলা হত। কিন্তু কোনও কারণে সেই চল অনেকটা কমেছে। কিন্তু খেলোয়াড়দের অনুশীলনের জন্য স্থায়ী ভলিবল কোর্টের দাবি দীর্ঘদিনের। খেলাধুলোর জন্য একটা কম্পোজিট আউটডোর স্টেডিয়াম যেখানেই হোক না কেন সেখানে অন্যান্য খেলার মতো ভলিবলের জন্য স্থায়ী কোর্ট হোক তাহলে সারাবছর অনুশীলন করতে পারবে।'

সমস্যা কোথায়

- আলিপুরদুয়ারে ২ থেকে ৩ জায়গায় ভলিবলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে
- বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায় ৫০ জনের মতো খেলোয়াড় রয়েছেন
- বর্ষায় কোর্ট জলের তলায় থাকায় ভলিবলের প্রায় অনুশীলন বন্ধ
- স্থায়ী ভলিবল কোর্টের দাবি তুলেছেন ভলিবল খেলোয়াড়রা

ডুবে মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : রবিবার বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক তরুণের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বাবলা দে। বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। তিনি আলিপুরদুয়ার শহরের দেবীনগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। রবিবার কালচিনি ব্লকে ডিমা নদীর ধারে বনভোজনে গিয়েছিলেন।

দুপুরের দিকে বাবলা ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নদীতে স্নানের জন্য নামেন। সেই সময় আচমকাই নদীর স্রোতে তলিয়ে যান বাবলা। প্রথমে বন্ধুরা চেষ্টা করলেও তাঁকে উদ্ধার করতে পারেননি। পরে স্থানীয়রা মিলে তাঁকে নদী থেকে তোলেন। দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা বাবলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা বলেছেন, 'তদন্ত চলছে।'

ফুড ফর অল

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কামাখ্যাগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের তরফে সেবামূলক কর্মসূচি 'ফুড ফর অল' আয়োজিত হল। রবিবার কামাখ্যাগুড়ি আশ্রয় ভবনে ১৫৫ জনকে বিনামূল্যে দুপুরের খাবার তুলে দেওয়া হয়। লায়ন্স ক্লাবের অন্যতম সদস্য অনন্যা সাহা ও সদস্য পার্থ দে এদিনের কর্মসূচিতে আর্থিক সহযোগিতা করেন। কামাখ্যাগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি অরূপরতন সাহা বলেন, 'এই ফুড ফর অল প্রকল্প আগামীদিনেও এভাবে চলবে। লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থাকবেন।'

রক্তদান

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : রবিবার সুভাষ ইউনিটের উদ্যোগে সূর্যনগর এলাকায় রক্তদান শিবির কর্মসূচি পালন করা হয়। সেই শিবিরে মোট ৬২ জন রক্তদান করেন। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী, তৃণমূল কংগ্রেস টাউন ব্লক সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরীক্ষা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার দশটি কেন্দ্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিভা অন্বেষণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির ১,২১১ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা করেছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ। এই পরীক্ষার জেলা কনভেনার বিপ্লব মজুমদার জানিয়েছেন, এই ট্যালেন্ট টেস্টের মাধ্যমে জেলার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করা সহজ হয়।

অন্ধকারে ভালোবাসা...

সেলফি জোনে 'ইউ' বিকল। আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স কন্যার সামনে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

আটকাল জোড়া অ্যাম্বুল্যান্স

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৪ অগাস্ট : রবিবার বিকেল তখন তিনটা। বীরপাড়ায় শয়ে-শয়ে টোটো সেই 'অভিশপ্ত' রেলগেটের দিকে এগোচ্ছিল। টোটোর ভিড়ে আটকে চারচাকার গাড়ি, মালবাহী ছোট গাড়ি আর একজোড়া অ্যাম্বুল্যান্স। হুটারের শব্দে পথচলতিরা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা উৎকণ্ঠিত। কারণ অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী রয়েছেন। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট থেকে সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল। অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কোনওরকমে যদি গেট পেরিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু খাঁড়ার মতো রেলগেট নেমে এল। এরপর লক ফেলিওর। দলগাঁও রেলস্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাকেশ কুমার বলেন, 'গেটের লক মেরামত করতে পাঁচ মিনিট সময় লেগেছে। কিন্তু টোটোর জন্য যানজট স্বাভাবিক হতে অনেকক্ষণ লেগেছে। প্রশাসনের উচিত টোটোর সংখ্যা বৃদ্ধিতে রাশ টানা। চারদিন আগে টোটোর ধাক্কায় রেলগেটটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর ওই টোটোটি আটক করা হয়।'

ভুক্তভোগীদের দাবি, যানজটের অন্যতম প্রধান কারণ টোটো। বীরপাড়ায় কমবেশি দেড় হাজার টোটো চলে। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট খুললেও টোটোর মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যার জেরে এদিন যানজট স্বাভাবিক হতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এদিন বিকেলে লেভেল ক্রসিংয়ের দুই মুখে যেন টোটোর মেলা। যতদূর দেখা যায় শুধু টোটো আর টোটো। প্রায় কয়েক ঘণ্টা যানজট থাকে। দেবব্রত বড়ুয়া নামে এক টোটোচালকের কথায়, 'বীরপাড়ায় টোটোর সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছে। এতে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। দূরদূরান্তের লোকজন বীরপাড়ায় গিয়ে টোটো চালানোয় আমরা যাত্রী পাচ্ছি না। বিশেষত লেভেল ক্রসিংয়ের গেট খোলার পর রেললাইন পার হতে অনেকক্ষণ সময় লাগছে। বীরপাড়ায় আদৌ আরওবি হবে কি না জানি না!'

এদিন বীরপাড়ার লেভেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়া বাইক, টোটোচালক, পথচারীরা হইচই শুরু করে দেন। সিভিক ভলান্টিয়ার, পুলিশ ও আরপিএফ জওয়ানরা ছোটাছুটি করতে থাকেন। সুভাষপল্লির জয়ন্ত বিশ্বাসের কথায়, 'নেতা-মন্ত্রীরা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন। সাংসদ-বিধায়করা বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু লেভেল ক্রসিংয়ের জায়গায় আরওবি তৈরির কাজ শুরু হয়নি।'

এদিকে, আরওবি তৈরিতে রেলমন্ত্রক প্রস্তুত বলে সাংসদ মনোজ টিগ্গা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'অ্যাপ্রোচ রোড তৈরিতে কতগুলি বাড়ি ও দোকান ভাঙা হবে সেই তালিকা রাজ্য সরকারকে তৈরি করতে হবে।' আবার রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের দাবি, আরওবির অ্যাপ্রোচ রোড তৈরিতে রেলমন্ত্রককে পূর্ত দপ্তর জমি ব্যবহারে এনওসি দিয়েছে।

বীরপাড়ার বুক চিরে যাওয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ওই লাইনটি দিয়ে গড়পড়তা প্রতিদিন ২৫টি ট্রেন চলে। ফলে রেলগেট বারবার বন্ধ হয়। রেললাইনের উত্তরে থানা, কলেজ ও হাসপাতাল সহ বেশ কয়েকটি স্কুল রয়েছে। দক্ষিণে স্কুল, বাস টার্মিনাস ও দমকলকেন্দ্র। অভিযোগ, এককেটি ট্রেনের জন্য গড়ে ১৫ মিনিট করে হলেও প্রতিদিন কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা গেট বন্ধ থাকে। লেভেল ক্রসিংয়ের গেটে আটকে অ্যাম্বুল্যান্সে অনেক রোগী মারা গিয়েছেন।

রেলগেটের লক ফেলিওর

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

জয়গাঁ, ২৪ অগাস্ট : জয়গাঁ জিএসটি মোড়ের কাছে এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। ওই তরুণের নাম আকাশদীপ সিং (১৯)। তাঁর বাড়ি জয়গাঁর দাড়াগাঁও এলাকায়। তিনি বীরপাড়া কলেজের পড়ুয়া ছিলেন।

শনিবার সন্ধ্যায় আকাশদীপ ও তাঁর এক বন্ধু মোটরবাইক নিয়ে পাশাখা ঘুরতে গিয়েছিলেন। রাতে তাঁর পরিবারের কাছে খবর আসে আকাশদীপ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। তাঁকে হাসিমারা এয়ারফোর্স হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আকাশদীপের বন্ধু সামান্য আহত হয়েছিলেন। তবে আকাশদীপ গুরুতর আহত হওয়ায় তাঁকে কোচবিহারে পাঠানো হয়। রবিবার সকালে আকাশদীপের মৃত্যু হয়।

রাত বাড়তেই বাইক-দৌরাত্ম্য

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : প্রচণ্ড শব্দে দ্রুতগতির বাইক চালিয়ে যাওয়া নতুন প্রজন্মের একাংশের ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাইলেন্সার থেকে জোরে শব্দ হওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দিনের বেলা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রিত থাকায় এইসব বেপরোয়া বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য কম হলেও রাত বাড়তেই রাস্তার দখল নেয় তারা। বিশেষ করে রাত ৯টার পর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ উঠতেই সশব্দে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাদের। বিশেষত, রাতে রাস্তা ফাঁকা হতেই বেপরোয়া বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিশু থেকে বৃদ্ধদের। বিকট আওয়াজের জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়াদেরও। তাদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে।

কীভাবে জোরে শব্দ হয়? বাইক মেরামতির কর্মীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, বাইকে যে সাইলেন্সার থাকে তাতে শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। তবে সেই সাইলেন্সারের একাংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়। সেখানে বাজার চলতি সাইলেন্সার যুক্ত করলে জোরে শব্দ হয়। দুই-তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন গ্যারাজে অনায়াসে তা করা যায়।

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা কৃষ্ণকান্ত দাস বলেন, 'হঠাৎ করেই রাতের বেলা জোরে শব্দ করে বাইক চলতে দেখা যায়। এতে শিশু ও প্রবীণদের সমস্যা হয়। প্রশাসনের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ পেয়ে এবার পথে নেমেছে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার ফাঁড়ি ও ট্রাফিক পুলিশ যৌথভাবে এমন বাইক চিহ্নিত করে অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সামনেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ছাড়াও মহালয়া রয়েছে। মহালয়াকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর জাতীয় সড়ক ও বক্সা বনে বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চাইছে পুলিশ। বিশেষ করে সাইলেন্সার খুলে ফেলা সহ অন্যান্য আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা থেকেই আলিপুরদুয়ার ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় ট্রাফিক ও জংশন ফাঁড়ির পুলিশের নজরদারি চলে। এমনকি মদ্যপ গাড়িচালকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার ট্রাফিক ওসি মঞ্জয় দত্ত বলেন, 'যেসব বাইকের সাইলেন্সার মডিফাই করে জোরে শব্দ করা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে মদ্যপ বাইকচালকদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

বর্ষায় উধাও মশলার গন্ধ

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

বর্ষা যেমন চারপাশকে সবুজে ভরিয়ে দেয়, তেমনি গৃহিণীদের জন্য বয়ে আনে বাড়তি কাজ। মশলার গন্ধ, রং ও স্বাদ বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। এই 'চ্যালেঞ্জ' মোকাবিলায় চলছে গৃহিণীদের নীরব যুদ্ধ। লিখলেন দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : একে ছুটির দিন। তার ওপর বর্ষাকাল। আলিপুরদুয়ারের বাবুপাড়ার বাসিন্দা অলিভিয়া রায় রবিবার সকালে রান্নাঘরে ঢুকে লুচি, আলুর দম বানানোর তোড়জোড় করছিলেন। কিন্তু ধনে গুঁড়োর কৌটো খুলতেই তাঁর মাথায় হাত। মশলার উপরে সাদা-সবুজ ছোপ ছোপ ফাঙ্গাস পড়ে গিয়েছে। অথচ এই গুঁড়ো মশলা তিনি চলতি মাসের প্রথমদিকে বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন। মাত্র কয়েকদিন যেতেই মশলার এমন অবস্থা দেখে অবাক অলিভিয়া।

শ্রাবণ মাসের ভরা বর্ষা। সকাল থেকে রাত অবধি মেঘে ঢাকা আকাশ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর বাতাসে সোঁদা গন্ধ। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ এত বেশি যে কাপড় শুকোতে দু'দিন সময় লাগে। দেওয়ালে স্যাঁতসেঁতেভাব। এর প্রভাব পড়ছে রান্নাঘরে। বিশেষ করে গুঁড়ো মশলায়।

নিউটাউনের বাসিন্দা সুমিতা ঘোষ বলেন, 'হলুদ আর লংকার গুঁড়ো বর্ষায় বেশি স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়। ঢাকনা ঠিকমতো লাগিয়েও দেখি দলা পাকিয়ে গিয়েছে। রান্নায় দিলে আগের মতো গন্ধ পাওয়া যায় না।' মজা করে তিনি বললেন, 'বর্ষায় মশলা সামলানো এখন চ্যালেঞ্জ।'

শহরের এক মশলা বিক্রেতা রঞ্জন ঘোষ জানান, বর্ষায় গুঁড়ো মশলা সংরক্ষণ করা কঠিন। রান্নাঘরে যখন রান্না হতে থাকে, তখন ভেতরের গরম বাতাস আর বাইরের আর্দ্রতা মিশে মশলার কৌটোতে কনডেনসেশন তৈরি করে। এর ফলে ভেতরে জল ঢুকে ফাঙ্গাস হয়। দানা মশলা পিষে খাওয়া গেলে অনেকদিন ভালো থাকে।

এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে শহরের অনেক গৃহবধূ এখন দানা মশলার ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার শুকনো লংকা, জিরা ও ধনে ভেজে পিষিয়ে রাখছেন, যাতে আর্দ্রতায় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কমে।

শান্তিনগর এলাকার গৃহবধূ তানিয়া রায় গত বছর বর্ষায় ধনে গুঁড়োয় ফাঙ্গাস দেখেছিলেন। তখন থেকে তিনি জারে ছোট সিলিকা জেলের থলি রাখেন। ভেজা চামচ দিয়ে কখনও মশলা তোলেন না।

স্থানীয় রন্ধন বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত দে'র বক্তব্য, 'আর্দ্রতা মশলার ভিতরের এসেন্সিয়াল অয়েল ও সুগন্ধ নষ্ট করে দেয়। হলুদ, ধনে, জিরা ও লংকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ষায় এয়ারটাইট গ্লাস বা স্টিলের কনটেনার, শুকনো হাতচামচ ব্যবহার এবং মাঝেমধ্যে হালকা আঁচে শুকনো খোলায় মশলা শুকিয়ে নেওয়া দরকার।'

টোটকা

- গুঁড়ো মশলা ছোট জারে রাখতে হবে
- দানা মশলার ব্যবহার, প্রয়োজনে পিষে খাওয়া
- মশলায় জল ঢোকার সম্ভাবনা কমাতে ভেজা চামচ এড়ানো
- বর্ষার ফাঁকে রোদে বা প্যানে হালকা আঁচে শুকিয়ে নেওয়া

জাপানের শতায়ু দ্বীপ

জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপে যেন জীবন একটু ধীর, সুস্থ আর সুন্দর। এখানে বহু মানুষ ১০০ বছরেরও বেশি বাঁচেন। এঁদের দীর্ঘ, সক্রিয় আর হাসিখুশি জীবনের রহস্য জানতে সারা বিশ্ব থেকে গবেষকরা আসেন। এর একটি বড় কারণ হল এখানকার খাদ্যাভ্যাস। তাঁরা প্রচুর তাজা সবজি, মিষ্টি আলু, টোফু আর মাছ খান। প্রক্রিয়াজাত খাবার আর চিনি থেকে তাঁরা দূরে থাকেন। তাঁদের 'হারা হাচি বু' নামে একটি নীতি আছে, যার মানে হল পেট ২০ শতাংশ খালি রেখে খাওয়া। প্রতিদিন বাগান করা আর হাঁটার মতো শারীরিক কাজকর্ম তাঁদের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই মিশে আছে। সামাজিক সম্পর্কও তাঁদের দীর্ঘায়ুর একটি কারণ। 'মোয়াই' নামে তাঁদের নিজস্ব সামাজিক গোষ্ঠী আছে, যেখানে তাঁরা সারাজীবন একে অপরের পাশে থাকেন। এই সবকিছু মিলিয়ে ওকিনাওয়া যেন সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের এক জীবন্ত উদাহরণ।

জার্মানিতে হাইড্রোজেন ট্রেন

জার্মানিতে এক নতুন পরিবেশবান্ধব ট্রেন এসেছে, যা চলে হাইড্রোজেন জ্বালানি কোষে। এই ট্রেনগুলো কোনও ক্ষতিকর ধোঁয়া তৈরি করে না, বরং জলীয় বাষ্প আর জল ফেলে। এর ফলে পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয় না। এটি প্রচলিত ডিজেল ট্রেনের চেয়ে অনেক শান্ত আর বেশি কার্যকর, বিশেষ করে যেসব রেললাইনে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। হাইড্রোজেন আর বাতাসের অক্সিজেন মিশিয়ে ট্রেনগুলো বিদ্যুৎ তৈরি করে, আর সেই বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রেন চলে। এতে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণও কমে। একটি মাত্র হাইড্রোজেন ট্যাংক ভরে এই ট্রেন কয়েকশো কিলোমিটার চলতে পারে। জার্মানির এই উদ্ভাবন প্রমাণ করে যে, সবুজ প্রযুক্তি দিয়ে কীভাবে আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া যায়।

বাঁদরদের রাজকীয় ভোজ

থাইল্যান্ডের লপবুরিতে প্রতি বছর বাঁদরের জন্য এক অদ্ভুত ভোজের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের নাম 'মাঙ্কি বুফে ফেস্টিভাল'। প্রাচীন ফ্রা প্রাং সাম ইয়ট মন্দিরের সামনে হাজার হাজার বাঁদরের জন্য সাজানো হয় ফল, সবজি, মিষ্টি, এমনকি সফট ড্রিংকস সহ বিশাল এক ভোজ। লম্বা টেবিলগুলো কলা, তরমুজ, আনারস, আর নানা খাবারে ভরে যায়, আর বাঁদর মনের আনন্দে সেগুলো খায়। এই উৎসব শুধু মজার নয়, স্থানীয়রা বাঁদরকে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক মনে করে সেগুলোকে ধন্যবাদ জানাতেই এই আয়োজন করেন। বাঁদরগুলো সারাবছর পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখে।

সিঙ্গাপুরের স্মার্ট বুদ্ধি

সিঙ্গাপুরের শপিং মলগুলো এক দারুণ বুদ্ধি বের করেছে। এসি থেকে যে জল বের হয়, তা তো সাধারণত নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সিঙ্গাপুরের মলগুলো সেই জল ফেলে না দিয়ে বরং রিসাইকেল করে। জমে থাকা জল ছেঁকে মলগুলোর ভিতরের আর বাইরের গাছপালায় দেওয়া হয়। এর ফলে একদিকে এসির জল নষ্ট হয় না, অন্যদিকে গাছপালার জন্য আলাদা করে জল দিতে হয় না। এতে প্রতিদিন প্রচুর জল বেঁচে যায়। জল বাঁচানোর এই পদ্ধতি সিঙ্গাপুরের মতো শহর, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব আছে, সেখানে খুবই জরুরি। এটা দেখায় যে, সামান্য একটি উদ্যোগ কীভাবে বড় পরিবর্তন আনতে পারে, আর কীভাবে এসির মতো যন্ত্রকে পরিবেশবান্ধব কাজে লাগানো যায়।

উন্নয়ন-কোপে ৫০টি গাছ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : ময়নাগুড়ি শহরের বুক চিরে গিয়েছে মালবাজার থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে ধূপগুড়িগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। সেই এক কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশজুড়ে অন্তত ৫০টি বিশাল গাছ। প্রত্যেকটির বয়স ১০০ বছরের বেশি। যেন বনবীথি। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে ময়নাগুড়ি শহরের এমন গর্বের সম্পদ কাটা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাহলে কেবল সবুজ উধাও হয়ে যাবে না, ঠিকানা হারাবে কয়েক হাজার শামুকখোল ও অন্যান্য পাখি।

ময়নাগুড়ির নতুন বাজার থেকে বিডিও মোড় পর্যন্ত সেই রাস্তা নাগরিক কোলাহলের মাঝেও যেন শান্তি আর স্নিগ্ধতার স্পর্শে ভরা। প্রখর রোদের মধ্যেও ছায়ায় ঢাকা গোটা পথটাই যেন বাতানুকূল। রাস্তার ধারে থাকা এই গাছগুলো পরিযায়ী পাখিদের বসবাসের ঠিকানা। কিন্তু তা আর কতদিন? কারণ, চালসা থেকে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত মোট ৩৭ কিলোমিটার সড়ক চওড়া করার জন্য ডিপিআর তৈরি করার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

বিশাল বিশাল গাছের ডালপালা এখানে রাস্তাকে ঢেকে রেখেছে। রাস্তার দু'ধারে ঘন জনবসতি। কিন্তু সেই বসতবাড়িগুলি যেন শান্তির নীড়। এই রাস্তার পাশেই বাড়ি রেখা রায়ের। পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রেখা গাছ নিয়ে রীতিমতো আবেগপ্রবণ। বললেন, 'আমার প্রায় ৭০ বছর বয়স। ছোট থেকেই এই গাছগুলি দেখছি। সড়ক সম্প্রসারণ করতে গেলে গাছগুলি কাটা হতে পারে শুনে খুব কষ্ট পেলাম।' আরেক বাসিন্দা খুকু রায় দাসের কথায়, 'এই গাছগুলি হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়ার দাবিদার। কর্তৃপক্ষের কাছে বিনম্র আবেদন, গাছগুলিকে বাঁচিয়ে উন্নয়নের কাজ করা হোক। এখানে অসংখ্য পাখির বসবাস।' এমন আকুতি আরও অনেকেই প্রকাশ করেছেন। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়ের কথায়, 'সেসব গাছ কাটলে পাখিদের বাসস্থান ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কয়েক হাজার পাখির ছানা রয়েছে ওখানে। ক্ষতি হবে পরিবেশেরও। গাছ না কেটে বিকল্প চিন্তাভাবনা করে উন্নয়নমূলক কাজ করা হোক।'

ঘটা করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। সরকারি টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু কোনও গাছ কি আদৌ মহীরুহ হয়ে ওঠে? স্থানীয়রা এমন কিছু মনে করতে পারছেন না। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের কথায়, 'একটি গাছ মানে এখন দশটি প্রাণ। শহরে এমনিতেই গাছ নেই বললেই চলে। নতুন করে গাছ রোপণ করে বড় করে তোলাও সম্ভব হয়নি।'

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন এবং ময়নাগুড়ি পুরসভা কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ইতিপূর্বে। রাস্তার মাপজোখও প্রায় শেষ পর্যায়ে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় আশ্বাস দিচ্ছেন, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলে। সেই আলোচনায় আদৌ কি কোনও লাভ হবে? উত্তরবঙ্গের গবেষক তথা ইতিহাসবিদ গৌতম গুহরায় বলেন, 'এই গাছগুলি একশো বছরেরও বেশি পুরোনো। আর কোথাও এমন গাছে ঢাকা রাস্তা আছে কি না, জানি না। এই গাছগুলি কোনওভাবে রক্ষা করা যায় না?' এই প্রশ্ন তো ময়নাগুড়ির সকলেরই।

গাছে ঢাকা নতুন বাজার থেকে বিডিও অফিস মোড়।

কী হবে

- ময়নাগুড়ির নতুন বাজার থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত সেই রাস্তা
- রাস্তার দু'পাশ জুড়ে অন্তত ৫০টি বিশাল গাছ
- প্রত্যেকটির বয়স ১০০ বছরের বেশি
- রাস্তার ধারে থাকা এই গাছগুলো পরিযায়ী পাখিদের বসবাসের ঠিকানা

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির লোকেরা গ্রামবাসীকে সচেতন করছেন।

কুসংস্কার কাটাতে শিবির

শামুকতলা, ২৪ অগাস্ট : বিভিন্ন রাসায়নিকের সাহায্যে কী কী ভাবে আগুন ধরতে পারে, সেটা হাতেকলমে রবিবার বোরাগাড়ি গ্রামের বাসিন্দাদের দেখালেন বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীরা। এই গ্রামের বাসিন্দা দুর্লভ বিশ্বাসের বাড়িতে মাঝে মাঝেই আগুন জ্বলে উঠছিল। শনিবার ওই রহস্য আগুনের কারণ হিসেবে বাতাসের সঙ্গে মিথেন গ্যাসের বিক্রিয়ার কথা বলেছিলেন বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যরা। আতঙ্ক কমাতে এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীরা শামুকতলা থানার ভাটিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়তের অন্তর্গত ওই গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সামনে বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করে কীভাবে সহজেই আগুন ধরানো যায়, সেটা হাতেকলমে দেখান। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা শাখার সভাপতি পঙ্কজ ধর চৌধুরী, সম্পাদক বিমান সরকার, সদস্য প্রশান্ত সরকার ও অনুষ্কা দাস। এই কর্মসূচিতে গ্রামবাসীদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন করা হয়। দুর্লভের বাড়িতে আগুনের পিছনে কোনও অলৌকিক ঘটনা নেই, এর কারণ বাতাসের সঙ্গে মিথেনের বিক্রিয়া- এই কথা তাঁরা বারবার গ্রামবাসীদের বোঝান।

স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত দাস বলেন, 'বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীরা আজ যেভাবে আগুন ধরানোর কারণ বোঝালেন এবং হাতেকলমে দেখালেন, তার ফলে ভয় অনেকটা কাটবে।'

গত কয়েকদিনে বারবার এই গ্রামের বাসিন্দা দুর্লভের বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠছিল। আতঙ্কিত দুর্লভ জানান, এর আগেও গত বছর তাঁর বাড়িতে এরকম ঘটনা ঘটেছিল। শনিবার আতঙ্কিত এই পরিবার এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে বলরামপুরের এক তান্ত্রিককে ডেকে এনেছিল। এদিনের সচেতনতা কর্মসূচি গ্রামবাসী এবং এই পরিবারের আতঙ্ক কাটাতে সহায়ক হবে।

নস্যশেখ সভা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : রবিবার পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নতুন কমিটির সম্পাদক হয়েছেন আলতাফ হোসেন, সভাপতি নজরুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন মকবুল হোসেন। সম্মেলনে বক্তারা ভূমিপুত্র হিসেবে বিভিন্ন সুবিধার দাবি জানান।

নেপথ্যে উচ্ছেদ

প্রথম পাতার পর

'ভাইয়ের কোনও সমস্যা ছিল না। কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল না। কয়েকদিন থেকে দোকান নিয়ে চিন্তায় ছিল। ওই দোকান ভাঙলে সে কী করবে, কোথায় কাজ করবে, সেসব নিয়ে চিন্তায় ছিল। নিজে দোকান করার জন্য বাজারের ভিতরে দোকান দেখাও শুরু করেছিল। এরমধ্যে দোকান ভাঙার জন্য চাপও আসতে থাকে। এত চাপ আর নিতে পারেনি।'

ইস্ট-ওয়েস্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটির বাবুরহাটের সম্পাদক জীবন রায় আবার জানালেন, ওই তরুণের বিয়ের জন্য পাত্রী দেখা শুরু হয়েছিল। বাড়ি তৈরি করে তারপর বিয়ে করবে বলে জানিয়েছিল। তবে দোকান নিয়ে চিন্তায় ছিল। জীবন আরও বলেন, 'কয়েকদিন আগেই ঠিকাদারি সংস্থার লোকজন এসে বলে, দ্রুত জায়গা খালি করতে হবে। সেটা অনেকেই মানতে পারছে না। প্রদীপও ওই চাপ নিতে পারেনি বলেই আমাদের মনে হচ্ছে।'

বাবুরহাট এলাকার ব্যবসায়ীরা মহাসড়কের কাজের জন্য পুনর্বাসনের জায়গা পাননি। ওই বাজারের বেশিরভাগ জমি স্থানীয় একটি সোসাইটির আওতায় রয়েছে। সেই সোসাইটি কিছু ক্ষতিপূরণ পেয়েছে বলে খবর। তবে পূর্ত দপ্তরের জমিতে যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। মৃত তরুণ যে দোকানের কর্মী ছিলেন সেই দোকানও পূর্ত দপ্তরের জমিতেই।

অন্যদিকে ঠিকাদারি সংস্থার ইনচার্জ বিবেক কুমারের কথায়, 'শুধু বাবুরহাট নয় বিভিন্ন বাজার সরানো হচ্ছে। রাস্তার কাজ করতে গেলে তো সরতেই হবে। ওই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পিছনে অন্য কারণ থাকতে পারে। বাবুরহাটে এখনও জোর করে কাউকে সরানো হয়নি।'

একমনে ফোনে... কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

কেলেঙ্কারি অনেক

প্রথম পাতার পর

২০২৪-এর শেষদিকে ব্যাংকের পুণ্ডিবাড়ি শাখাতেও প্রকাশ্যে আসে আর্থিক কেলেঙ্কারি। ২০২৫-এর শুরুতে সেই কেলেঙ্কারির তদন্ত রিপোর্ট জমা হয়। সেখানেও ক্যাশিয়ার বিকাশ চন্দ্র ইন্দ্রের বিরুদ্ধে নয় লক্ষ টাকা তছরুপের প্রমাণ মেলে। বিকাশকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বছর ঘুরতে চললেও তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ম মেনে পুলিশে এফআইআর করা হয়নি। কেন এফআইআর না করে অভিযুক্তকে ছাড় দেওয়া হল সেবিষয়ে কোনও কথাই বলছেন না ব্যাংকের চেয়ারম্যান বা সমবায় আধিকারিকরা।

ব্যাংকটি রাজ্য সমবায় দপ্তরের নিয়ম ও বিধি অনুসারে পরিচালিত হয়। নির্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরই ব্যাংক পরিচালনা করেন। তবে ব্যাংকের কাজকর্ম তদারকি করে সমবায় দপ্তর। দপ্তরের একজন আধিকারিক মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। ব্যাংকের সিইও রাজশেখর অধিকারীর বক্তব্য, 'বছরখানেক হল দায়িত্ব নিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে যখন যখন যে যে অনিয়ম দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে সবটাই বিস্তারিতভাবে বোর্ড অফ ডিরেক্টর বা সমবায় দপ্তরে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ব্যাংকের বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাঁরাই নেন। আমি কর্মসম্পাদন করি। যেমন নির্দেশ আসবে সেভাবেই কাজ করব।'

ব্যাংকের সিইও জেলায় থাকা ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ (ডিআরসিএস)-এর নির্দেশ পালন করেন। সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে কোচবিহারের ডিআরসিএস সুবীর দত্তের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে বহু প্রশ্ন। ব্যাংকের বর্তমান বোর্ড দায়িত্ব নিয়েছে বছরখানেক হল। তার আগে নির্বাচন না হওয়ায় এক বছরেরও বেশি সময় স্পেশাল অফিসার হিসাবে ব্যাংকের দায়িত্বে ছিলেন সুবীর। সেই সময়ই জামালদহ এবং হলদিবাড়ি শাখায় দুর্নীতির রমরমা হয়েছিল। প্রশাসক হিসাবে কেন তখন দ্রুত পদক্ষেপ করেননি ডিআরসিএস তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যাংকের বোর্ড সদস্যদের অনেকেই। দুর্নীতি ধরা পড়ার পর বিভাগীয় তদন্ত করেও পদক্ষেপ করতে পারতেন ডিআরসিএস। থানায় এফআইআর-ও করা যেত। সেসব না করায় ব্যাংকের অন্দরেই নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এদিন প্রশ্ন শুনেই 'বাইরে আছি' বলে প্রথমে তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন সুবীর। পরে বলেন, 'বিষয়গুলো দেখে তারপর বলতে হবে।'

দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ অবশ্য মানতে চাননি ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল। তাঁর কথা, 'আমরা বোর্ডে নতুন এসেছি। সবটা এখনও ভালো করে বুঝে নিতে পারিনি। তবে দুর্নীতির সঙ্গে আপস করা হবে না।' বারে বারে কেলেঙ্কারির ফলে ব্যাংকের ভাবমূর্তি খারাপ হওয়ার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, 'দুর্নীতির ফলে আমাদের ব্যবসা কমে গিয়েছে। মানুষের বিশ্বাস, ভরসা কমে যাচ্ছে। ব্যাংকের বড় ক্ষতি হচ্ছে।'

রেলের লোডিং ২.৫ শতাংশ বাড়ল

মালিগাঁও, ২৪ অগাস্ট : প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের সেবা এবং তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) বদ্ধপরিকর। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে রেলের ওই জোন ০.৯৩৬ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করেছে। গত আর্থিক বছরের থেকে এর হার প্রায় ২.৫ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে সিমেন্ট লোডিং ১৯১.৩ শতাংশ, কয়লা লোডিং ২০০ শতাংশ, সার লোডিং ১৬৩.৬ শতাংশ এবং পিওএল লোডিং ১৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে, স্টোন চিপস লোডিং আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ১৫০ শতাংশ হারে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পণ্য পরিবহণের ধারাবাহিক বৃদ্ধি ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দিকটিকেও প্রভাবিত করে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্বের হারও বেড়েছে। ভবিষ্যতেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অগ্রগতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি বজায় রাখবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

বহরমপুরে রানার

ফালাকাটা, ২৪ অগাস্ট : বহরমপুরের চুঁয়াপুর সুহৃদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে নাট্য উৎসবের। সোমবার থেকে ওই নাট্য উৎসব শুরু হবে। সেখানে নাটক মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে ফালাকাটা রানার নাট্য সংস্থা। তাদের প্রযোজনা 'নির্মাণ'। নির্দেশনায় রয়েছেন অভ্রজ্যোতি গুহ। রবিবার রানারের সদস্যরা ফালাকাটা থেকে ট্রেনে চেপে বহরমপুরের উদ্দেশে রওনা দেন। এই নাট্য উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন রানার নাট্য সংস্থার সম্পাদক দিলীপ সরকার।

কর্মসূচি

ফালাকাটা, ২৪ অগাস্ট : ফালাকাটা ব্লকের সাতপুকুরিয়া এলাকার রমেশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রবিবার বিজেপির ফালাকাটা ২ নম্বর মণ্ডলের বুথ সশক্তিকরণ কর্মসূচি হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের বিধায়ক দীপক বর্মন, সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতি রঞ্জন বর্মন প্রমুখ। ময়রাডাঙ্গা, শালকুমার ও দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৭৩টি বুথকে নিয়ে সশক্তিকরণ কর্মসূচি হয়।

ফল প্রকাশ

ফালাকাটা, ২৪ অগাস্ট : ইউনিক ট্যালেন্ট টেস্টের রেজাল্ট প্রকাশিত হল রবিবার। ফালাকাটার প্রাথমিক শিক্ষকরা মিলে এই পরীক্ষা নিয়েছিলেন। মূলত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। গোটা ব্লকের প্রায় ২ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসে। আয়োজক কমিটির সম্পাদক রাজেশ শুক্লা বলেন, 'আমরা এবারই প্রথম প্রাথমিক পড়ুয়াদের মানোন্নয়নে এই পরীক্ষার আয়োজন করেছি। দুটি ক্লাসের যারা প্রথম দশে থাকবে, তাদের আমরা এককালীন বৃত্তি দেব।' আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পুরস্কৃত করা হবে।

মোষ পাচারে

প্রথম পাতার পর

একজোড়া বা স্থানীয় ভাষায় একহাল মোষ আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লক থেকে সংকোশ নদী পার করে অসমের কোকরাঝাড় জেলার বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতে তাঁর চার্জ ২ হাজার ৫০০ টাকা। অর্থাৎ মোষপিছু ১২৫০ টাকা তিনি নেন পাচারকারীদের কাছ থেকে। সেই টাকার ভাগ অবশ্য তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় দিতে হয়। সেসব দিয়েথুয়েও মোষ প্রতি ৪৫০-৫০০ টাকা হাতে থাকে তাঁর। তবে এসব থেকে আবার কিছু বাড়তি খরচ হয়। কারণ মোষ পাচারের 'লাইন ক্লিয়ার' রাখতে বিশেষ বিশেষ লোককে খুশি রাখতে হয়। তাতে খরচ নেহাত কম নয়।

এই মুহূর্তে মোষ পাচারকারীদের সবচেয়ে পছন্দের রুট হল কুমারগ্রাম ব্লক থেকে অসমের কোকরাঝাড় অবধি। বারবিশা সেলস ট্যাক্স গেট এলাকা থেকে মাটিখুঁড়া পর্যন্ত মোষপিছু রাতের অন্ধকারে গ্রামের পথ ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে খরচ হয় ১০০ টাকা। স্থানীয় মাতব্বরদের সিন্ডিকেট রয়েছে। মোষপিছু ১০০ টাকা না পেলে সিন্ডিকেটের লোকজন মোষ আটকে মাঝরাতে ঝামেলা পাকাবে। নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকা এমন ৪টি সিন্ডিকেটের কথা শোনা যাচ্ছে। একেকটি সিন্ডিকেটে কমকরেও ৩০-৪০ জন সদস্য আছেন। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এলাকা ভাগ করে নিয়েছেন। একই কারণে মাটিখুঁড়া থেকে ধর্মগোলা পর্যন্ত ১০০ টাকা, সেখান থেকে জাম্পই গেট পর্যন্ত আরও ১০০ টাকা এবং জাম্পই গেট থেকে জোঙ্গামারি ঘাট পর্যন্ত ১০০ টাকা লাইন খরচ দিতে হচ্ছে। মাঝি মোষপিছু নৌকাভাড়া নেন ১৫০ টাকা। সেখান থেকে নৌকার মালিক মোষপিছু ভাগ পান ১০০ টাকা। বাকি ২৫০ টাকা রাস্তার অন্যান্য খরচ হিসবে ধরা থাকে।

আলিপুরদুয়ার যোগ

প্রথম পাতার পর

২১ অগাস্ট রাতে সেখান থেকে নারায়ণ বর্মন ওরফে বিশাল এবং কিশোর বর্মন ওরফে ভোগী নামে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বাড়ি পুণ্ডিবাড়ি থানার মরা নদীর কুঠি এলাকায়। নারায়ণদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার রাতে মরা নদীর কুঠি এলাকা থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল ও চারটি কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সেই পিস্তল খুনের দিন ব্যবহার করা হয়েছিল।

পুলিশ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দল তৈরি করে ভিনজেলা ও ভিনরাজ্যে তল্লাশি চালাচ্ছে। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরই আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতার নাম উঠে আসে। খুনের ঘটনায় সেখানকার তৃণমূল নেতা তথা আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান শম্ভু রায়, তাঁর ভাই মিঠুন ও আরেক সঙ্গী বাঁধনের নাম জড়ায়।

পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ তপসিখাতায় অভিযান চালিয়ে প্রথমে প্রত্যেককেই আটক করে নিয়ে এসেছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর শম্ভুকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকি দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অর্থাৎ অমর রায়ের খুনের ঘটনায় মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হল। যদিও তাতে সন্তুষ্ট নয় অমরের পরিবার। তাঁর বাবা-মায়ের দাবি, সুপারি কিলারদের কারা খুনের বরাত দিল তা দ্রুত খুঁজে বের করা হোক।

বিসিডিএ'র কমিটি

কোচবিহার, ২৪ অগাস্ট : কোচবিহার শহরে সুনীতি রোডের পাশের একটি বেসরকারি হলঘরে রবিবার বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় ওষুধ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়। সভা শেষে ২৯ জনের কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি ও সম্পাদক করা হয়েছে যথাক্রমে আশিস দে ও কাজলকুমার ধরকে। আগামী দুই বছর ওই কমিটি সংগঠনের সমস্ত কাজ করবে বলে জানান কাজল।

অনাদরের ধুলোয় ঢাকা

প্রথম পাতার পর

দিনাজপুরের গর্বের দুই ফসল বাজারজাত করা বা বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেবার তেমন কোনও উদ্যোগ আজও দেখা গেল না। তাহলে কর্মসংস্থান বাড়বে কীভাবে? দুই জেলা কার্যত শিল্পশূন্য। যে দু'-একটা ছোট কারখানা রয়েছে তা কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। ফলে প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে বঞ্চিত এবং সার্বিকভাবে অবহেলিতই ভাবছেন জেলাবাসীরা।

অবস্থা এমন যে, নিটের মতো পরীক্ষারও সেন্টার হয় না। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের অনেক দূরে শিলিগুড়ি বা মালদাতে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এরকম বহু ক্ষেত্রে জেলাবাসীদের বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। এর নেপথ্যে রাজনীতি না ষড়যন্ত্র নাকি অন্য কিছু আছে তা উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষ হিসেবে বুঝে ওঠা কঠিন। জেলাবাসীরূপে মনে হতে পারে, রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চলের যে প্রতিনিধিরা রয়েছেন তাঁরা ঠিকমতো নিজেদের সমস্যার কথা উপস্থাপন করতে পারেন না। একসময় এখানে দৈনিক খবরের কাগজ একদিন পর কলকাতা থেকে আসত। পরবর্তীকালে শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অফিস হওয়াতে এটাতে অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এটুকু বাদ দিলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ-সবদিক দিয়েই যেন ক্রমাগত উত্তর দিনাজপুরবাসী ক্রমশ সর্বতোভাবে পিছিয়ে পড়ছেন।

তবে কয়েকটা বাইপাস রাস্তা ও কিছু সড়ক সংস্কার হওয়ায় যোগাযোগ খানিকটা সহজ হয়েছে এটা সত্য।

কামতাপুর বা গোর্খাল্যান্ডের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন থেকে অনেকটাই দূরে দুই দিনাজপুর। দুই জেলার মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক অধিকারে বরাবর ভরসা রেখেছেন। তবুও এইসব এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা নেই রাজ্য বা কেন্দ্রের। বিচ্ছিন্নতাবাদী কথাবার্তা বললেই কি তাহলে উন্নয়নের মানচিত্রে ঠাঁই মিলবে? দুই জেলা আদতে পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের কারখানা হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে উত্তর দিনাজপুর। ২০১৬ সালে রবীন্দ্র ভবন গড়ে উঠলেও তা চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে রয়েছে। সাধারণ মানুষ নিয়মিত ওই সভাগৃহ ব্যবহার করতে পারছেন না। নেই বিকল্প উন্নত কোনও অডিটোরিয়াম। দুই জেলাবাসীর দশা হয়েছে অনাথ শিশুর মতোই।

প্রস্তাবিত এইমস হাসপাতাল এই অঞ্চলের উন্নয়নের মানচিত্র খোলনলচে পালটে দিতে পারত। কিন্তু তা কল্যাণীতে চলে যাওয়ায় এই অঞ্চলের বঞ্চনার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। কিছু ঝকঝকে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স আর চাকচিক্যের ছবি সরিয়ে দিলে প্রকৃত উন্নয়নের কঙ্কালসার ছবিটা সহজেই ফুটে উঠবে। আজও দুই জেলার ধুঁকতে থাকা শিল্পছবি বদলাতে কোনও পদক্ষেপ হল না। শুধু বালুরঘাটের বিমানবন্দরের জট খুলতেই ল্যাজেগোবরে দশা হয়েছে নেতা-মন্ত্রীদের। প্রয়োজনে ভরতুকি দিয়ে শিল্পতালুকগুলো চালু করতেও উদ্যোগ নেই। একসময়ের বিখ্যাত কালিয়াগঞ্জের তেলকলগুলোর পুনরুজ্জীবনে দিশা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। পর্যটনের প্রসারেও হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গারামপুরের দই, তাঁতের প্রতি সুবিচার হল না।

পাশের রাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্য এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে পারত। তাও বিশবাঁও জলে।

জেলাবাসীরা চান রাজনীতির সাপ-লুডো খেলার বাইরে এই অঞ্চলের তরুণ প্রজন্ম কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখুক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, কৃষিতে আরও বিনিয়োগ আসুক। উন্নত প্রযুক্তি, নতুন উদ্যম আর মানবসম্পদের উন্নত ব্যবহারে ঘুরে দাঁড়াক দুই দিনাজপুর। তার জন্য রাজ্য, কেন্দ্রের আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

(লেখক - শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী। রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পর্কের অঙ্কে বদলায় নাম

প্রথম পাতার পর

ভালোবাসা কতটা খাঁটি বোঝাতে হাতে মেয়েটির নামের ট্যাটু করান। কিন্তু শাহরুখ যতই বলুন না কেন, সিনেমার মতো আমাদের জীবনের শেষে সব ঠিক হয়ে যায়- বাস্তব যে বড় রূঢ়।

কয়েকমাস পর জানতে পারেন, যে নামের ট্যাটু করিয়েছেন, সেটা আদতে ভুয়ো। মেয়েটি নাকি যোগাযোগই বন্ধ করে দেন। বেকায়দায় পড়েন অমিত। মাসছয়েক আগে বিয়ে হয়েছে তাঁর। বিয়ের আগে স্টুডিওতে গিয়ে নতুন ট্যাটু করিয়েছেন পুরোনোটির ওপর। গচ্চা গিয়েছে মোটা টাকা। অমিতের আফসোস, 'কী যে ভুল করেছিলাম। আগে অনেক টাকা খরচ হয়েছিল, এবারও হল। প্রেমিক-প্রেমিকার নামে ট্যাটু করানোর আগে দশবার ভাবা উচিত।'

তিন বছর আগে একধাপ এগিয়ে প্রেমিকার ছবি ট্যাটু করিয়েছিলেন বুকে। তিনি সুকান্তনগরের বাণীব্রত। প্রিয়তমা এখন প্রাক্তন। একসময় তরুণীর বিয়ে ঠিক হল অন্য জায়গায়। আর তিনি শরণাপন্ন হলেন ত্বক বিশেষজ্ঞের। তাঁর পরামর্শ নিয়ে বুকে নতুন নকশার ট্যাটু বানালেন।

ডার্মাটোলজিস্ট ডাঃ প্রবীণকুমার ভুপালিকা বললেন, 'আমাদের কাছে প্রচুর মানুষ আসছেন ট্যাটু ওঠাতে। লেসার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়। নামের ট্যাটু প্রচুর সংখ্যক।'

লক্ষ্মীলাভে খুশি ট্যাটু আর্টিস্টরা। ইসকন মন্দির রোডে একটি স্টুডিও রয়েছে যোগীর। বলছিলেন, 'প্রেমিক-প্রেমিকার নামের ট্যাটু কভার করতে বা ওঠাতে আসছেন অনেকে। টিনএজাররাই বেশি। লেসার ট্রিটমেন্ট করে ট্যাটু তুলে দেওয়া হয়। যাঁরা নতুন করাতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে পুরোনো ট্যাটু ঢেকে তারপর কীভাবে কাজ করা যায়, সেটা আগে ভালোমতো প্ল্যান করে নিতে হবে। ছোট নাম থাকলে পালকের নকশা করে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কঠিন হল, যখন কেউ এসে প্রাক্তনের নামের ওপর বর্তমানের নামের ট্যাটু করাতে বলেন। দুটো ক্ষেত্রেই প্রথমবারের চেয়ে খরচ বেশি। বহু ক্রেতা একাধিকবার এসেছেন। এতে অবশ্য ব্যবসা ভালো হয়।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের এডোলেসেন্ট হেলথ কাউন্সিলার পিয়ালি ঘোষ পইড়ার সঙ্গে কথা হচ্ছিল রবিবার। তাঁর মতে, 'সেলেব্রিটিদের দেখে এধরনের ট্যাটু করাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। সেলেব্রিটিরা সম্পর্কের সমীকরণ বদলালে ট্যাটু বদলে ফেলেন। সেই ট্রেন্ড মেনে পালটে নেয় ওরা। আবেগের বশে কারও নামের ট্যাটু করালে পরে আবার আর্টিস্টদের কাছে যেতে হচ্ছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে এমন প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। তবে বড়রাও রয়েছেন তালিকায়।'

শিলিগুড়ির সেবক রোডে স্টুডিওতে বসে ট্যাটু আর্টিস্ট সিকে ছেত্রী জানালেন, ব্যবসায় অবশ্যই লাভ হয়। কিন্তু তিনি প্রথমেই সচেতন করে দেন, প্রেমিক-প্রেমিকার নাম না লিখতে। তাঁর পরামর্শ, নিজের বা বাবা-মায়ের নামের ট্যাটু করালে বিষয়টি নিরাপদ। করা যেতে পারে স্ত্রী ও সন্তানের।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরার পর্যবেক্ষণ, 'কমবয়সিরা এই কাজ বেশি করে। কারণ, সেসময় পরিপক্বতা আসে না। কাল্পনিক জগতে বিচরণ করে ওরা। পরে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গেলে সমস্যা তৈরি হয়। সিনেমা বা টিভি সিরিজে নায়ক-নায়িকাদের দেখে ছেলেমেয়েরা এসব করে।'

মনের মানুষ খোঁজা সহজ কম্ম নয় মোটে। নেটিজেনরা বলে, 'ভাইভ' না মিললে কারও সঙ্গে আজীবন থাকা যায় না। কিন্তু বারবার যদি একটি ট্যাটুর ওপর আরেকটি ট্যাটু করানো হয়, তবে তা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব একটা সুখকর নয়, তা মাথায় রাখা উচিত রোমিওদের।

ক্রিকেটকে গুডবাই, অবসর গ্রহে পূজারা

রাজকোট, ২৪ অগাস্ট : চেষ্টা করেছিলেন।

বাদ পড়ে জারি রেখেছিলেন লড়াই। প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে আঁকড়ে ধরেছিলেন কাউন্টি ক্রিকেটকেও। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ করতে না পারার হতাশা নিয়ে এদিন সেই লড়াইয়ে ইতি টানলেন চেতেশ্বর পূজারা। জানিয়ে দিলেন, আর নয়। ইতি টানছেন ১০৩টি টেস্টের উজ্জ্বল কেরিয়ারে।

সব ভালোর শেষ আছে, কথাটা মেনে নিয়ে এদিন সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ভারতীয় ক্রিকেটের বহু যুদ্ধের সৈনিক। ক্রিকেটপ্রেমীদের রবিবারের মেজাজকে আবেগতাড়িত করে সাতসকালেই পূজারার ঘোষণা, বাইশ গজে ভারতীয় দলের জার্সিতে আর কখনও ব্যাট হাতে দেখা যাবে না তাঁকে। আবেগঘন বিদায়বার্তায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সংগীত গাওয়া, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা- এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে সব ভালোর শেষ আছে। ভারতের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়ার জন্য।'

১০৩ টেস্টের কেরিয়ারে করেছেন ৭,১৯৫ রান। সর্বাধিক ২০৬। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৭৮টি ম্যাচে সংগ্রহ ২১,৩০১ রান। সর্বাধিক ৩৫২। ২০০৯ থেকে ২০১৪- পাঁচ বছর আইপিএলে খেলেছেন। প্রথমে কলকাতা নাইট রাইডার্স, তারপর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

তবে কপিবুক ক্রিকেটে বিশ্বাসী পূজারা কিছুটা বেমানান ছিলেন মেগা লিগের ঝলকে।

পরিসংখ্যান ছাপিয়ে দেশের হয়ে বাইশ গজে বুক চিতিয়ে লড়াইয়ের নানান কাহিনী। ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। অচিরেই রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা রেখে তিন নম্বর পজিশনে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের নিউক্লিয়াস হয়ে উঠেছিলেন। শেষ টেস্ট ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল।

নামের পাশে একঝাঁক নজির। ভারতীয় ক্রিকেটের স্মরণীয় সব জয়গাঁথার কারিগর হয়ে ওঠার কাহিনী। একমাত্র ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে একটি টেস্ট ইনিংসে পাঁচশোর বেশি বল খেলেছেন। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সর্বাধিক ১২৫৮ বল খেলার রেকর্ডও পূজারার দখলে। নামের পাশে টেস্টের পাঁচদিন ব্যাটিং করার নজির। কেরিয়ারজুড়ে এমনই সব মণিমাণিক্যের ভিড়।

তৃপ্তিটাই ঝরে পড়ল বিদায়ি বার্তায়। পূজারা লিখেছেন, রাজকোটের এক ছোট্ট শহরের ছেলে হিসেবে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দুই চোখে ছিল দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন। প্রত্যাশা ছাপিয়ে পেয়েছেন। অগণিত মানুষের ভালোবাসা এবং দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা— প্রাপ্তির ঘরা পূর্ণ।

ভারতীয় ক্রিকেটকে দিয়েছেন দুই হাত ভরে। বিশেষত দল বিপদে মানে পূজারার ব্যাট আরও চওড়া। ধৈর্য আর লড়াইয়ের প্রতীক ছিলেন। পেশিশক্তির আস্ফালন নয়, দাঁতে দাঁত চাপা মরিয়া প্রয়াসে প্রতিপক্ষকে বাধ্য করেছেন হার মানতে।

ঐতিহাসিক ২০১৮-'১৯ অস্ট্রেলিয়া সফরে তরুণ শুভমান গিল, ঋষভ পন্থদের সাহস জুগিয়েছেন। সাফল্যের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। নিজে করেছিলেন ৫২১ রান। অজি পেসারদের বলে গোটা শরীরে আঘাত পেলেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে নড়ানো যায়নি

> ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সংগীত গাওয়া, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা- এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে সব ভালোর শেষ আছে। ভারতের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়ার জন্য।
>
> -চেতেশ্বর পূজারা

ভারতের ক্রাইসিসম্যানকে। পুরস্কারস্বরূপ সিরিজ সেরার সম্মান।

১৩ বছরের টেস্ট কেরিয়ারে ১৯টি সেঞ্চুরি রয়েছে। ৫টি একদিনের ম্যাচ খেললেও ছাপ রাখতে পারেননি। তবে চিরাচরিত ফর্ম্যাট টেস্টে দলে বরাবরের ব্যাটিংস্তম্ভ ছিলেন। শচীন তেন্ডুলকারের কথায়, তিন নম্বরে পূজারা ব্যাট করতে নামা মানে স্বস্তিতে থাকা।

ভালোবাসা, পাশে থাকার জন্য পূজারা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নিজের আঞ্চলিক সংস্থা সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে। বিদায়ি বার্তায় কোচ, কোচিং স্টাফ, কাউন্টি টিম, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট দলগুলির কথাও ভোলেননি। পূজারার মতে, তাঁর সাফল্যের নেপথ্যে সবার প্রচেষ্টা, সমর্থন, পরিশ্রম। যদিও শুরুটা বর্ণময় হলেও শেষের ছবিটা অনেকটাই ফিকে। ২০২৩ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর আর ডাক পাননি। নির্বাচকদের নজরে আসার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। কাউন্টি ক্রিকেটও খেলেছেন। কিন্তু নির্বাচকদের সামনের দিকে তাকানোর ভাবনায় আর সুযোগ পাননি পূজারা।

ভারতের গত ইংল্যান্ড সফরে কমেন্ট্রি বক্সে দেখা গিয়েছিল পূজারাকে। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী, মাইকেল আথারটন, মাইকেল ভনদের সঙ্গে ধারাভাষ্যেও নিজের ছাপ রাখেন। নয়া ইনিংসে যে দায়িত্বে হয়তো আরও বেশি করে দেখা যাবে। যুবরাজ সিং তো ইতিমধ্যেই লেজেন্ড লিগের দরজা খুলে রাখার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন। সুনীল গাভাসকারের কথায়, দেশের ক্রিকেট উন্নয়নে পূজারার দক্ষতাকে কাজে লাগানো উচিত। কোন ভূমিকায় ভারতীয় ক্রিকেটে পূজারার প্রত্যাবর্তন ঘটবে সেটাই এখন দেখার।

শরীর বাজি রেখে...

২০২১ সালে ব্রিসবেন টেস্টের পঞ্চম দিনের ভাঙা পিচে প্যাট কামিন্স-মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডদের ৯টি বল শরীরে লাগার পরও মাঠ ছাড়েননি চেতেশ্বর পূজারা। তাঁর তৈরি ভিতে পরবর্তীতে জয় আনেন ঋষভ পন্থ।

সংখ্যায় পূজারা

১ ভারতীয় হিসেবে একটি টেস্ট ইনিংসে পূজারা (৫২৫ বলে ২০২, বনাম অস্ট্রেলিয়া ২০১৭) সর্বাধিক বল খেলেছিলেন।

৪ একটি টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে চতুর্থ সর্বাধিক বল খেলেছেন পূজারা (৪ ম্যাচে ১২৫৮ বল, ২০১৮-'১৯ বনাম অস্ট্রেলিয়া)।

১৪ ভারতের যে ১৪ জন ক্রিকেটার একশো টেস্ট খেলেছেন চেতেশ্বর পূজারা তাদের অন্যতম।

৮ টেস্টে ভারতের অষ্টম সর্বাধিক রান সংগ্রাহক পূজারা।

২ টেস্টে তিন নম্বরে নেমে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান রয়েছে পূজারার (৬৪৮৮)। শীর্ষে রাহুল দ্রাবিড় (১০৩৮১)।

৩ অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে পূজারা (৪ ম্যাচে ৫২১, ২০১৮-'১৯) তৃতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহকারী।

৩ টেস্টে ১ হাজার রান করার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে তৃতীয় দ্রুততম পূজারা (১৮ ইনিংস)।

২ ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে তিন নম্বরে দ্বিতীয় সর্বাধিক দ্বিশতরান রয়েছে পূজারার (৩টি)। শীর্ষে দ্রাবিড় (৫টি)।

টেস্ট

অভিষেক
৯ অক্টোবর, ২০১০
বনাম অস্ট্রেলিয়া

শেষ ম্যাচ
৭ জুন, ২০২৩
বনাম অস্ট্রেলিয়া

ম্যাচ	১০৩
রান	৭১৯৫
বল খেলেছেন	১৫৭৯৭
গড়	৪৩.৬০
শতরান	১৯
অর্ধশতরান	৩৫
সর্বাধিক	২০৬*

ওডিআই

অভিষেক
১ অগাস্ট, ২০১৩
বনাম জিম্বাবোয়ে

শেষ ম্যাচ
১৯ জুন, ২০১৪
বনাম বাংলাদেশ

ম্যাচ	৫
রান	৫১
গড়	১০.২০
শতরান	০
অর্ধশতরান	০
সর্বাধিক	২৭

দেশকে সবার আগে রেখেছ : গাভাসকার

গর্বিত করেছ, প্রশংসায় একসুর কুম্বলে-শচীনদের

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : বাহারি ক্রিকেট শট নয়।

দলের জন্য ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকা। নিজের সবটুকু দিয়ে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলা। যে প্রাচীর বারবার ভারতের ডুবন্ত জাহাজকে যেমন রক্ষা করেছে, তেমনই হতাশ করেছে প্রতিপক্ষকে। রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা রেখে যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ক্রাইসিসম্যান।

চেতেশ্বর পূজারার অবসর ঘোষণায় সেই আবেগের প্রতিফলন ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকার, অনিল কুম্বলে, যুবরাজ সিং থেকে বর্তমান প্রজন্ম শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন পূজারাকে। তুলে ধরেছেন তাঁর উজ্জ্বল ক্রিকেট কেরিয়ার, ভারতীয় ক্রিকেটে অসমান্য অবদানের কথা।

গাভাসকার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'পুরোনো মানসিকতার টেস্ট ক্রিকেটার, যে দেশকে সবসময় সবকিছুর আগে রেখেছে। দেশের জন্য অগুনতিবার শরীরে বলের আঘাত সয়েছে। কিন্তু কখনও পিছিয়ে যায়নি। আশাকরি ভারতীয় ক্রিকেট ওর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা কাজে লাগাবে। অসাধারণ চেতেশ্বর। তুমি আমাদের গর্বিত করেছ।'

গর্বের স্রোত শচীনের কথাতেও। মাস্টার ব্লাস্টারের কথায়, 'ঠান্ডা মস্তিষ্ক, টেকনিক, ধৈর্য, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা, আবেগের প্রতিফলন দেখেছি তোমার মধ্যে। তিন নম্বরে তোমাকে ব্যাট হাতে নামতে দেখে বরাবর স্বস্তি পেয়েছি।' পূজারার ছবি পোস্ট করে শুভমান গিল পূর্বসূরিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রাখার জন্য।

অনিল কুম্বলে : উজ্জ্বল কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। সুন্দর এই খেলার অসাধারণ এক দূত। ক্রিকেট মাঠে তুমি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছ, তার জন্য আমরা সবাই গর্বিত। তোমার সঙ্গে কাজ (কোচের দায়িত্ব) করতে পারা আমার কাছে সম্মানেরও।

গৌতম গম্ভীর : ঝড়ের মুখে সবসময় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছ। যখন সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন লড়াই করেছ। অভিনন্দন পুজি।

বীরেন্দ্র শেহবাগ : তোমার পরিশ্রম, চেষ্টা, দায়বদ্ধতা নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা। তোমার সাফল্যে আমরাও গর্বিত। তুমি গর্বিত করেছ গোটা দেশকে।

যুবরাজ সিং : এমন একজন ক্রিকেটার, যার শরীর, মন দুটোই উৎসর্গ ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য। দুরন্ত কেরিয়ারের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন পুজি। নতুন ভূমিকায় তোমার সঙ্গে শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।

আজিঙ্কা রাহানে : অভিনন্দন পুজি। তোমার সঙ্গে খেলার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। সারাজীবন মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে তোমার সঙ্গে দুরন্ত সব টেস্ট জয়ের স্মৃতি। দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

ঋদ্ধিমান সাহা : খুব সামনে থেকে বছরের পর বছর ধরে তোমার ধৈর্য, দলের কঠিন মুহূর্ত লড়াই দেখেছি। তোমার সঙ্গে মাঠ এবং সাজঘর ভাগ করে নেওয়া আমার কাছে গর্বের।

সূর্যকুমার যাদব : হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট পুজি ভাই।

সুরেশ রায়না : অবিশ্বাস্য কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন ভাই। তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে আগামীর শুভেচ্ছা।

প্রজ্ঞান ওঝা : অসাধারণ কেরিয়ার এবং নতুন সফরে পা রাখা-অনেক অভিনন্দন তোমাকে। ভারতীয় ক্রিকেটে তোমার অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দেবজিৎ সইকিয়া (বিসিসিআই সচিব) : নিঃস্বার্থভাবে দলের হয়ে লড়াইয়ের প্রতীক চেতেশ্বর পূজারা। অসাধারণ ধৈর্য, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ওর ভালোবাসা, আবেগ অনুকরণযোগ্য।

'বারবার ট্রেনিং পদ্ধতি বদলে আখেরে ক্ষতি'

ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে সতর্কবার্তা অশ্বীনের

চেন্নাই, ২৪ অগাস্ট : বিরাট কোহলি-রবি শাস্ত্রীর আমলে ফিটনেসের মাপকাঠি ছিল ইয়ো ইয়ো টেস্ট। রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় জুটিও ভরসা রেখেছিলেন ইয়ো ইয়োতেই। গৌতম গম্ভীর জমানাতে যদিও রদবদলের ভাবনা ক্রিকেটারদের ফিটনেসের মাপকাঠিতে।

ইয়ো ইয়োর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে ব্রঙ্কো টেস্ট। গম্ভীরদের যে নয়া ভাবনায় খুশি নন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন অফস্পিনারের মতে, অযথা পরিবর্তনে হিতে বিপরীত হতে পারে। সুবিধার বদলে সমস্যা বাড়তে পারে ফিটনেস টেস্টের অযথা পরিবর্তনে।

ভারতীয় দলের ক্রিকেটার, বিশেষত পেস বোলারদের জন্যই মূলত আসতে চলেছে রাগবির ধাঁচে নতুন ব্রঙ্কো টেস্ট পদ্ধতি। যদিও অশ্বীনের যুক্তি, যা সফলভাবে চলছে তাকে রাতারাতি বদলে ফেলার কোনও দরকার নেই। এতে সমস্যাই বাড়বে। খেলোয়াড়দের চোট প্রবণতা বাড়তে পারে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে বলেছেন, 'ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিং পদ্ধতিও বদলানো ঠিক না। এরফলে আদপে ক্রিকেটাররাই সমস্যায় পড়ে। দীর্ঘদিন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং পদ্ধতি অনুসরণ করার পর হঠাৎ তা বদলে ফেললে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে। এরফলে চোটের সম্ভাবনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। বারবার ট্রেনিং পদ্ধতি বদলালে

> ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিং পদ্ধতিও বদলানো ঠিক না। এরফলে আদপে ক্রিকেটাররাই সমস্যায় পড়ে। দীর্ঘদিন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং পদ্ধতি অনুসরণ করার পর হঠাৎ তা বদলে ফেললে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে। এরফলে চোটের সম্ভাবনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে।
>
> -রবিচন্দ্রন অশ্বীন

তা আখেরে ক্ষতিই হয়।' সোহম দেশাইয়ের বদলে দলের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচের দায়িত্বে এখন আদ্রিয়ান লা রু। ব্রঙ্কো টেস্ট লা রু-রই মস্তিষ্কপ্রসূত।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অশ্বীনের আরও দাবি, অতীতে যখন ইয়ো ইয়ো টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, শুরুতে সমস্যায় পড়েছিলেন। একটা নির্দিষ্ট ফিটনেস ট্রেনিংকে দীর্ঘদিন অনুসরণ করেছেন। নতুন পদ্ধতিতে মানিয়ে নেওয়া সহজ ছিল না। অনেক চেষ্টার পর তা রপ্ত করেছিলেন। আরও বলেছেন, '২০১৭ থেকে ২০১৯-লম্বা সময় লেগেছিল নতুন পদ্ধতির সঙ্গে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে। সমস্যা হত। সোহম জানে আমার সমস্যার কথা। আমার ধারণা, ব্রঙ্কোর অন্তর্ভুক্তিতে একই সমস্যায় পড়বে বর্তমান ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা।'

অশ্বীনের যুক্তি, ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকা দরকার। বারবার বদল হওয়া উচিত নয়। নতুন ট্রেনার আসলেই পদ্ধতি বদলে যাবে এবং তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে ক্রিকেটারদের, এর যৌক্তিকতা নেই। বিশেষত, যখন চলতি ফিটনেস পদ্ধতিতে সুফল মিলছে, তখন অযথা কাটাছেঁড়া করা, রদবদলের কোনও মানে নেই।

শতরানের পর চেনা সেলিব্রেশনে ট্রাভিস হেড। ম্যাকেতে রবিবার।

হেড-মার্শ-গ্রিনে রেকর্ড অজিদের

ম্যাকে, ২৪ অগাস্ট : সিরিজের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল আগেই। নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৭৬ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করতে নেমেই ঝড় তোলেন ট্রাভিস হেড (১৪২) ও মিচেল মার্শ (১০০)। শতরান করলেন তিন নম্বরে নামা ক্যামেরন গ্রিনও (অপরাজিত ১১৮)। ৪৭ বলে তিন অঙ্কে পৌঁছে গ্রিন অজিদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি করলেন। যার সুবাদে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যায় ৪৩১/২ স্কোরে। দেশের মাটিতে ওডিআইতে সর্বাধিক রান।

অন্যদিকে, বল হাতে বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার কুপার কোনোলি (২২/৫)। ২২ বছর ২ দিন বয়সে কনিষ্ঠতম অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে পাঁচ উইকেট নিলেন তিনি। এটাই অজি স্পিনারদের মধ্যে ওডিআইয়ে সেরা বোলিং ফিগার। যার সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১৫৫ রানে। ওডিআই ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাই তাদের সর্বাধিক রানে হার।

স্মৃতি-রিচাদের প্রস্তুতি শিবির হবে ভাইজাগে

মুম্বই, ২৪ অগাস্ট : ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি।

লক্ষ্যপূরণে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে বন্দরনগরী ভাইজাগে প্রস্তুতি শিবির করবে ভারতীয় মহিলা দল। বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজও খেলবেন স্মৃতি মান্ধানা-হরমনপ্রীত কাউর-রিচা ঘোষরা। তার প্রাক্কালে ২৫ অগাস্ট থেকে সপ্তাহ খানেকের এই প্রস্তুতি শিবির করবে ভারতীয় মহিলা দল। ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপের দলের পাশাপাশি শিবিরে অংশ নেবেন স্ট্যান্ডবাই তালিকায় থাকা ৬ জন ক্রিকেটারও।

শিবিরে যোগ দেবেন মহিলা ভারতীয় 'এ' দলের খেলোয়াড়রাও। বর্তমানে 'এ' দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলতে ব্যস্ত। নিউজিল্যান্ডের মহিলা দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে ভারতের 'এ' দলের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। শিবিরে ভারতের মহিলা বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াডও আন্তঃদলীয় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে 'এ' দলের বিরুদ্ধে।

প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ভাইজাগকে বেছে নেওয়ার মূল কারণ, বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা (৯ অক্টোবর) ও অস্ট্রেলিয়ার (১২ অক্টোবর) বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বন্দরনগরীতে খেলবেন হরমনপ্রীতরা। ফলে ভাইজাগে প্রস্তুতি শিবিরে পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর মহিলা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই নামছে ভারত। গুয়াহাটির বরসাপাড়া স্টেডিয়ামে মান্ধানা-রিচারা যে ম্যাচে খেলবেন প্রতিযোগিতার সহ আয়োজক শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। প্রাথমিকভাবে উদ্বোধনী ম্যাচ বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামীতে হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য সরকার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রথমবার কোচের দায়িত্বে সৌরভ

মুম্বই, ২৪ অগাস্ট : দুই দফায় দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের ভূমিকাতেও তাঁকে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে এই জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ করা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির তরফে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানানো হয়েছে, জোনাথন ট্রটের পরিবর্তে সৌরভকে দায়িত্ব দেওয়া হল। সৌরভের হাত ধরেই প্রিটোরিয়া প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথমবার তারা ফাইনালে উঠলেও পরবর্তী দুইবার তারা শেষ করে যথাক্রমে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থানে। ২৬ ডিসেম্বর এবারের দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগ শুরু হচ্ছে।

ভারতকে আবার নির্বাসিত করতে পারে ফিফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : 'এখন আমাদের সবটাই মেঘাচ্ছন্ন। কয়েকদিনের বিশ্রাম দরকার। তারপর আবার হয়তো আবার ফিরতে পারব লড়াই করার জন্য। আশা করছি দ্রুত চুক্তি হয়ে যাবে। যাতে এদেশে আবার ফুটবল ফিরতে পারে। প্রতিদিন আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠি একটা ভালো খবর পাওয়ার জন্য এবং দয়া করে আপনারাও (সংবাদমাধ্যম) ধাক্কা দিন। আপনাদের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা।' সদ্য ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া কোচ যখন হাতজোড় করে এই আবেদন করেন তখন তাঁর মুখেই যেন মিলেমিশে যায়, এদেশের আপামর কোচ-ফুটবলার-ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত সবার মুখ। কারণ, ফের একবার ফিফার নির্বাসনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই টালমাটাল অবস্থার জন্য।

রবিবার দ্য ট্রিবিউন এএফসি-র এক সূত্রের উল্লেখ করে জানিয়েছে, বিশ্বের সর্বোচ্চ ফুটবল সংস্থা ভারতীয় ফুটবলের এই অচলাবস্থা নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত। দ্রুত এই সমস্যা না মেটালে হয়তো আবারও নির্বাসনের খাঁড়া নেমে আসতে পারে ভারতের উপর। এএফসি ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির দিকে সবসময় নজর রাখছে। ২০২২ সালে একবার ফিফার নির্বাসনের কোপ পড়ে ভারতের উপর। এবার আবারও যদি নির্বাসিত হয় তাহলে ফিফা এবং এএফসির টুর্নামেন্টে ভারত এবং ক্লাব দলগুলি খেলতে পারবে না। ফলে দ্রুত সমস্যা না মেটালে যে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে, তা পরিষ্কার।

ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট এবং ফুটবল চালু করার ব্যাপারে তারা বাধা নয়। বরং দ্রুত আলোচনার টেবিলে বসার নির্দেশ দেন বিচারপতিরা। যা খবর তাতে শনি-রবিবার নিজেদের মধ্যে আইনি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে নেওয়ার কাজ সেরে সোমবারই হয়তো আলোচনায় বসতে পারে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। এই বিষয়ে এআইএফএফ এবং এফএসডিএলের মধ্যে আলোচনার পরবর্তী শুনানি ২৮ অগাস্ট। আদালতের এই নির্দেশের পর ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনে এআইএফএফ ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে এমআরএ, যা আগামী ৮ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে সদিচ্ছার (আইনি ভাষায়, গুড ফেইথ নেগোসিয়েশন) সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায়।'

সুপ্রিম কোর্ট চায় বলেই হয়তো দুই পক্ষকে সদিচ্ছা নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। আর তাতেই লিগ শুরু হওয়ার রাস্তা বেরোনোর সম্ভাবনা।

গোল করে দুরবিন সেলিব্রেশনে বার্সেলোনার পেদ্রি।

সূর্যদের জার্সিতে থাকছে না ড্রিম১১

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং অ্যাপের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের পরই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সূত্রের খবর, ভারতীয় দলের স্পনসরশিপ থেকে সরানো হচ্ছে ড্রিম১১-কে। আসন্ন এশিয়া কাপেই যার প্রভাব পড়তে চলেছে। এশীয় যুদ্ধে সূর্যকুমার যাদবদের জার্সিতে আর দেখা যাবে না ড্রিম১১-এর লোগো। এশিয়া কাপের আগেই সম্ভবত বিকল্প স্পনসরের জন্য নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান মূল স্পনসর ড্রিম১১-এর তরফে এখনও এই ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

এশিয়া কাপ

বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকিয়া অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মেনেই চলবে বিসিসিআই। কেন্দ্র যদি অনুমতি না দেয়, তাহলে বোর্ড সেই পথে হাঁটবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ করবে, তা মেনে চলা হবে। ফলে ড্রিম১১-এর বিদায় সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

ডুরান্ড কাপ জয়ের পর বাবা-মায়ের সঙ্গে আশির আখতার।

বাগানের পঞ্চবাণে বিদ্ধ বিএসএস

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : ৫ (শিবম-৩, আদিত্য অধিকারী, করণ)
বিএসএস : ২ (রোমিন, তুহিন)

হ্যাটট্রিক করে উচ্ছ্বাস শিবম মুন্ডার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : হ্যাটট্রিক করে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে জয়ের রাস্তা দেখালেন শিবম মুন্ডা। কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচে বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫-২ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন।

সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর রবিবার বিএসএসের বিরুদ্ধে বাড়তি তাগিদ নিয়েই মাঠে নেমেছিল মোহনবাগান। মিমো শেরপা, করণ রাইদের খেলায় তার স্পষ্ট প্রতিফলন। শুরু থেকে বিপক্ষকে চাপে রাখলেও গোলের জন্য ডেগি কার্ডোজোর মোহনবাগানকে অপেক্ষা করতে হল প্রায় আধ ঘণ্টা। ২৯ মিনিটে পালতোলা নৌকোয় হাওয়া লাগালেন শিবম মুন্ডা। ডান প্রান্ত থেকে ভেসে আসা বল পায়ের টোকায় গোলে ঠেলে দেন তিনি। ৪২ মিনিটে বিশ্বমানের গোল শিবমের। কর্নার থেকে সরাসরি লক্ষ্যভেদ করেন। যা বিশ্ব ফুটবলে 'অলিম্পিকো গোল' বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আচমকাই ছন্দপতন। দুই মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল হজম করে মোহনবাগান। ৪৮ মিনিটে বিএসএসের হয়ে প্রথম গোল শোধ রোমিন গোলদারের। দ্বিতীয় গোল তুহিন পোড়েল। দুটি গোলই হল মোহনবাগান রক্ষণের ভুলে। এই সময় রীতিমতো ডেগির দলকে চাপে ফেলে দেয় বিএসএস। তবে ৫৪ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করে বাগানকে জয়ের পথ দেখিয়ে দিলেন শিবম। মিমোর পাস গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে নিখুঁত প্লেসিংয়ে জালে পাঠান তিনি। ৬৩ মিনিটে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে মাটি ঘেঁষা শটে বাগানের চতুর্থ গোলটি করেন আদিত্য অধিকারী। শুধু গোলেই করলেন না, পরিবর্ত হিসাবে নামার পর তাঁর খেলা বেশ নজর কাড়ল। ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে করিন শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন করণ।

এদিন জয়ের পরও ৮ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-র পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বরে থেকে গেল মোহনবাগান। অন্যদিকে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের কাছে সুরুচি সংঘ ১-০ গোলে হেরে যাওয়ায় আখেরে সুবিধাই হল সবুজ-মেরুনের। বলা চলে সুপার সিক্সের সম্ভাবনা একটু হলেও বাড়ল। এছাড়া রবিবার প্রিমিয়ারের ম্যাচে পুলিশ এসি-কে ১-০ গোলে হারাল ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাব।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : দীপ্রভাত, লিওয়ান, বিলাল (সাহিল), আদিত্য মণ্ডল, রোশন (আদিল), নিশার (রোহিত), গোগোচা (আদিত্য অধিকারী), মিমো, শিবম (পিযুষ), তুষার ও করণ।

পিছিয়ে পড়েও জিতে খুশি ফ্লিক

মাদ্রিদ, ২৪ অগাস্ট : দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত জয়। গত মরশুমে যেখানে শেষ করেছিল, এই মরশুমে সেখান থেকেই যেন শুরু করেছে বার্সেলোনা।

লেভান্তের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতে তৃপ্ত কোচ হান্সি ফ্লিক। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'আমি ছেলেদের পারফরমেন্সে গর্বিত। পিছিয়ে থেকেও হাল ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত ৩ পয়েন্ট পাব, এই বিশ্বাসটা ছিল।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ম্যাচটা খুব কঠিন ছিল। লেভান্তে দারুণ ফুটবল খেলেছে। প্রথমার্ধে আমরা বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে পেদ্রি গোল করার পর আমরা ম্যাচে ফিরি।'

ম্যাচে ফিরতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডকে তুলে নেন হান্সি। সেইসঙ্গে মিডফিল্ড থেকে ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহাকে উইংয়ে নিয়ে আসেন তিনি। এই নিয়ে তিনি বলেছেন, 'মার্কাস প্রথমার্ধে ভালো খেলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ জেতার জন্য কিছু পরিবর্তনের দরকার ছিল। তাই ওকে তুলে নিই এবং রাফিনহাকে মিডফিল্ড থেকে উইংয়ে নিয়ে আসি। আমার মনে হয়, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। এরপরই প্রথম গোলটি আসে, যেটা ম্যাচের রং পরিবর্তন করে।' টানা দুই ম্যাচ জিতে লিগ শীর্ষে উঠে এসেছে বার্সেলোনা।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামবেন অনিমেষ

চেন্নাই, ২৪ অগাস্ট : ইতিহাস গড়লেন অনিমেষ কুজুর। ভারতের প্রথম দৌড়বিদ হিসাবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন তিনি। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্সে সোনা জেতেন অনিমেষ। ২০০ মিটার দৌড় শেষ করতে সময় নেন ২০.৩৩ সেকেন্ড। সেই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বরে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত হতে চলা অ্যাথলেটিক্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন ছত্তিশগড়ের ২২ বছর বয়সি অ্যাথলিট। দেশের প্রথম পুরুষ স্প্রিন্টার হিসাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি।

ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে ইতিহাস

অনিমেষের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর কোচ মার্টিন ওয়েনস। তবে টোকিওতে ছাত্রের থেকে পদকের আশা করছেন না। ওয়েনসের সহজ স্বীকারোক্তি, 'পদকের কোনও প্রত্যাশাই রাখছি না। বিশ্ব মঞ্চে সাফল্য পেতে হলে আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। এবার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নামবে অনিমেষ। বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে লড়ার সুযোগ। পরেরবার নিশ্চিতভাবে পদকের লক্ষ্যেই দৌড়াবে।' কিছুদিন আগেই গ্রিসে অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতায় ১০.১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন অনিমেষ কুজুর। সেই নিয়ে কোচ ওয়েনস বলেছেন, 'মরশুমের শুরুতে ১০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। এবার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও জায়গা করে নিল। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাচ্ছে অনিমেষ।'

ডুরান্ড জয়ের প্রেরণা জন, বলছেন আশির

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ জিতে ইতিহাস গড়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। রক্ষণ সামলে ফাইনালে গোল করেছেন আশির আখতার।

শনিবার গ্যালারিতে ছিলেন আশিরের মা-বাবা। গতবারও ফাইনাল দেখতে তাঁরা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এসেছিলেন। তবে আশিরের কাছে এবারের ফাইনালটা 'স্পেশাল'। বলেছেন, 'পরপর দুইবার ট্রফি জেতার অনুভূতি দুরন্ত। দুইবারই গ্যালারিতে আমার পরিবার ছিল। তবে এবার ওদের সামনে গোল করতে পারা বিশেষ মুহূর্ত।' আরও একজনের কথা উল্লেখ করতে ভুললেন না। দলের অন্যতম কর্ণধার জন আব্রাহাম।

> গতবছর ফাইনালে মোহনবাগানকে হারানোটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। ওদের আরও বেশি সমর্থক ছিল। ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে প্রত্যাবর্তনটা একেবারেই সহজ হয়নি। তবে সেদিনও আমরা বিশ্বাস হারাইনি।
>
> আশির আখতার

আশির বলেছেন, 'জন বলেছিলেন আমরা ট্রফি জিতলেই কলকাতায় আসছি। সেই বাতই আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করেছে।'

গতবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে জয়, নাকি এবার ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে হারানো, কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন? আশিরের স্পষ্ট উত্তর, 'ফাইনালে মোহনবাগানকে হারানোটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। ওদের আরও বেশি সমর্থক ছিল। ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে প্রত্যাবর্তনটা একেবারেই সহজ হয়নি। তবে সেদিনও আমরা বিশ্বাস হারাইনি।' একই সঙ্গে কিবু ভিকুনার দলের প্রশংসাও করলেন ইস্টবেঙ্গলের এই প্রাক্তনী। বলেছেন, 'ডায়মন্ড হারবার ভালো খেলেছে। ডুরান্ড অভিষেকেই ফাইনাল খেলে ইতিহাস গড়েছে ওরা। এটাই ওদের সাফল্য। তবে আমাদের জন্য দ্বিতীয় ডুরান্ড জয়টা আরও বেশি ঐতিহাসিক। এই সাফল্য আমাদের দলকে আরও আত্মবিশ্বাস দেবে।'

ভুটানকে আট গোল ভারতের

থিম্পু, ২৪ অগাস্ট : অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় ম্যাচে ভুটানকে ৮-০ গোলে হারাল ভারত। হ্যাটট্রিক করেন অনুষ্কা কুমারী। জোড়া গোল করেন অভিস্তা বাসনেট। ভারতের হয়ে বাকি গোলগুলি করেন পার্ল ফার্নান্ডেজ, দিব্যানী লিন্ডা ও ভালানিয়া ফার্নান্ডেজ। আপাতত তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে ভারত।

সেঞ্চুরির নজির গড়েও স্বপ্নভঙ্গ রোনাল্ডোর

হংকং, ২৪ অগাস্ট : নজির গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আবার খেতাবও হাতছাড়া করলেন।

সৌদি সুপার কাপ ফাইনালে আল আহলির বিরুদ্ধে আল নাসেরের জার্সিতে শততম গোলটি করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে চারটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে শততম গোল করার নজির গড়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি নজির গড়লেও আল নাসের ফাইনালে হেরে গিয়েছে।

সুপার কাপ ফাইনালে ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। তবে সংযোজিত সময়ে গোল করে আল আহলিকে সমতায় ফেরান ফ্রাঙ্ক কেসি। ৮১ মিনিটে মার্সেলো ব্রোজোভিচের গোলে ফের লিড নেয় আল নাসের। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ৮৯ মিনিটে রজার ইবানেজ সমতায় ফেরান আল আহলিকে। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে ৫-৩ ফলে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয় রোনাল্ডোদের। আপাতত আল নাসেরের হয়ে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স কাপ ছাড়া কোনও খেতাব জিততে পারেননি পর্তুগিজ মহাতারকা।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজের ফুটবল কেরিয়ারে একমাত্র স্পোর্টিং লিসবন ছাড়া বাকি সব ক্লাবের হয়ে 'গোলের সেঞ্চুরি' করেছেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৪৫০টি, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে ১৪৫ ও জুভেন্তাসের হয়ে ১০১টি গোল করেছেন তিনি। এমনকি জাতীয় দলের জার্সিতেও গোলের সেঞ্চুরি রয়েছে সিআর সেভেনের। পর্তুগালের হয়ে ১৩৮টি গোল করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক গোলদাতা এখন ক্রিশ্চিয়ানোই।

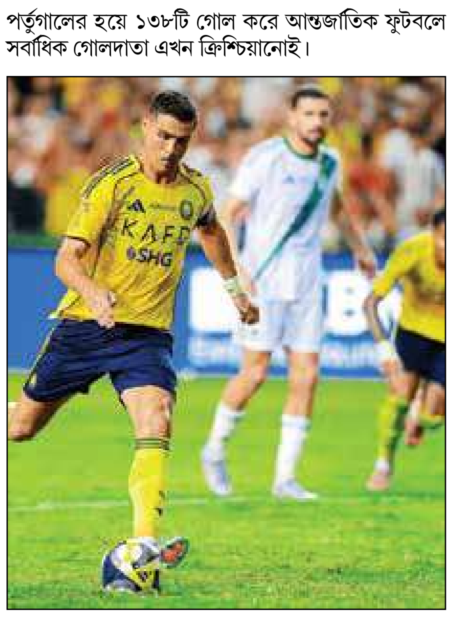

আল আহলির বিরুদ্ধে গোল করার পথে রোনাল্ডো।

ম্যাচের সেরা রজত টেটে। ছবি : সমীর দাস

জেতালেন রজত

কালচিনি, ২৪ অগাস্ট : বোকেনবাড়ি মজদুর মিলন ক্লাবের নর্থবেঙ্গল গোর্খা কাপ ফুটবলে কোকড়াঝাড়ের দমরাপাড়া এফসি ১-০ গোলে সিকিমের আক্রমণ এফসি-কে হারিয়েছে। রবিবার কালচিনি চা বাগানের রাজীব গান্ধি ফুটবল মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা রজত টেটে। মঙ্গলবার খেলবে দলসিংপাড়া ডিএসএ ও শামুকতলা মোঙ্গরা এফসি।

ড্র ম্যাচে শতরান আদিত্যর

মহারাষ্ট্র-২৬৬ বাংলা-৩২৫/৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : দ্বিতীয় দিনে একটানা বৃষ্টিতে ম্যাচের ভাগ্য কার্যত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় দিনে অঘটন কিছু ঘটেনি। প্রত্যাশামাফিক অমীমাংসিতভাবে শেষ হল বাংলা-মুম্বই ম্যাচ। তৃতীয় তথা শেষ দিনে আজ যখন ম্যাচ ইতি পড়ে মুম্বইয়ের ২৬৬ রানকে অতিক্রম করে বাংলার স্কোর ৩২৫/৫। ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকে ম্যাচে ইতি টানে অনুষ্টুপ মজুমদার ব্রিগেড।

গতকালের ৫৭/১ স্কোর এদিন খেলা শুরু করে বাংলা। পুরো দিন ধরেই কার্যত বাংলা ব্যাটারদের দাপট। গতকালের দুই অপরাজিত ব্যাটার আদিত্য পুরোহিত ও সৌরভ সিং দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ২০৫ রান যোগ করেন। ১৪ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন সৌরভ। আদিত্য অবশ্য ফেরেন শতরান পূরণ করে। ২১৯ বলে ১২টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১২২ রান করেন আদিত্য। অভিষেক পোড়েল (৭) এদিন রান পাননি। অধিনায়ক অনুষ্টুপের ব্যাট থেকে আসে ৩৪। ম্যাচে যখন ইতি পড়ে সুমন্ত গুপ্ত ২২ ও বিশাল ভাটি ২১ রানে অপরাজিত। মুম্বইয়ের পক্ষে সিলভেস্টার ডি'সুজা ও আকাশ পারকার দুইটি করে উইকেট নেন।

বাংলা-মুম্বই

প্রেম ট্রফি ফুটবল শুরু আজ

মাদারিহাট, ২৪ অগাস্ট : হান্টাপাড়া মচু খেস মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেম ওরাওঁ ট্রফি নকআউট ফুটবল সোমবার শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে মেঘালয় ও গ্লোবাল এফসি অসম। এছাড়াও ১৬ দলের প্রতিযোগিতায় খেলবে কেরল, সিকিম, ভুটান, দার্জিলিংয়ের ক্লাব।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে পলাশগুড়ি জুনিয়ার সিটিজেন আদিবাসী ক্লাব।

ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে সতর্কবার্তা অশ্বীনের
-খবর এগারোর পাতায়

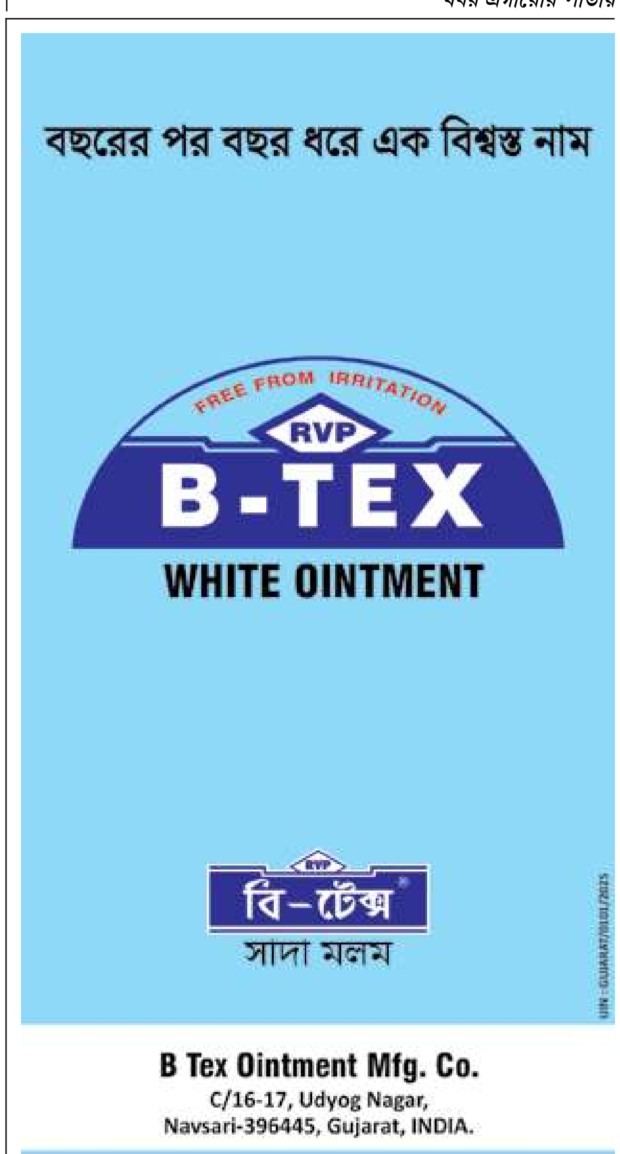

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
বীরপাড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরপাড়া - এর একজন বাসিন্দা বিনোদ খারিয়া - কে 06.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98B 45343 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাকে কোটিপতি হওয়ার এই সুন্দর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে শুভমাস্ত ধন্যবাদ জানাবো না। আমি এখন আর্থিক সমস্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, আমি এবং আমার পরিবারের সুন্দর একটি ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য উৎসাহিত।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জেলা জুডো প্রতিযোগিতায় ৫০

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : জেলাস্তরের জুডো রবিবার হ্যামিল্টনগঞ্জের নেতাজি রোডের একটি ভবনে অনুষ্ঠিত হল। অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলে ও মেয়েদের ১২টি বিভাগে ৫০ জন অংশ নিয়েছিল। প্রতিটি গ্রুপ থেকে প্রথম চারজন রাজ্যস্তরে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

হ্যামিল্টনগঞ্জে চলছে জেলাস্তরের জুডো। ছবি : সমীর দাস

হার দলসিংপাড়ার

মাদারিহাট, ২৪ অগাস্ট : মুজনাই চা বাগানে ডুয়ার্স ইয়ুথ কাপ ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠল সানতালপুর অসম। রবিবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা অসমের গোলকিপার রিলায়্যান্স মারান্ডি। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে সেবক এনওয়াইসি ও ঝাড়খণ্ড সোরেন ব্রাদার্স।

ম্যাচের সেরা হয়ে রিলায়্যান্স মারান্ডি। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

খেতাব জিতল পলাশগুড়ি

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : দক্ষিণ মাঝেরডাবরির অভিন্ন হৃদয় সংঘের নক আউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পলাশগুড়ি জুনিয়ার সিটিজেন আদিবাসী ক্লাব। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে রাম লক্ষণ এসটি ইউনিট দলকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। পলাশগুড়ির ম্যাথিয়াস হেমরম ও রামের জয় কিস্কু গোল করেন। ফাইনালে সেরা ম্যাথিয়াস। প্রতিযোগিতার সেরা ইমাসন মুর্মু। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন কোহিনুর টিজি এফসি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কামাখ্যাগুড়ি ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের ৪ দলীয় একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোহিনুর টিজি এফসি অসম। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে কুমারগ্রাম ডিএসডব্লিউএ-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। প্রতিযোগিতার সেরা আরমান ওরাওঁ। সেরা গোলকিপার আমন ওরাওঁ।

বেল্ট পরীক্ষা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার ক্যারাটে অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দুইদিনের ক্যারাটে কর্মশালা এবং বেল্ট পরীক্ষা রবিবার শেষ হল। দুই বিভাগেই ৮৫ জন অংশ নিয়েছিল। কর্মশালার দায়িত্বে ছিলেন অসমের ক্যারাটে কোচ আব্দুল কাদের। পরীক্ষা নিয়েছেন অভিজিৎ সূত্রধর ও লতিকা রায়সরকার।